সতীর জ্যোতি
১৮৮২২
সাহিত্য
কলিকাতা
একমাত্র
পাইকারী বিক্রয়-স্থান,
কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির,
১১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায়

প্রীতি-উপহার

প্রার্থনা

•০○০•

স্বর্গ-মর্ত্ত-সংপূজিতা—**মাতা**।

সর্ব্বদেশে—সর্ব্বলোকে—স্বর্গে—মর্ত্তে—দেব-ঋষি-বন্দিতা-সাক্ষাৎ জাগ্রতা দেবী-প্রতিমা পরমারাধ্যা—মাতা।

স্বর্গ! জানিনা সে কোন্ কল্পলোকে। কিন্তু মাথার উপর অনন্ত মুক্ত ঐ যে আকাশ, ঐ আকাশের নীলিমা-তলে অযুত নক্ষত্রের মধ্যেও তোমার অভয় হস্তের মাণিক-গাঁথা কঙ্কন-বিচ্ছুরিত স্নিগ্ধ জ্যোতির পরশ আমি নিত্য বক্ষে অনুভব করি; পুঞ্জীভূত বেদনারাশির উপর অমৃত প্রলেপে তন্দ্রালস চক্ষু ঝিমাইয়া আসে। এইরূপেই দিন কাটিতেছিল। তারপর সে এক চন্দ্রালোকিত রজতশুভ্র রজনীর শেষ যামে, আমার ভবিষ্যৎ জীবনের পরিপূর্ণ আশা—আঁখি-তারার ক্ষীণ জ্যোতি তোমার জ্যোতিতে মিশিয়া নিষ্প্রভ হইয়া গেল।

মমতাময়ি! সেই সে তমসাবৃত মুহূর্ত্ত—তদবধি চক্ষু থাকিতেও অন্ধ হইয়া অপেক্ষায় আছি, আলোকের সন্ধানে। দেখাও আমায় সত্যের শতচন্দ্র-করোজ্জ্বল আলোকিত পথ, সেই জ্যোৎস্না-সোপান-পথ বহিয়া তোমারই তুহিন্-শীতল চরণতলে মিশিয়া এ তপ্ত-মরু-বক্ষ—মন্দাকিনী-প্রবাহে প্লাবিত হইয়া যাক্।

মা গো! তোমার ইঙ্গিত আমায় নিত্য আশ্বাস দেয়, সময়ের প্রতীক্ষা করিতে। বেশ, তাই হোক্, কিন্তু কতদিন?

ঝুলন-পূর্ণিমা, } ১৩৩৩

অভাগ্য-সন্তান্
শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

নির্ম্মল-সাহিত্য-পীঠের

দ্বিতীয় উপন্যাস

স্বামী-তীর্থ

তৃতীয় উপন্যাস

মিলন-মাধুরী

চতুর্থ উপন্যাস

সুখে থাকো

ঐ তিন খানি উপন্যাসের

লিপি-চাতুর্য্য এতই মর্ম্মগ্রাহী যে, সাধারণ পাঠক ত দূরের কথা,

বহু ঔপন্যাসিককেও

মুগ্ধ চিত্তে

এক নিশ্বাসে পাঠ করিতে হইবে।

প্রতি উপন্যাস হাতে লইলে ১৲, ডাকে ১।০

সতীর জ্যোতি

সতীর জ্যোতি

·০০০O০০০০·

১

"দিদি! আমার বল্‌বার আর কিছুই নাই। শানিকে তোমার দিয়ে গেলাম, ওর একটা কিনারা ক'রে দিও। মা আমার বড় অভাগিনী।"

মৃত্যুশয্যায় শায়িতা বিধবা প্রৌঢ়ার মুখ হইতে কথাগুলি বাহির হইবামাত্র সেবাপরায়ণা উপবিষ্টা অপরা প্রৌঢ়া অশ্রুসম্বরণ করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন,—

"ওকি কথা বোন্?—অমন কথা ব'লোনা। তুমি সেরে উঠে তোমার শানির বিয়ে দিয়ে সাধ আহ্লাদ করবে। ভাবছো কেন? অসুখ কি কারও হয় না! দু' একদিনেই সেরে উঠবে।"

"আর সেরে উঠবো।—একেবারে সেরে উঠবো। বল দিদি! যদি সেরে না উঠি, মরেই যাই, তুমি শান্তিকে দেখবে? বল বল, তোমার মুখের কথা না শুনে আমি যে মরতে পারছি না। বল, বল,—তোমার দু'টী হাতে ধরি, বল যে, তুমি শান্তির একটা বিয়ে ক'রে দেবে?"

উপবিষ্টা প্রৌঢ়া গদ্গদস্বরে কহিলেন, "দিদি, শান্তির জন্য ভেব না। শান্তি আমার। আমি তার সমস্ত ভার নিলাম।"

একটী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া মুমূর্ষু প্রৌঢ়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কিছুক্ষণ তদবস্থায় থাকিয়া চক্ষু মেলিয়া পুনরায় কহিলেন, "সই, শানি কোথায়—আমি একবার তাকে দেখবো।"

"ঘুমুচ্ছে, ডাকবো ?"

"না থাক্।—আহা ঘুমুক।—ওঃ মা!"

"কি মা"—বলিয়া একটী ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা ধড়মড়িয়া উঠিয়া রুগ্না মাতার পার্শ্বে আসিয়া বসিল। মাতার মুখ হইতে কথা বাহির হইল না। স্থির লক্ষ্যে কন্যার দিকে চাহিয়া রহিলেন। দরদরধারে অশ্রু কপোল বহিয়া পড়িতে লাগিল। বালিকা কাতরকণ্ঠে কহিল, কাঁদছ কেন মা ? বল তোমার কি কষ্ট হচ্ছে ? বল মা বল ?"

"মা, আর আমার সময় নাই। আমার শেষ হয়ে এসেছে, তোকে তোর সইমার হাতে সঁপে দিয়ে যাচ্ছি। আজ থেকে সই তোর মা। আমায় ভুলে যাস মা।" বেপথুমানা কন্যা উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বলোনা মা, ও-কথা বলোনা। কোথা যাবে তুমি ? আমি তোমায় যেতে দিব না। সই মা, সই মা, মা যে কথার উত্তর দেয় না,—তবে কি মা আমার চলে গেল সই মা ?"

বালিকা আকুল উদ্বেগে রুগ্না মাতার গলদেশে দুই হাত ন্যস্ত করিয়া উচ্চকণ্ঠে মা, মা বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। মাতা অতিকষ্টে শীর্ণ হাত দু'খানি কন্যার মস্তকে স্থাপন করিয়া ক্ষীণস্বরে কহিলেন, "শানি, মা আমার, মুখ তোল! কন্যা মুখ তুলিল। মাতার ওষ্ঠে মৃদুহাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। অধর ওষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইল। কথা বাহির হইল না।

"মা, মা, বল—কি বলতে চাও, বল—"

"বল্‌ছি।" আত্ম সম্বরণ করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, "শোন মা, আমার আয়ু শেষ হ'য়ে এসেছে। বড় জোর আজকের রাতটুকু। জানি তোর কষ্ট হবে, কিন্তু কি কর্‌বি মা!—এতে ত কারও হাত নাই। কেউ আমায় রাখতে পার্‌বে না—আমার শেষ সময়।—কাঁদিস না মা, কাঁদিস না। কেঁদে আমায় আর কষ্ট দিস না। মরবার সময় তোর কান্না দেখে আমি সুখে মরতে পারব না। তোর কোন ভাবনা নাই। সই রইল, তোর মা রইল। আমার চেয়ে তোকে যত্ন করবে। শানি, মা আমার।" এই বলিয়া জননী কন্যাকে দুই হাতে বুকের মাঝে জড়াইয়া ধরিলেন। কুটীর-কক্ষে একটি বিরাট নিস্তব্ধতা রাজত্ব করিতে লাগিল।

উপবিষ্টা সইমাতা বালিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "শানি, মার বুক থেকে মাথাটা তুলে নে মা, মার যে কষ্ট হচ্ছে।" শান্তি মাথা তুলিয়া মার দিকে চাহিয়া কহিল, "সই মা, দেখ দেখ? মা আর চোখ চায় না—কথা বলে না। তবে কি মা আমার মরে গেল?"

"না মা, অনেক কথা ক'য়ে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে। দাঁড়া আমি একটু বেদানার রস করে খাইয়ে দিই।"

"আর ত বেদানা নাই।"

"তবে একটু দুধ দিই। ওরে হরের মা, চারটী পাতা জ্বেলে দে'ত—একটু দুধ গরম করতে হবে।"

বাহিরের দাওয়ায় শায়িতা হরের মা তাড়াতাড়ি উঠিয়া আগুন জ্বালিলে, সই মা দুধ গরম করিয়া আনিয়া মুমূর্ষুর মুখে দুই ঝিনুক ঢালিয়া দিলেন। গলাধঃকরণ হইলে অতি কষ্টে চক্ষুরুন্মিলন করিয়া

ক্ষীণকণ্ঠে কন্যাকে কহিলেন, "মা, একটু ঘুমোও—আমি মরবোনা এখন।"

"আমি অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি মা, আর ঘুম হবেনা। ভোর হ'য়ে গেছে। তুমি বরং ঘুমোও, আমি তোমায় বাতাস করি। মুমূর্ষু নিদ্রা গেল না। কথা কহিবার চেষ্টাও বিফল হইল। ইসারায় জানালাটা খুলিয়া দিতে বলিলেন। সইমা উঠিয়া জানালা খুলিয়া দিল। ভোরের বাতাস কক্ষে প্রবেশ করিয়া মুমূর্ষুর দেহের উপর দিয়া বহিয়া গেল। রুগ্নার চক্ষু দুটি ধীরে ধীরে বুজিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ মুখ দিয়া বাহির হইল, "দাঁড়াও, দাঁড়াও আমি যাচ্ছি—যাচ্ছি।" সর্ব্বশরীরে একটী ঝাঁকানি লাগিল। তারপর সব স্তব্ধ—অসাড়।

"সই, সই!"

"মা, মা!"

কোন কথা নাই! দেহ অসাড়! প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গিয়াছে। ঊষার আলো প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবাত্মা পরমাত্মার জ্যোতিতে মিশিয়া গিয়াছে, প্রাণহীন দেহ পড়িয়া আছে। "মা গো? কোথায় গেলে গো? আমায় ফেলে কোথায় চলে গেলে মা আমার!" বলিয়া বালিকা তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই চীৎকার পর্ণ-কুটীর ভেদ করিয়া দূর দূরান্তরে ছুটিয়া চলিল। ঊষার প্রাক্কালে সেই মর্ম্মন্তুদ হাহাকার সুপ্তোত্থিত পল্লীবাসীর শ্রবণ-পটহ ভেদ করিয়া মর্ম্মস্থলে আঘাত করিল। সইমা অঞ্চলে চক্ষুজল সম্বরণ করিয়া কুটীর প্রাঙ্গণে আসিয়া হরের মাকে কহিলেন, "ওরে, কাশীমুদ্দিকে ডাক্, বাহিরের দাওয়ায় শুয়ে আছে।" কাশীমুদ্দির ইতিমধ্যে নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। শান্তির চীৎকারে তাড়াতাড়ি উঠানে আসিয়া সইমাকে দেখিয়া কহিল, "মা, সব শেষ হয়ে গেছে?"

"হাঁ বাবা।" উত্তর শুনিয়া কাশীমুদ্দি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

"বাবা কাশীম, এখন উপায় ? মৃতদেহের সৎকার করা ত চাই ? ওঠ বাবা, তোমার গাঁয়ের লোকেদের খবর দাও।"

"এই যাচ্ছি মা।" কাশীমুদ্দি চলিয়া গেল। সইমা পুনরায় কুটীর-কক্ষে প্রবেশ করিয়া শান্তিকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। এদিকে কাশীমুদ্দি পল্লীস্থ ব্রাহ্মণবৃন্দের বাটিতে যাইয়া সাহায্য চাওয়াতে সকলেই উপেক্ষা করিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিল। দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া সাহায্য না পাইয়া কাশীমুদ্দি বিষণ্ণ বদনে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "কেউ এলনা মা !"

"এলো না ? আচ্ছা, তুমি ত আছ, তা হলেই হবে।" ক্ষোভে রোষে সইমা শোক ভুলিয়া গিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। পরে হরের মাকে ডাকিয়া কহিলেন, "হরের মা, এই কাশীমুদ্দিকে নিয়ে শীঘ্র আমার বাড়ী যা, গোমস্তাকে বলে জনকয়েক ব্রাহ্মণ নিয়ে শীঘ্র আস্‌বি।" হরের মা যাইবার উদ্যোগ করাতে শান্তিদের গৃহ-বিগ্রহ-পূজারী ঠাকুর সন্তান সহ উপস্থিত হইয়া কহিল, কোথাও যেতে হবেনা মা, আমরা পিতাপুত্রে এসেছি, আমরা মৃতদেহ সৎকার করে আস্‌ব ! সব শুনেছি মা, সব শুনেছি। বিপদে কেউ সাহায্য করবে না। সুসময়ে সকলেই মিত্র ছিল। আমার যজমান গরীব হ'য়েছে বলে তার মৃতদেহের সৎকার হবেনা ? আপনি মা এক কায করুন, মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে চলুন—আমরা বাপ বেটায় মৃতদেহটা বহন করে নিয়ে যাই।" এই কথা বলিয়া ভট্টাচায্য মহাশয় পুত্রকে লইয়া যথাবিহিত বিধানে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া মৃতদেহ লইয়া যাত্রা করিলেন। সইমা হরের মাকে গৃহ পরিস্কার এবং কাশীমুদ্দিকে কুটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া—প্রাঙ্গণে সমবেত কতিপয় নীচ জাতীয় লোক সঙ্গে করিয়া শান্তিকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিয়া শববাহী ব্রাহ্মণদ্বয়ের অনুগমন করিলেন। শান্তির আর্ত্তনাদে দিঙ্মণ্ডল বিদীর্ণ হইতে লাগিল, পল্লীবাসী বৃদ্ধগণ স্ব স্ব হুক্কা হস্তে ধর্ম্মতলায় সমবেত হইয়া সমস্ত দেখিল।

কেহই একটি কথা কহিল না। তাহাদের সম্মুখ দিয়া শববাহীগণ চলিয়া গেল। তারপর সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল, "তাই ত হে, শেষকালে রামানন্দ মড়া নিয়ে গেল? এত বারণ করলেম, শুনলে না? আচ্ছা! বেটাকে একঘরে করতে হবে। ও মাগীটা কে, ঐ যে যখের মত আগ্‌লে মেয়েটাকে নিয়ে গেল?"

"ভবতারণ-গৃহিণীর সই না কে। ওই মাগীটাই ত মাসাবধিকাল এসে মাগীর সেবা-টেবা করছে। নইলে বাবা আমাদের পায়ে ধরতেই হ'তো।

"মরতে বসেছে, তবু মাগীর তেজ কত!"

"আমি সেদিন বল্লেম যে, আমার নাতির সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দাও—বল্লে কিনা তুমি ত স্বঘর নও। আরে বেটি, স্বঘর—স্বঘর নিয়ে ধুয়ে খাবি। এইবার দে মেয়ের বিয়ে?"

"ভোলা মামা? তুমি ত বাবা ভবতারণের সর্ব্বস্ব ফাঁকি দিয়ে নিয়েছ, এবার মেয়েটাকেও নাও, তারপর ছোট ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ঐ পড়োটুকু আর জমীটা গ্রাস করে ফেল।"

"কেন হ্যা? আমার ছেলে কি ফ্যাল্‌না? ৪০০০৲ টাকা নিয়ে সর্ব্বস্ব চাটুয্যে সাধাসাধি করছে।"

"যাই হোক দাদা, কাজটা কিন্তু ভাল হোল না। ভবতারণ অনেকের উপকার করেছিল, তার বিধবার সৎকারে—"

"আরে রেখে দাও, তোমার উপকার। কে বাবা ঐ মোছলমানের সংশ্লিষ্ট মাগীর সংশ্রবে এসে জাত দেবে?"

"ও মেয়েকে বাবা কে ঘরের বৌ করবে?" এইরূপ নানা প্রকারের কথাবার্ত্তা সেই নিষ্কর্ম্মা পল্লীবাসী বৃদ্ধগণের মধ্যে চলিতে লাগিল।

২

ত্রিবেণী হইতে দুই ক্রোশ পশ্চিমে একখানি গণ্ডগ্রামে ভবতারণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস। ভবতারণ কৃষ্ণনগর রাজসরকারে চাকুরি করিয়া অবসর গ্রহণ করতঃ স্বগ্রামে আসিয়া বাস করেন। তিনটি উপযুক্ত সন্তান হারাইয়া একমাত্র কন্যা শান্তিকে লইয়া সস্ত্রীক কালযাপন করিতে থাকেন। হঠাৎ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হয়েন। ছয় বৎসরকাল ভুগিয়া সঞ্চিত অর্থ, পৈত্রিক ভিটা এবং কয়েক বিঘা চাষের জমী খোয়াইয়া মাত্র একখানি কুটির এবং তৎসংলগ্ন একখানি ক্ষুদ্র বাগান রাখিয়া শান্তির দশ বৎসর বয়সের সময় পরলোক যাত্রা করেন। ভবতারণ-গৃহিণী স্বামীর মৃত্যুর পর অতি কষ্টে পড়িয়া দিনযাপন করিয়া আসিতেছিলেন। ভবতারণ বাবু যখন স্বগ্রামে ফিরিয়া আসেন, রাজপাইক বৃদ্ধ কাশীমুদ্দিও কর্ম্মস্থল হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ভবতারণ বাবুর সঙ্গে তাঁহার গ্রামে আইসে। ভবতারণ বাবু তাহাকে বিঘা দুই জমি দান করিয়া সেই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করেন। ভবতারণ-প্রদত্ত জমিতে চাষ আবাদ করিয়া কাশীমুদ্দি জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। পরে ভবতারণ বাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার পরিবারকে যথাসম্ভব সাহায্য করিয়া আসিতেছে। বিধবা আপনার কন্যাকে লইয়া কাশীমুদ্দির সাহায্যে অন্নকষ্টের অভাব অনুভব করে নাই।

খাস ত্রিবেণী গ্রামে নীলকান্ত মুখোপাধ্যায়ের বাস। নীলকান্ত বাবু নিজাম সরকারে চাকুরি করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া একমাত্র পুত্র সাধন ও পত্নী রাজলক্ষ্মী দেবীকে লইয়া স্বগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। সাধন তখন সাত বৎসরের বালক। সাধনকে গ্রাম্য বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া তিনি বিষয়কর্ম্মে মনযোগ দেন। সাত গাঁয়ের ছয়আনি জমীদারের অংশটুকু ক্রয় করিয়া তিনি একজন জমীদার রূপে পরিগণিত হন,

এবং স্বগ্রামে বিশেষরূপ প্রতিপত্তি লাভ করেন। অকস্মাৎ নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে রাজলক্ষ্মীদেবী একমাত্র পুত্র সাধনকুমারের মুখ চাহিয়া স্বামী শোক ভুলিয়া সম্পত্তি রক্ষায় যত্নবতী হন। তিনি স্বামীর মাতুল সত্যকিঙ্কর চক্রবর্ত্তীর সহায়তায় জমিদারী কার্য্য সুশৃঙ্খলে চালাইতে লাগিলেন। পুত্রকে সুশিক্ষা দিয়া গড়িয়া তুলিলেন। সাধন গ্রাম্য বিদ্যালয় হইতে এন্‌ট্রেন্স পাশ করিয়া কলিকাতায় একটী ছাত্রাবাসে থাকিয়া এফ-এ, বি-এ, পাশ করতঃ ডাক্তারি পড়িতে লাগিল। স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্র যখন কলিকাতায় এফ-এ পড়িতেছিল, সেই সময় রাজলক্ষ্মী দেবী জগন্নাথ তীর্থ দর্শনে গমন করেন, সেইখানে ভবতারণ-গৃহিণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়া সখীসূত্রে আবদ্ধ হন। সে আজ সাত বৎসরের কথা। দায়ে অদায়ে রাজলক্ষ্মী দেবী ভবতারণ-গৃহিণীকে সাহায্য করিয়া থাকেন। পুত্র সাধনের সঙ্গে ভবতারণ-গৃহিণীর কয়েকবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। পুত্র সইমাতাকে অতীব ভক্তি করিত। গৃহিণী-রোগে আক্রান্ত হইয়া ভবতারণ-পত্নী, রাজলক্ষ্মী দেবীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলে, রাজলক্ষ্মী দেবী তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়া তাঁহার সেবা করিতে থাকেন। মাসাবধি-কাল অবস্থানের পর ভবতারণ-গৃহিণী কন্যা শান্তিকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া দেহত্যাগ করেন। ভবতারণ-গৃহিণীর ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য সমাপন করিয়া শোকাতুরা শান্তিকে লইয়া কুটীরে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে শান্তির দ্বারা সইয়ের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সমাধা করিয়া কুলপুরোহিতের হস্তে গৃহবিগ্রহের দৈনিক পূজার ভার দিয়া এবং কাশীমুদ্দির হস্তে কুটীর ও বাগানের রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমর্পণ করিয়া শান্তিকে লইয়া নিজ আলয়ে প্রত্যাগমন করেন। রাজলক্ষ্মী দেবীর অফুরন্ত স্নেহ ও যত্নে বালিকা শান্তির মাতৃশোক অনেকটা লাঘব হইল। আদর ও সোহাগে পালিতা বালিকার বিমর্ষ ভাব ছয় মাসের মধ্যে অপসারিত হইয়া গেল। শান্তির জীবনধারা

অন্যভাবে পরিবর্ত্তিত হইল। রাজলক্ষ্মীর শিক্ষায় শিক্ষিতা শান্তি অল্পসময়ের মধ্যে অশেষ গুণশালিনী হইয়া উঠিল। বাটির সকলেই তাহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে লাগিল। শারদীয় আকাশে পূর্ণ-চন্দ্রমা সমা শান্তিদেবী ছয় আনি জমীদারের ভবনে সাক্ষাৎ কমলারূপে বিরাজ করিতে লাগিল। রাজলক্ষ্মীদেবী শান্তির কর্ম্মকুশলতায় অতীব পরিতুষ্ট হইয়া মনোমধ্যে একটি মহতী আকাঙ্ক্ষার পরিপোষণ করিতে লাগিলেন। দিবারাত্রি পরমপিতা পরমেশ্বরের নিকট আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

৩

"পীতাম্বর!"

"কেন দাদাবাবু?"

"একটু চা।"

"তৈরি করে নিয়ে আসি।"

পটুয়াটোলা সদর রাস্তার উপর একটি ত্রিতল বাটির একটি কক্ষে একখানি আরাম কেদারায় শায়িত দ্বাবিংশ বর্ষীয় যুবক, পরিচারক পীতাম্বরকে চা আনিতে আদেশ করিয়া একখানি পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করিল। বাটিখানি একটি ছাত্রাবাস। উল্লিখিত যুবক ও তাহার পরিচারক ঐ ছাত্রাবাসের অন্তর্ভূক্ত। এই যুবক ৺নীলকান্ত বাবুর পুত্র সাধনকুমার মুখোপাধ্যায়। ধীর, স্থির, সুশীল, বিনয়ী সাধন ছাত্রাবাসের সকলেরই প্রিয়। সাধন বি-এ পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে ৫ম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছে, এইবারে এল্‌-এম্‌-এস্‌ উপাধি অর্জ্জন করিবে। উপরকার দুইখানি ঘর নিজের অধিকারে রাখিয়া সাধন এইস্থানে অবস্থান করে। পাছে তাহার কষ্ট হয় সেইজন্য সাধনের মাতা পুরাতন ভৃত্য

পীতাম্বরকে তাহার সহিত পাঠাইয়াছিলেন। সাধন বৎসরে তিনবার করিয়া আপনার বাটিতে যাইয়া থাকে—পূজায়, বড়দিনে এবং গ্রীষ্মাবকাশে। এবার গ্রীষ্মাবকাশে যাইতে পারে নাই তাই মনস্থ করিয়া আছে যে, পূজার সময় বাটিতে যাইবে। দেখিতে দেখিতে পূজাও আসিয়া পড়িয়াছে। মাত্র কুড়িদিন ব্যবধান! চতুর্থীর দিবস যাত্রা করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। প্রতি বৎসর মহাসমারোহে তাহাদের বাটিতে পূজা হইয়া থাকে। সেইজন্য তাহার যাইবার অত্যন্ত আবশ্যক।

"দাদাবাবু! চা এনেছি।"

"রাখ ওখানে।"

পীতাম্বর চা রাখিয়া মেজের উপর বসিয়া পড়িল।

সাধন চা খাইতে খাইতে কহিল, "হাঁরে, সতীদার কোন খবর পেয়েছিস্?"

"না দাদা বাবু, তাঁর বাসায় গিয়ে ফিরে এসেছি। বাসার লোকেরা বল্লে যে, তিনি আজ চার দিন বাসায় ফেরেনি।"

"কোথায় গেছে কিছু বল্লেনা?"

"সব মুখচাওয়া-চাওয়ি ক'রে হেসে উঠলো। আমি সুধালাম, হাস কেন বাবুরা? বাবুরা চেঁচিয়ে হাসতে লাগলো। আমি রেগে "ধ্যাত্তোরে হাসি" বলে চলে এলাম।"

"দেখ্, এক কাজ করতে পারবি? একখানা চিঠি নিয়ে বাদুড়বাগানে যদুনাথ বাবুর বাড়ী যেতে পারিস্?—ওরে, হাসছিস কেন? আ মলো যা—হাস্‌তে হাস্‌তে যে অজ্ঞান হ'য়ে যাবি দেখছি।"

"দাদাবাবু ঠিক্ ঠিক্। বাবুদের কোন দোষ নেই। ওঁরা হেসেছিল বেশ করেছিল। কেন রেগে চলে এলেম্—এই নাক কাণ মলছি।"

"কি হোল আবার।"

"আমার অন্যায় হয়েছে তাই সাজা নিচ্ছি।" বলিয়া আবার হাসিতে লাগিল।

"ওরে থাম্ থাম্, হাসি দেখে আর বাঁচিনে।" চিঠি নিয়ে যাবি কিনা বল্।—আবার হাসে? হাঁরে তোর হোল কি? চিঠি নিয়ে যাবি তার হাসি কি?"

"বলবো? বলবো?"

"হাঁ, হাঁ, বল।"

"দাদাবাবু, তোমার—"

"আরে আমার কি?"

"চিঠি।"

"হাঁ চিঠি—তার হয়েছে কি?"

"কাকে লিখবে?"

"কাকে আবার, সতীদার বৌকে।"

"না না, তোমার বৌ!"

"দূর হতভাগা!" বলিয়া সাধন ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল। পীতাম্বর হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পলাইল। সাধন চিঠি লিখিতে বসিল। প্রায় পনের মিনিট পরে পীতাম্বর একখানি চিঠি লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, "দাদাবাবু, বোধ হয় যার চিঠি এসেছে, এই নাও, আর তোমার চিঠি দাও, দিয়ে আসি।"

সাধন পত্রখানি খামের ভিতর পুরিয়া দিলে পীতাম্বর চিঠি লইয়া চলিয়া গেল। সাধন পত্রখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিল।

যদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বাঁকুড়ার একজন বিখ্যাত জমিদার। তিনি সপরিবারে কলিকাতায় বাদুড়বাগানে প্রাসাদোপম অট্টালিকায় বাস করেন। পরিবার মধ্যে তিনি, তাঁহার স্ত্রী, দুইটি বিবাহিত পুত্র, একটি বিবাহিতা কন্যা,

একটি অবিবাহিতা কন্যা, একটি বিধবা ভগ্নী এবং তাঁহার চারিটি সন্তান। এতদ্ব্যতীত বহির্ব্বাটিতে নায়েব, গোমস্তা, খাতাঞ্চি, মুহুরি প্রভৃতি বাস করে। উপযুক্ত জমীদারের উপযুক্ত পরিমাণ দাসদাসী বাটির অন্তর্ভূক্ত। প্রথমা কন্যা মীরাবতীর সতীন্দ্র নামক এক গরীব পল্লীবাসী যুবকের সহিত বিবাহ হইয়াছে। সতীন্দ্র শ্বশুরালয়ে থাকিয়া এফ-এ বি-এ পাশ করে। পরে নানা কারণে উত্যক্ত হইয়া শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করিয়া একটি মেসে থাকিয়া সতীন্দ্র এম-এ পাশ করিয়া বি-এল পড়িতেছে। কনিষ্ঠা কন্যা জয়ন্তী বিবাহের উপযুক্তা। পুত্রদ্বয় সামান্য লেখা পড়া শিখিয়া জমীদারীর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত। এই যদুনাথ বাবুর কন্যা মীরার নামে সাধন একখানি পত্র পীতাম্বরের হস্তে পাঠাইয়া দিয়া মাতৃদত্ত পত্র পাঠ করিয়া সান্ধ্যবায়ু সেবনে বহির্গত হইল।

৪

"বলি বাপু, তোমার মতলবখানি কি ভেঙ্গে বল ত?"

"আজ্ঞে, কিছুই নয়।"

"তবে এ কেলেঙ্কারি করছো কেন?"

"কি কেলেঙ্কারি?"

"কচি খোকা! কি কেলেঙ্কারি! মেসে থাকার দরকার কি?"

"বাধ্য হয়ে থাকতে হ'য়েছে।"

"কি রকম?"

"বিবেচনা করে দেখুন।"

"বিবেচনা-টিবেচনা নেই বাবু, আমার মাথা কাটা যাচ্ছে, তুমি মেস ছেড়ে দিয়ে বাড়ী চলে এস।"

"তা পারবো না।"

"পারবে না ?"

"আজ্ঞে না।"

"পারবে না ?" স্বরটা কিঞ্চিৎ উগ্র। উত্তরকারী নিঃশব্দে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

"পারবে না ? পারতেই হবে, আজই চলে এস। কি, বল ? আসবে কি না ?—"

"আমি আসতে পারবো না।"

"তোমাকে আসতেই হবে।"

"কিছুতেই আসতে পারবো না।"

"পারবে না ? আচ্ছা, এখনি বাড়ী থেকে চলে যাও। আর কখন এ বাড়ীতে এস না। তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই, তোমার মুখ দেখতে চাই না—বেরিয়ে যাও।"

"বেশ, যাচ্ছি।" বলিয়া উত্তরকারী যুবক উঠিয়া অন্দরের দিকে যাইতেছে দেখিয়া প্রশ্নকারী প্রৌঢ় চীৎকার করিয়া কহিলেন,—

"কোথা যাও ?"

"আমার স্ত্রীর কাছে।"

"তোমার স্ত্রী নাই। মীরা তোমার কেউ নয়।"

"আমার ধর্ম্মপত্নী—আমি তাকে এখুনি নিয়ে যাব।"

"ধর্ম্মপত্নী ? হারামজাদ, বেরিয়ে যা এখুনি নৈলে দরওয়ান দিয়ে—"

"কিছু করতে হবে না, আমি যাচ্ছি।" যুবক নত মস্তকে ফটক পার হইয়া আসিতেই, পীতাম্বর আসিয়া নমস্কার করিয়া কহিল, "আপনাকে দাদাবাবু ডাকছেন। আপনার মেসে গিয়েছিলাম সেখানে দেখতে না

পেয়ে এখানে এসেছি। আপনি এখুনি চলুন, এই বলিয়া একখানি চলতি গাড়ী ডাকিয়া পীতাম্বর সতীন্দ্রকে লইয়া পটুয়াটোলা যাত্রা করিল। বলা বাহুল্য, এই যুবক সতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আমাদের পূর্ব্বলিখিত সাধনের সতীদা, আর প্রশ্নকারী প্রৌঢ় তাহার শ্বশুর যদুনাথবাবু। পীতাম্বর সাধনের নিকট হইতে পত্র লইয়া যখন যদুনাথবাবুর অন্দরে প্রবেশ করে তখন যদুনাথবাবু ও সতীন্দ্র বৈঠকখানা ঘরে কথোপকথনে নিযুক্ত ছিলেন। পীতাম্বর দেখিয়া চলিয়া যায়। পত্র দিয়া আসিবার কালে যদুনাথবাবুর উত্তেজিত কথা শুনিয়া অন্তরালে অবস্থান করে। পরে যখন সতীন্দ্র শ্বশুর কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া প্রস্থান করে, পীতাম্বর তাড়াতাড়ি ফটক পার হইয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়ায়, সতীন্দ্র বাহির হইলে তাহার কাছে যাইয়া তাহাকে অনুরোধ করিয়া আপনাদের বাসায় লইয়া যায়। বাসায় উপস্থিত হইলে সতীন্দ্র একখানি আরাম কেদারায় গা ঢালিয়া দিয়া চক্ষু মুদ্রিত করতঃ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইল। পীতাম্বর তাহার জন্য চা প্রস্তুত করিতে চলিয়া গেল। সাধন সান্ধ্যবায়ু সেবন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে কক্ষ মধ্যে সতীন্দ্রকে দেখিয়া "এই যে সতীদা, কখন এলে?" বলিয়া পার্শ্বে একখানি আসনে বসিয়া পড়িল। সতীন্দ্র চক্ষু মেলিয়া চাহিতেই, সাধন কহিল, "একি সতীদা, তোমার চোখ দুটা জবাফুলের মত যে লাল হয়েছে! কি হয়েছে? কাঁদছো কেন?" এমন সময় পীতাম্বর চা লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। সতীন্দ্র রুদ্ধকণ্ঠে কহিতে লাগিল, "সাধন, আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করিস না ভাই, আমি কিছু বলতে পারবো না! পীতাম্বর সব শুনেছে—ওকে জিজ্ঞাসা কর ভাই!"

পীতাম্বর আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণনা করিলে সাধন স্তম্ভিত হইয়া গেল। শ্বশুরের সহিত বাদানুবাদের পূর্ব্বাভাষ যাহা পীতাম্বর শুনে নাই, সতীন্দ্র তাহা বলিলে সাধন কহিল, "এখন কি করবে সতীদা?"

"কিছুই ঠিক করতে পারছি না।"

"সতীদা, আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ী চল। এখন তোমার বাড়ী গিয়ে কাজ নাই। সেখানে গেলে কেবল দুর্ভাবনা বাড়বে। একে ত মনের এই অবস্থা তার উপর ভেবে ভেবে পাগল হয়ে যাবে। তোমার পায়ে পড়ি দাদা, আমাদের বাড়ীতে চল। মা'ত তোমায় দেখতে চায়, মার সঙ্গেও এই সময়ে দেখা হয়ে যাবে। এ দু'দিন আর তোমার নিজের বাসায় গিয়ে কাজ নাই, এইখানেই থাক, তারপর পরশুদিন আমরা বাড়ী যাবার জন্য রওনা হবো।"

"তাই যাব। সেখানে গিয়ে দু'চার দিন থেকে তারপর বাড়ী যাব। পড়াটা দেখছি আর হবে না। পড়াটা ছেড়ে দিয়ে একটা কাজের জোগাড় করতে হবে।"

"না সতীদা, তা হবে না। পড়া ছেড়ো না—এই একটা বৎসর কষ্টে সৃষ্টে থেকে তোমার বি-এল্-টা পাশ করতেই হবে।"

"আর কি পড়া আসে ভাই? দিনরাত ভাবনা।"

"ভাবনা ছেড়ে দিতে হবে। পাশটা করতেই হবে। হাঁ, আর একটা কথা, বৌদিদির মনের ভাবটা কি? যতদূর জানি, তাতে বোধ হয় তিনি ওঁদের বাড়ীর লোকের মত নন।"

"সাধ্বি! তার মন বড় উঁচু। সে আমায় ঘন ঘন তাগিদ দিয়েছে তাকে সেখান থেকে নিয়ে আসতে। আমার প্রতি এরূপ ব্যবহারে সে মর্ম্মাহত। কিন্তু কি করবো ভাই? তাকে ত নিয়ে আসতে পারি না; নিজে কায়ক্লেশে দিনপাত করছি, মাকে দু'টা পয়সা দিতে পারছি না— তাকে এনে কি খাওয়াব?"

"থাক্ এখন ও কথা! ওঠ, মুখ হাত ধুয়ে ফেল। পীতাম্বর, যা, সতীদার জন্য এক বালতি জল আর গামছা নিয়ে আয়।"

পীতাম্বর চলিয়া গেল। সাধন জামা খুলিতে খুলিতে কহিল, "দেখ সতীদা, বাড়ী যাবার আগে আমি একবার তোমার শ্বশুরবাড়ী গিয়ে হাল চালটা বুঝে বৌদিদির সঙ্গে কথাবার্ত্তা ক'য়ে তাঁর মতটা জেনে আস্‌বো।"

"তা যাস্‌। তাকে বলিস যে, যদি ভগবান দিন দেন তবেই তাকে বাড়ীতে নিয়ে যাব, নচেৎ তার সঙ্গে আর আমার সাক্ষাৎ হবে না।"

"ও কথা মুখে এন না দাদা। ওঠ ত এখন।" এই বলিয়া হাত ধরিয়া সতীন্দ্রকে উঠাইয়া সাধন বাহিরের ছাদে হাত মুখ ধুইতে প্রস্থান করিল।

৫

সতীন্দ্র হুগলী-নিবাসী এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সন্তান। পিতার মৃত্যুর পর তাহার মাতা দ্বাদশ বর্ষীয় পুত্র সতীন্দ্র ও নবম বর্ষীয়া কন্যা আশাকে লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়া স্বামী প্রদত্ত ভিটায় কয়েক বিঘা জমীর উপসত্বে পুত্রকন্যা লইয়া অতি কষ্টে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। কন্যা বয়স্থা হইলে তিনি স্বামী পরিত্যক্ত জমীর অধিকাংশ বিক্রয় করিয়া কন্যার বিবাহ দিয়া একেবারে নিস্বঃ হইয়া পড়েন। পুত্রের লেখাপড়ায় বাধা পড়িল—অন্ন সংস্থানের উপায় রহিল না। সতীন্দ্রের পিতার দূর সম্পর্কীয় একটী ভ্রাতা তাহাদের এবম্প্রকার দুরাবস্থা দেখিয়া সতীন্দ্রের জননীকে মাসিক পঁচিশ টাকা হিসাবে সাহায্য করিতে থাকিলে সতীন্দ্র পুনরায় পাঠে মনোযোগ দেয়। মাতা এই অযাচিত সাহায্যে দেবরকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। সতীন্দ্র হুগলীর হাই স্কুলে পড়িয়া এণ্ট্রেন্স পাশ

করিল। পাশ করিয়া কলিকাতায় অবস্থিত খুল্লতাতকে লিখিল যে, তিনি যদি দয়া করিয়া তাঁহার বাটীতে একটু আশ্রয় দেন, তবে সেখানে থাকিয়া সতীন্দ্র কলেজে পড়িতে পারিবে। খুল্লতাত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কলিকাতায় আসিতে লিখিল। সতীন্দ্র মাতার অনুমতি লইয়া কলিকাতায় যাত্রা করিল।

জন্মাবধি পল্লীগ্রামে অবস্থান করিয়া ষোড়ষবর্ষীয় বালক সতীন্দ্র হাওড়া ষ্টেশনে অবতীর্ণ হইয়া হতভম্ব হইয়া পড়ে। কোথা দিয়া কাকার বাসায় যাইবে তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া পুল পার হইয়া বাম দিকে গঙ্গার ধারের রাস্তা ধরিয়া বরাবর উত্তর মুখে যাইতে লাগিল। অপরাহ্ন, রৌদ্র পড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতাবাসী বহু ব্যক্তি কেহ বা পদব্রজে কেহ বা নশ্বরগামী অশ্বযানে, বায়ুসেবনে বহির্গত হইয়াছেন। সতীন্দ্র আনমনে চলিতে চলিতে একখানি প্রস্তরে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল এবং উঠিতে না উঠিতে একখানি অশ্বযান তাহার উপর আসিয়া পড়িল। অশ্বের ধাক্কা খাইয়া সতীন্দ্র দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়ায় শকটচালক অশ্বের লাগাম সংযত করিতে শকটখানি থামিয়া গেল। একজন প্রৌঢ় আরোহী শকট হইতে অবতরণ করতঃ সমবেত জনমণ্ডলীর সাহায্যে মূর্চ্ছিত সতীন্দ্রকে শকটে উত্তোলন করিয়া শকট চালাইতে অনুমতি দিলে শকট-চালক জগন্নাথ ঘাটের রাস্তা ধরিয়া বরাবর চালাইয়া দিল। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে বাদুড় বাগানে একটী সুবৃহৎ অট্টালিকার দ্বারে শকট থামিলে প্রৌঢ় ব্যক্তির আহ্বানে বাটী হইতে লোকজন বাহির হইয়া সতীন্দ্রকে ধরাধরি করিয়া বাটীর উপরের কক্ষে লইয়া গেল। প্রৌঢ় ব্যক্তির সহিত তাঁহার এক কিশোরী কন্যা কক্ষে প্রবেশ করিল। কিশোরী কন্যাটী সতীন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া তাহার পার্শ্বে যাইয়া উপবেশন করতঃ পরিচর্য্যা

করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য প্রৌঢ় ব্যক্তি যদুনাথ বাবু এবং কিশোরী-বালিকা তাঁহার অবিবাহিতা কন্যা মীরা।

যদুনাথ বাবুর আদেশে তাঁহার এক কর্ম্মচারী ডাক্তার আনিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। ডাক্তার রোগীর অবস্থা দেখিয়া ঔষধের বন্দোবস্ত করিয়া প্রস্থান করিলে, যদুনাথ বাবু স্ত্রী ও কন্যার উপর রোগীর শুশ্রূষার ভার দিয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন। রোগীর মূর্চ্ছা দূর হইল, মাথা কাটিয়া অতিরিক্ত রক্তপাতে সতীন্দ্র বড়ই দুর্ব্বল হইয়াছিল, জ্ঞানলাভ করিবার পর পার্শ্ববর্ত্তিনী সেবাকারিণী মীরাকে দেখিয়া এবং তাহার নিকটে নিজের বিপদের কথা শুনিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল; মাতাকে দেখিবার বাসনা প্রবল হইয়া উঠায় যদুনাথবাবুকে তাহাদের বাটীর ঠিকানা বলিলে তিনি সতীন্দ্রের মাতাকে পরদিন নিজগৃহে আনয়ন করেন। মাসাবধিকাল অবস্থানের পর সতীন্দ্র সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিল।

সতীন্দ্র-জননী পুত্রকে বাটী লইয়া যাইবার বাসনা প্রকাশ করিলে যদুনাথবাবু তাঁহাকে বলেন যে, ছেলেটীকে তাঁহাকে দিতে হইবে, তিনি তাঁহার কন্যা মীরার সঙ্গে ছেলেটীর বিবাহ দিবেন। যেহেতু মীরা এই মাসাবধিকাল সতীন্দ্রের কাছে থাকিয়া তাহাকে প্রেমপাশে আবদ্ধ করিয়াছে। সতীন্দ্র-জননী আহ্লাদিত হইয়া এই প্রস্তাবে অনুমোদন করিলে, যদুনাথবাবু, তাঁহাদের নিজালয়ে প্রেরণ করিয়া কন্যার বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

দুই মাসের মধ্যে শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। সতীন্দ্র শ্বশুরালয়ে থাকিয়া এফ-এ পড়িতে লাগিল। এফ-এ পাশ করিয়া সতীন্দ্র যখন বি-এ পড়ে, সেই সময়ে সাধন এনট্রেন্স পাশ করিয়া আসিয়া তাহাদের কলেজে ভর্ত্তি হয়। ছয়মাস কাল পাঠের পর

দৈবাৎ সতীন্দ্র ও সাধনের আলাপ পরিচয় হয়। সে পরিচয়ের পর সাধন সতীন্দ্রের সহিত তাহার শ্বশুর বাটীতে যাতায়াত করে; এই যাতায়াতে সাধন বাটীর সকলের সহিত পরিচিত হয় এবং সকলেই তাহাকে স্নেহের চক্ষে দেখে—বিশেষতঃ যদুনাথবাবু এবং তাহার কন্যা মীরা। মীরাকে সাধন বৌদিদি বলিয়া সম্বোধন করিত। এবং মীরাও তাহাকে দেবরের মত ভালবাসিত। যদুনাথ বাবু একজন গম্ভীর প্রকৃতির লোক এবং বড়ই জেদী; তাঁহার পুত্রদ্বয় এবং দুইটী পুত্রবধূ বড়ই দাম্ভিক। বিশেষতঃ তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা জয়ন্তী অতীব মুখরা এবং দাম্ভিকা। যখন তখন গরীব গৃহস্থ সন্তান সতীন্দ্রকে বিদ্রূপচ্ছলে বহু বাক্যবাণ বর্ষণ করিলেও সতীন্দ্র নীরবে সবই সহ্য করে। চারি বৎসর অবস্থানের পর সতীন্দ্রের বাস এখানে অসম্ভব হইয়া উঠিল। একদিন জয়ন্তীর বিদ্রূপবাণে সতীন্দ্র বিরক্ত হইয়া শ্বশুর বাটী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। সাধনের সহিত পরামর্শ করিয়া একটী ছাত্রাবাসে যাইয়া আশ্রয় লয়। যদুনাথবাবু জামাতার এবম্বিধ আচরণে রুষ্ট হইয়া তাহাকে সাহায্য করা দূরে থাক, বাটীতে প্রবেশ করিতে নিষেধ করেন। সতীন্দ্র সাধনের সাহায্যে দুই একটী প্রাইভেট টিউশানি যোগাড় করিয়া এম-এ পড়িতে থাকে। এম-এ পাশ করিয়া যখন বি-এল পড়িতেছিল; তখন যদুনাথবাবু লোকলজ্জার খাতিরে জামাতাকে ডাকিয়া পাঠান।

সতীন্দ্র যদুনাথবাবুর খবর পাইয়া উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাকে অন্দরে পাঠাইয়া দেন। অন্দরে প্রবেশকালে সতীন্দ্র তাহার শ্যালিকা এবং শ্যালক-পত্নীদ্বয়ের নিকট গঞ্জনা প্রাপ্ত হইয়া পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়। স্বামীর লাঞ্ছনায় মর্ম্মাহতা মীরা স্বামীকে অনুরোধ করে, যেন সে এখানে কোন প্রকারে আর অবস্থান না করে এবং

তাহাকে যেন এখান হইতে লইয়া যায়। স্বামীর প্রতি বাড়ীর লোকের এই আচরণ মীরার পক্ষে অসহ্য হইয়াছিল। আহারাদির পর যদুনাথবাবু কক্ষে প্রবেশ করিলে সতীন্দ্র তাঁহাকে অনুযোগ করে যে, সে এখানে থাকিতে পারিবে না ও মীরাকে লইয়া নিজ আবাসে চলিয়া যাইবে। যদুনাথবাবু তাহার এ অনুযোগ প্রত্যাখ্যান করিলেন। সতীন্দ্র শ্বশুর বাটী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

এক বৎসর সতীন্দ্র সেখানে পদার্পণ করে নাই। যদুনাথবাবু আর একবার তাহাকে ডাকিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করেন কিন্তু সফলকাম হন নাই। পাঠক পাঠিকা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে তাহার বিষয় অবগত হইয়াছেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সাধনের যাতায়াতে বাটীর সকলেরই সে প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। যদুনাথবাবু মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, কনিষ্ঠা কন্যা জয়ন্তীর সহিত সাধনের বিবাহ দিবেন, এবং সেই উদ্দেশে তিনি কন্যাদের সহিত সাধনের মেলামেশার অবাধ অধিকার দিয়াছিলেন। পীতাম্বরের হাতে সাধন যে পত্রখানি দিয়াছিল সেখানি তাহার বৌদিদি সতীন্দ্র-পত্নী মীরার নামে পত্র। সতীন্দ্র কয়দিন যাবৎ সাধনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নাই, তাহার মেসেও তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নাই। সতীন্দ্রের বিষয় জানিবার জন্য সাধন পত্রখানি পাঠাইয়াছিল। মীরা পত্র পাঠে উত্তর লিখিয়া পীতাম্বরকে দিয়া কহিয়াছিল যে, সাধন যেন অতি অবশ্য তাহার সহিত সাক্ষাৎ করে। পীতাম্বর আসিবার কালে বৈঠকখানার ভিতরে যদুনাথবাবুর উত্তেজিত স্বর শুনিয়া অন্তরালে অবস্থান করতঃ সমস্ত শুনিয়া বাহিরে আসিয়া সতীন্দ্রের অপেক্ষায় ছিল। তারপর যাহা যাহা ঘটিল তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

৬

সতীন্দ্রের ভগ্নী আশার উলাগ্রাম নিবাসী ৺শশীশেখর মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র মিহির কুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। শশীশেখরবাবুর মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নী তিনটী পুত্র ও দুইটী কন্যা লইয়া জ্ঞাতিদের উৎপীড়নে কলিকাতার অন্তর্গত শ্যামবাজারে একটী পল্লী মধ্যে বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করিতে থাকেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধীর মার্টিন কোম্পানীর বসিরহাট লাইনের একটী ষ্টেশনে ও মিহির কলিকাতায় একটি সওদাগরী অফিসে কাজ করে। কনিষ্ঠ পুত্র শিশির শ্যামবাজার স্কুলে পড়িতে থাকে। মিহির অপেক্ষা দুই বৎসরের বড় প্রথমা কন্যা বিবাহের পর বিধবা হইয়া মাতার সন্নিকটে আসিয়া বাস করে এবং কনিষ্ঠা কন্যা রমা এখনও অবিবাহিতা। সতীন্দ্রের এক সতীর্থের সহিত মিহিরদের বাটীর সকলের সহিত বিশেষ আলাপ ছিল। তাহারই চেষ্টায় সুধীরের বিবাহের পরই, মিহিরের সহিত আশার বিবাহ হয়। বিবাহের পরদিন বর-বধূ শুভক্ষণে যাত্রা করে। পঞ্জিকাকারগণের মতে যদিও যাত্রা শুভ, তথাপি লগ্নে একটা অশুভ এমন ভাবে সূচিত ছিল যে, তাহা মনুষ্য-জ্ঞানের ধারণাতীত। বর আসিতেছে বলিয়া শ্যামবাজারে বরের বাটীতে ছেলে-পুলেরা কলরব করিয়া উঠিল। বর-বধূ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে বরণ করিবার সময় সমবেত স্ত্রীলোকগণ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সমস্বরে বলিলেন, "এ কি অনাসৃষ্টি কথা গো! ও মা, বিধবায় বরণ করবে কি? এ হতেই পারে না।" বর দৃপ্ত তেজে উচ্চকণ্ঠে বলিল, "আমি কোন কথা শুনতে চাই না—আমার মা বধূ বরণ করবে।"

"এ যে অনাচার!"—একজন বর্ষীয়সী রমণী কহিলেন। "হোক অনাচার!"—বরের মুখ হইতে বাহির হইল। রমণী বরের নিকটস্থ

হইয়া কহিলেন, "ছি বাবা, গোঁয়ারতুমি করোনা। বিধবার কি বরণ করতে আছে? তুমি জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান, তোমার কি একথা বলা সাজে! বিয়ের 'নিতকিরে' এয়োরাণীরাই ক'রে থাকে। তোমার কাকী বরণ করবেন; মা তোমাদের আশীর্ব্বাদ করে ঘরে তুলে নেবেন। অমত করোনা বাবা। শুভ কাজে একটা অমঙ্গল টেনে এনো না।"

"অমঙ্গল? স্বর্গাদপি গরীয়সী—যার বাড়া গুরুজন নেই, সেই মা-আমার বরণ করলে অমঙ্গল হবে? আপনারা ব'লছেন কি? অমঙ্গল হয় হোক্, আমার হবে, তবুও আমার বরণ করবে। আমি কারও কথা শুনবো না।" এই বলিয়া মাতৃভক্ত পুত্র চীৎকার করিয়া ডাকিল, "মা, মা, শীঘ্র এস মা! তুমি তোমার পুত্র-বধূকে বরণ কর!"

শ্বেত শুভ্র বসন পরিহিতা জননী ধীর পদ-বিক্ষেপে বরবধূ সমীপে আসিয়া দাঁড়াইতেই বর্ষিয়সী জনৈক রমণী তাঁহার দুটী হাত ধরিয়া ছল ছল নেত্রে রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "হ্যাঁগো মিহিরের মা, ও যেন ছেলেমানুষি বায়না ধরেছে—তুমি কি বলে বরণ করতে যাচ্ছ?"

মিহিরের জননী কথা কহিলেন না, আর অগ্রসরও হইতে পারিলেন না। তখন সকলেই বলিয়া উঠিল, "ওগো, সেরে নাও সেরে নাও, অনেকক্ষণ দেরী হয়ে গেছে, আহা কচি মেয়ের বড় কষ্ট হচ্ছে। ও মা, বৌ যে কাঁপছে! ও মিহিরের কাকি? দেখছ কি? বরণটা সেরে নাও।"

মিহিরের কাকী বরণ করিতে যাইলে মিহিরের মুখ হইতে একটি কঠোর কথা উচ্চারিত হইল। মিহিরের কাকী বরণ দ্রব্য ভূতলে রাখিয়া ক্ষুব্ধ মনে সরিয়া দাঁড়াইল। অপরাপর এয়োস্ত্রীগণও তাহার অনুসরণ করিলেন। হুলুধ্বনি, শঙ্খ নিনাদ থামিয়া গেল। একটা বিরাট নীরবতা প্রাঙ্গনে বিরাজ করিতে লাগিল। রমণীবৃন্দ ভীষণ অমঙ্গল ভয়ে ভীত

হইয়া পড়িল। আবার মিহিরের মাতা বরণ করিতে অগ্রসর হইলেন। পার্শ্ববর্ত্তী বাটী সমূহের ছাদের উপর হইতে দৃষ্টমানা কুলললনাগণ চীৎকার করিয়া কহিলেন, "ওগো, কি করছ গো, তুমি কি করছো? কি অলুক্ষণে কাজ গো? এ ত কখন দেখি নি! ওরে সব সরে যা, দেখিস নি, দেখিস নি, অমঙ্গল হবে!"

জানালা খড়খড়িগুলি দড়াম দড়াম শব্দে বন্ধ হইয়া গেল, প্রতিবেশীনীরা ছাদ হইতে প্রস্থান করিল। বিধবা মাতা পুত্রবধূকে বরণ করিলেন! মস্তকের উপর দিয়া একটা দাঁড় কাক কা কা শব্দে চীৎকার করিয়া উড়িয়া গেল। শাশুড়ী, পুত্রবধূ শিহরিয়া উঠিলেন। রমণীগণের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। পরস্পরের প্রতি ভয়চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সকলেই একএকটি হতাশার নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। মাতা পুত্রবধূকে কোলে করিয়া বরের হাত ধরিয়া কক্ষে প্রবেশ করতঃ প্রাণ খুলিয়া উভয়কে আশীর্ব্বাদ করিলেন। বিধাতা অলক্ষ্যে থাকিয়া সেই আশীষ-বচনে একটু ভ্রুকুটি করিলেন মাত্র। বরবধূ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলে পুরনারীগণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাকি নিয়মকার্য্য সম্পাদন করিয়া বধূকে নিরালে লইয়া যাইয়া নানাবিধ সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। বধূর পিত্রালয় হইতে আগত পরিচারিকা এতক্ষণ হতভম্ব হইয়া একপার্শ্বে অবস্থান করিতেছিল। পরে "বামুনদের সবই বিদিগিশ্রী" এই কথা বলিয়া বধূর কাছে গিয়া কহিল, "দিদিমণি, আমি চল্লুম ভাই" বলিয়া যাইবার উপক্রম করাতে নববধূ চুপি চুপি তাহাকে বলিল, "সুখীর মা, মাকে যেন একথা বলোনা, খুব সাবধান। তোমার হাতে ধরি কোন রকমে যেন একথা প্রকাশ না পায়।" এই বলিয়া আশা কাঁদিয়া ফেলিল। পরিচারিকা অঞ্চলে অশ্রু সম্বরণ করিয়া কহিল, "দিদিমণি, আমি চেপে যাব কিন্তু একথা ত চাপা থাকবে না।"

পরে যা হয় হবে তুমি কিন্তু বলো না। মার মনে বড় কষ্ট হবে।

সুখীর মা, আমার বুক ধড়ফড় করছে, একটা ভয়ে আমার প্রাণ শুকিয়ে যাচ্ছে।

"তাত যাবেই দিদি, কি আর করবে বল। বরাতের ফের কেউ ত খণ্ডাতে পারবে না, যাই হোক ভেবনা। এ বেলা আমি চল্লেম, আবার সন্ধ্যা বেলা আসবো।"

সুখীর মা নববধূকে আশ্বাস বাক্যে সান্ত্বনা দিয়া প্রস্থান করিল। এদিকে নববধূর বাটীতে তাহার মাতা প্রতিবেশিনী রমণীগণ সহ কথোপকথনে নিযুক্ত ছিল হঠাৎ তাঁহার মন উদাস হইয়া পড়াতে তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওগো, আমার বুকটা ধড়ফড় করছে।"

কথা বলিতে না বলিতে তিনি মূচ্ছিত হইয়া পড়িলেন; পার্শ্ববর্ত্তিনী রমণীগণ সসব্যস্তে তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। অর্দ্ধঘণ্টা সেবার পর আশার মাতা সুস্থ হইয়া চাহিলে সকলেই বলিতে লাগিল, "হ্যাগা" হঠাৎ এমনতর হ'য়ে গেলে কেন?" "কি জানি, প্রাণটা ছ্যাং ক'রে উঠলো। কে যেন কানের কাছে বলে গেল, তোর সর্ব্বনাশের সূচনা হ'ল রে মাগী। কি কর্‌বি, অদৃষ্ট!" কথা শেষ হইতে না হইতে একটা দাঁড় কাক কঠোর চীৎকারে সকলকে চমকাইয়া দিয়া উড়িয়া গেল। সকলেই মনে মনে ভীত হইল, তাহারা আপনাদিগকে সংযত করিয়া বলিয়া উঠিল, "আশার মা! ক দিন খেটেখুটে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছ কিনা, তাই তোমার এ রকমটা হ'ল। এ দুর্ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দাও। কিসের ভাবনা! চাঁদপানা জামাই, রাজপুত্রের মত ছেলে। জন্ম জন্ম ছেলে ছেলের বৌ, মেয়ে, জামাই নিয়ে ঘর কর। কোন অমঙ্গল মনে স্থান দিও না। ঐ সুখীর-মা আসছে। "হ্যারে সুখীর মা, কি খবর বল ত? বরের বাড়ীর লোকদের মেয়ে পছন্দ হয়েছে ত? তারা কেমন যত্ন আয়িত্তি করলে?" সুখীর মা প্রত্যুত্তরে কহিল, "হ্যাঁ গো, সকলেই ক'নের সুখ্যাতি করেছে। শাশুড়ী ত একেবারে

ক’নেকে কোল থেকে ছাড়তেই চায় না। তবে বাপু—জামাইটা যেন কাট-খোট্টা, মুখ ভার ক’রেই আছে।” “কেন রে তার, কি ক’নে পছন্দ হয়নি?”

“পছন্দ হবে না কেন, তা আমি বলছিনি, তবে মেজাজটা বড্ড তিক্কিরে।”

“তা হবে না? খাওয়া দাওয়া নেই, ওরকম হ’য়েই থাকে। যাক্ সকলেই ত খুসী হয়েছে, তা হ’লেই হোল। আশার মা, তোমার ত ভাই দুর্ভাবনা গেল। এখন মনের আনন্দে কাল্‌কের ফুলশয্যার যোগাড় কর। আমরা এখন চল্লেম ভাই।”

সকলে চলিয়া গেলে সুখীর মা বধুবরণের বিষয় আশার মাকে জ্ঞাপন করিলে আশার মা চিত্রার্পিতের মত তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন,—তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সুখীর মা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া গৃহকর্ম্মে মনোযোগ দিল। আশার মা দেবর আসিলে তাহাকে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিল। তিনিও মর্ম্মাহত হইলেন। পরে কহিলেন,—“বৌদিদি, বরাত ছাড়া পথ নাই। ভেবে আর কি করবে বল, যা হয়ে গেছে তাত আর ফেরাতে পারবে না। এখন যাতে সর্ব্ব বিষয়ে সামঞ্জস্য হয় তারই বন্দোবস্ত করতে হবে। এ হোল কি জান বৌদি? কাল খেয়ে কাল চুরি। ও ভাবনা আর ভেব না। ঠাকুর দেবতার কাছে উভয়ের দীর্ঘ জীবনের জন্য প্রার্থনা কর।”

বলা বাহুল্য যে, সতীন্দ্র-জননী তাঁহার এই দূর সম্পর্কীয় দেবরের কলিকাতাস্থ বাগবাজারের বাটীতে আসিয়া কন্যার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

পর দিবস বরের বাটীতে ফুলশয্যাদি উৎসব কার্য্য মহা-সমারোহে সম্পাদিত হইয়া গেল। বিবাহের পর হইতে দুইটী পরিবারের মধ্যে বেশ সদ্ভাব হইয়া গেল, একটি মাত্র বিষয়ে মতান্তর

হইয়া পরস্পর পরস্পরের উপর একটা তাচ্ছল্য পোষণ করিতে লাগিল। একটী তুচ্ছ দ্রব্যের আদান প্রদান সেই তাচ্ছল্য প্রকাশের হেতু। গাত্রহরিদ্রার দিবস বরের বাটী হইতে যে তেল হলুদের বাটী এবং কার্পেট পাঠান হইয়াছিল, ফুলশয্যার দিবস তাহা প্রত্যর্পিত হয় নাই বলিয়া বরপক্ষ খুব তাগিদ দিয়াছিল। কন্যাপক্ষ তাহা পাঠায় নাই। অনুরোধ করিয়া বলিয়াছিল যে, তাহাদের মেয়ের সন্তান হইলে সেই সন্তান সহ মেয়ে পাঠাইবার কালে উক্ত দ্রব্য পাঠান হইবে। তার পূর্ব্বে উক্ত দ্রব্য পাঠাইতে নাই, পাঠাইলে কন্যার অমঙ্গল হয়, এই প্রথা তাহাদের বাটীতে বরাবর চলিয়া আসিতেছে। বরপক্ষ সে অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া দ্রব্য পাঠাইতে আদেশ করে কিন্তু কন্যা পক্ষ তাহা পাঠায় নাই। এই বিষয়টী লইয়া উভয়পক্ষের মনের ভিতর একটা তাচ্ছল্য ভাব জাগিয়াছিল। তবে মিহিরের চেষ্টায় সেটা তত গুরুতর ভাব ধারণ করে নাই। মিহিরের ভগ্নী কিন্তু মনে মনে একটা বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিতেছিল। এই ভাবে কয়েক বৎসর কাটিয়া যায়। এবারে আশা যখন পিত্রালয়ে আসে তখন সে প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছিল যে, যেমন করিয়া হউক সেই দ্রব্য দুটী সঙ্গে লইয়া আসিবে। মিহিরও ভগ্নীর পক্ষে থাকিয়া আশাকে বলিয়াছিল যে, যেমন করিয়া হউক উক্ত দ্রব্য আনা চাই, নচেৎ একটা ভয়ানক বিবাদের সূত্রপাত হইবে। পূজা সন্নিকট—আশা পিত্রালয়ে আসিয়াছে। মাতা পুত্রী সতীন্দ্রের আগমন আশায় উদগ্রীব হইয়া কালযাপন করিতেছে।

৭

শারদীয়া শুক্লা চতুর্থী। জগৎপালিনী মহামায়ার আগমনে প্রকৃতি দেবী উদ্ভাসিতা। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই আনন্দিতা। সাধনদের বাটীতে মহাসমারোহে পূজার আয়োজন হইতেছে। প্রতিমাখানিতে প্রাতঃকাল হইতে পটুয়াগণ সাজ পরাইতেছে। বৈকাল উত্তীর্ণ প্রায়, এখনও অর্দ্ধেকের উপর বাকী আছে। সত্যকিঙ্করবাবু পটুয়াগণকে তাড়া দিতেছেন; রাত্রের মধ্যে সাজ পরানো চাই। পল্লীস্থ বালক বালিকারা ঠাকুর দালানে সমবেত হইয়া নানা প্রশ্নে পটুয়াগণকে উত্যক্ত করিতেছে। বাটীখানি আনন্দ কালাহলে মুখরিত। পীতাম্বর ও সতীন্দ্রসহ সাধন অঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইল। সত্যকিঙ্করবাবু তামাকু সেবন করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন, "এস, ভাই এস, এই আমরা তোমার নাম করছিলাম। ভায়া, পড়া কি এতই বড় হোল যে, একেবারে আমাদের ভুলে গেলে!"

সাধন হাসিতে হাসিতে সত্যকিঙ্করবাবুর পদধূলি লইয়া কহিল, "নায়েব দাদা, আপনাদের কি ভুলিতে পারি।" সত্যকিঙ্করবাবু সাধনের পিতার অপেক্ষাও বয়সে বড়। সাধনের পিতা তাঁহাকে মামা বলিয়া সম্বোধন করিতেন, যেহেতু তিনি দূর সম্পর্কে সাধনের পিতামহীর ভ্রাতা ছিলেন। জমিদারী বিষয়ে বিচক্ষণ জানিয়া সাধনের পিতা সত্যকিঙ্করবাবুকে তাঁহার ক্রীত জমীদারীর নায়েব নিযুক্ত করেন। পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে রাজলক্ষ্মীদেবীর অনুরোধে জমীদারীর ভার সহকারীর হস্তে সমর্পণ করিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া সদর কাছারীর ভার গ্রহণ করেন। পূর্ব্বে নায়েব ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কেহ নায়েব মামা, কেহ নায়েব কাকা, কেহ বা নায়েব দাদা বলিয়া সম্বোধন করে।

সাধন তাঁহাকে নায়েব দাদা বলিয়া আহ্বান করে। সত্যকিঙ্করবাবু সাধনকে আপনার দৌহিত্রের মত ভালবাসিয়া থাকেন। বহুকাল অদর্শনের পর সাধনকে দেখিয়া বৃদ্ধ আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। সাধন তাঁহাকে প্রণাম করিলে বৃদ্ধ তাহাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বক্ষে আবদ্ধ করিয়া সতীন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করতঃ কহিলেন, "দাদা, ঐ বাবুটী কে?" সাধন তাহার পরিচয় দিলে সতীন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বৃদ্ধ কহিলেন, "আরে কও কথা ভায়া, তুমিও যে আমার একটি নাতি।" সতীন্দ্র তাঁহার পদধুলি লইয়া কহিল, "হাঁ দাদামশায়, আমিও তোমার একটি নাতি।" বৃদ্ধ বাহুপ্রসারণে তাহাকেও বক্ষের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। পীতাম্বর মাথার মোট নামাইয়া বৃদ্ধের পদধুলি লইয়া কহিল, "ঠাকুরদাদা, আশীর্ব্বাদ করুন।" "আরে কেও, পীতাম্বর! বেঁচে থাক্ ভাই, বেঁচে থাক্। ওঠ্ ওঠ্, যা যা—তোর দাদাবাবুদের বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যা।" এই বলিয়া বৃদ্ধ সাধন ও সতীন্দ্রকে আলিঙ্গন মুক্ত করিলে, তাহারা পীতাম্বরসহ বহির্ব্বাটীর উপরতলে যাইয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল, সত্যকিঙ্করবাবু স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। সাধন সতীন্দ্রকে ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া অন্দরে প্রস্থান করিল। অন্দরে সুসজ্জিত কক্ষে রাজলক্ষ্মীদেবী শান্তির কেশ প্রসাধনে নিযুক্তা ছিলেন। শান্তি কথাপ্রসঙ্গে রাজলক্ষ্মীদেবীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, আজ চতুর্থীসন্ধ্যাও ত হ'য়ে এল, কৈ? তোমার ছেলে ত এল না?"

"আস্‌বে বৈকি, আজ না হয় কাল। হাঁ রে শান্তি! আমার ছেলে তোর কে হয়?"

"আমার? তাই ত। হাঁ মা, তোমায় রোজ বলব' বলব' মনে করি কিন্তু ভুলে যাই। তোমার ছেলে আমার কে হয়?"

"তুই আমার মেয়ে, সে আমার ছেলে, তাহ'লে তোর কে হোল ?"

"ভাই। সে কত বড় মা ?"

"এই আট ন'বছরের বড় তোর চাইতে।"

"আমি কি বলে ডাকবো ?"

"দাদা বলবি।"

"আচ্ছা, আসুক ত দেখি কেমন, তারপর দাদা বলবো।"

"কি দেখবি।"

"দাদা হ'তে পারবে কি না ?"

"যদি না হয় ?"

"তবে নাম ধরে ডাকবো !"

"তাই ডাকিস্।" প্রসাধন কার্য্য সমাপ্ত হইল। শান্তি প্রসাধন দ্রব্য যথাস্থানে রাখিয়া আসিলে রাজলক্ষ্মীদেবী কহিলেন, "আসুক আমার ছেলে, এলে দেখতে পাবি—"

দূরে 'মা মা' শব্দ কর্ণগোচর হইতে কথায় বাধা পড়িল।

শান্তি ঈষৎ চমকিয়া কহিল, "মা, মা, দেখ দেখ কে আসছে ?"

"ঐ আমার ছেলে।"

"বা, বেশ ত।" বলিয়া শান্তি তাহার মাতার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল।

"এতক্ষণ যে কথার খই ফুটিয়ে দিচ্ছিলি। ওকে দেখে লুকোচ্ছিস কেন ?"

"চুপ করোনা তুমি !"

সাধন আসিয়া মাতাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইলে মাতা তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া চিবুক ধরিয়া স্নেহচুম্বন প্রদান করতঃ কহিলেন, "বড্ড কাহিল হ'য়ে গেছিস যে সাধি ! অসুখ-টসুখ করেনি ত ?"

"না মা।"

"বড্ড ঘেমেছিস্ ; জামাটা খুলে ফেল্।"

সাধন জামা খুলিয়া দূরে বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া একখানা পাখা লইয়া বাতাস খাইতে খাইতে একখানি আসনে উপবেশন করিয়া মার দিকে চাহিতেই শান্তিকে দেখিতে পাইল। প্রস্ফুটিত পঙ্কজসমা লাবণ্য-প্রতিমা শান্তিকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া রহিল। শান্তি নির্নিমেষ লোচনে সাধনের দিকে তাকাইয়া রহিল। সাধন মস্তক অবনত করিল। মাতা উভয়ের ভাবভঙ্গী দেখিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "এ কে বল দেখি ?"

"কে মা ? কৈ কখনওত দেখিনি !"

"সইএর মেয়ে।"

"ইনি !"

শান্তি টপ্ করিয়া কহিল, "না মা, দাদা হতে পারবে না। আমি দশ বছরের ছোট, আমায় বল্লে কি না ইনি। কিছুতেই পারবে না।"

তারপর সাধনের দিকে ফিরিয়া কহিল, "বল না ; ওগো বলনা, দাদা হ'তে পারবে ?"

শান্তির এই সরল বাচালতায় সাধন হতভম্ভ হইয়া গেল। কোন জবাব দিতে পারিল না। মাতা হাসিয়া উঠিলেন, পুত্র আরও লজ্জিত হইয়া পড়িল। শান্তি মৃদু হাসিয়া কহিল, "মাও যেমন, নিজের ছেলেকে চিনতে পারলে না। উনি আবার দাদা হবেন। না—আমি কখনই দাদা বলতে পারবো না।

"তবে কি বলবি ?"

"তাই ত! নাম ধরতেও পারবোনা। বয়সে যে বড়! কি বলবো তবে ব'লে দাও মা।"

"তোর যা ইচ্ছে হবে বলবি।"

"বেশ, তাই হবে। শুনলে গা! আমার যা ইচ্ছে হবে তাই বলে ডাকবো। রাগ করতে পারবে না কিন্তু। মা বলেছে, বুঝেছ? বল না?"

শান্তিকে নাছোড়বান্দা দেখিয়া সাধন 'আচ্ছা', বলিয়া ছোট্ট একটি উত্তর দিল। এমন সময়ে পীতাম্বর মোট লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। রাজলক্ষ্মীদেবী পীতাম্বরকে দেখিয়া কহিলেন, "এস পীতু! ভাল আছ ত? মোটে আছে কি?" পীতাম্বর মোট নামাইয়া রাজলক্ষ্মী-দেবীকে প্রণাম করিয়া কহিল, "দাদাবাবুকে যে ফর্দ্দ পাঠিয়েছিলেন সেই ফর্দ্দমাফিক দ্রব্যাদি ঐ মোটে আছে।"

শান্তি কহিল, "ঠিক ফর্দ্দমাফিক সব জিনিস কিনেছ ত?"

সাধন কহিল, "হাঁ।"

তারপর শান্তি মাতাকে কহিল; "এই পীতাম্বর?"

মাতা ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিলেন।

পীতাম্বর কহিল, "মা! এই মেয়েটা কে মা?"

রাজলক্ষ্মী উত্তর দিবার পূর্ব্বেই শান্তি কহিল, "আমি মার মেয়ে!" পীতাম্বর হাঁ করিয়া রহিল। শান্তি মোট খুলিয়া দ্রব্যাদি গুছাইতে লাগিল। মাতা সংক্ষেপে শান্তির বিবরণ সাধনকে ও পীতাম্বরকে শুনাইয়া দিলে পীতাম্বর আহ্লাদে বলিয়া উঠিল, "দিদিমণি, বলি ও দিদিমণি? যেমন আমাদের দাদামণি আছে, তেমনি আমরা দিদিমণি পেয়েছি।"

"কে? আমি?"

"হাঁ গো, তুমিই আমার দিদিমণি!"

"তাই যদি, তবে এক কাজ কর দিকিন্। এই গহনার বাক্সটা ঐ আলমারীর মাথায় তুলে রেখে—ঐ জিনিষগুলো নিয়ে আমার

সঙ্গে ও-ঘরে এস।" এই বলিয়া শান্তি কক্ষান্তরে গমন করিল, পীতাম্বরও তাহার অনুসরণ করিল। সাধন সতীন্দ্রের আগমন সংবাদ মাতাকে জানাইলে মাতা তাহাকে ভিতরে আনিতে আদেশ করিয়া পরিচারিকাকে খাবার লইয়া আনিবার জন্য বলিলেন। পরিচারিকা দুইখানি পাত্রে যথোপযুক্ত খাবার আনিয়া ভূতলে রক্ষা করিয়া গেলে সাধন সতীন্দ্রকে লইয়া পুনরায় কক্ষে প্রবেশ করিয়া মার পরিচয় প্রদান করিল। সতীন্দ্র রাজলক্ষ্মীদেবীর পদধূলি গ্রহণ করিল। রাজলক্ষ্মীদেবী সতীন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আহার করিতে বলিলে, সাধন ও সতীন্দ্র আহার করিতে বসিল। রাজলক্ষ্মীদেবী ইতিপূর্ব্বে সাধনের নিকট সতীন্দ্রের লাঞ্ছনার বিষয় শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে স্নেহার্দ্রস্বরে সেই কথার উত্থাপন করিয়া, সতীন্দ্রকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। সতীন্দ্র আত্মসংযম করিতে পারিল না, দর দর ধারে কপোল বহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। রাজলক্ষ্মীদেবী ক্ষুব্ধচিত্তে কহিলেন, "কেঁদনা বাবা, কেঁদনা। ও রকম সব সংসারে হয়ে থাকে। তবে কোথাও কম আর কোথাও বেশী। আজ তিরস্কৃত হয়েছ, কাল আবার মাথায় করে নেবে। মানুষের দশ দশা। ভগবান তোমায় রাজরাজেশ্বর করবেন। গেরোর ফেরে ঐ রকম হয়েছে বাবা, ও সব ভেবোনা। যতই ভাববে ততই মন খারাপ হবে। নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে আপনার উন্নতি কর।"

সতীন্দ্র ছল ছল নেত্রে কহিল, "আশীর্ব্বাদ করুন মা, যেন তাই করতে পারি,—নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের উন্নতি করতে পারি। মা, বড়ই ভাগ্য আমার যে, এই দুশ্চিন্তা বহন করে আপনার কাছে এসে সে দায় থেকে মুক্ত হলেম। আপনি আমার দুশ্চিন্তা দূর করে দিলেন। সত্য কথা বলতে কি মা, আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হয়েছিল,

কেবল আপনার কথায় সে পাপ চিন্তা হৃদয় থেকে দূর করে দিলেন। তাহলে মা অনুমতি করুন যে, খাওয়া দাওয়া করে আজই আমি বাড়ী যাবার জন্য রওনা হই। মার জন্য মনটা কেমন করে উঠছে।”

“আজ আর কিছুতেই যাওয়া হবে না। পূজাবাড়ীতে থেকে মনটা আরও একটু সংযত করে মহা অষ্টমীর দিন সকালে যাত্রা করবে। মায়ের ছেলে, পূজার সময় মায়ের কাছে যাবে না, তা কি হ'তে পারে? পূজার কটা দিন তোমার এই মায়ের কাছে থাক বাকী দু'টা দিন তাঁর কাছে থাকবে। বাবা! আমার এই অনুরোধটা রাখতেই হবে।”

ঠিক এই সময়ে শান্তি এক ডিবা পান লইয়া কক্ষদ্বারে আসিয়া থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সাধন ও সতীন্দ্র উভয়েই তাহার দিকে তাকাইয়া চক্ষু নত করিয়া আহারে মনোনিবেশ করিল। শান্তি ধীরে ধীরে মাতার পার্শ্বে আসিয়া উপবেশনকরতঃ কহিল, “উনি কে মা?”

“উনিই সাধনের সতীদা!” শান্তি ইতিপূর্ব্বে মার নিকট সমস্ত কথাই শুনিয়াছিল।

“ইনি সতীদা! তা বেশ, আপনি ঘাড় গুঁজে খাচ্ছেন কেন? মুখ তুলুন না, লজ্জা কিসের?”

সতীন্দ্র মুখ তুলিতেই রাজলক্ষ্মীদেবী কহিলেন, “সতী, বাবা, এটি আমার মেয়ে, ভারি মুখরা।” শান্তি কহিল, “বাঃ, মা ত বেশ পরিচয় দিয়ে দিচ্ছ। হঁ্যা সতীদা, আপনি বলুন ত, আমি কি খুব মুখরা?”

সতীন্দ্র পুনরায় ঘাড় হেঁট করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। শান্তি পুনরায় কহিল, “হাসলে চলবে না। আপনাকে বলতেই হবে। মা যে আমার এত বড় একখানি প্রশংসা পত্র দিলেন তা, সত্য কি মিথ্যা তা আপনাকে বিচার করে বলতে হবে। বলুন।”

"মা না, আপনি মুখরা হ'তে যাবেন কেন?" সতীন্দ্র উত্তর করিল।

"আপনিও? ওমা, যাব কোথায়। উনিও আমায় 'আপনি' বলছেন! আপনার চেয়ে আমি কত ছোট? না, তা হবে না, আপনি আমায় 'আপনি, ইনি, উনি' বলতে পারবেন না। যদি সতীদা হ'তে চান, আমায় 'তুমি' বলতে হবে। হবে কি—এখুনি বলুন—বলুন" শান্তি জেদ করিতে লাগিল।

সতীন্দ্রের মুখ হইতে উচ্চারিত হইল "আহা, কি সরল! দেখ, তুমি বড্ড সরল কিনা, তাই মা বলেছেন যে তুমি মুখরা।"

"হাঁ, এই ত ঠিক সতীদার উপযুক্ত কথা। আমিও ত আপনি বলছিনা সতীদা? ও কি, খাবার ফেলে রাখতে পারবে না—ও দু'টা খেতেই হবে। সব খাবার আমার হাতের তৈরি। খাও সতীদা, ও আবার কি? মা, দেখ দেখ? সতীদার দেখাদেখি উনিও তোমার খাবার ফেলে রাখছেন দেখছো?" এই বলিয়া শান্তি সাধনের দিকে তাকাইতেই সাধন কহিল, "আমার দায় পড়েছে। ফেলা চুলোয় যাক, আমার আরও গোটাকতক লাড্ডু চাই।"

শান্তি আরও গোটাকতক লাড্ডু আনিয়া উভয়কেই প্রদান করিল। তাহাদের খাওয়া হইলে রাজলক্ষ্মীদেবী উভয়কে বিশ্রাম করিতে বলিয়া শান্তিকে আহ্বান করতঃ কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। উভয়ে পান লইয়া দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় গা ঢালিয়া বিশ্রামসুখ অনুভব করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পরে সতীন্দ্র কহিল, "সাধন, কি সরল তোমার ভগ্নিটি! এখনও বিয়ে হয়নি না?"

সাধন উত্তর দিল, "না।"

সতীন্দ্র কহিল, "যার ঘরে যাবে তার ঘর আলো করবে। যেমন

রূপ তেমনি সরল। হাজারে একটা এমন মেয়ে মেলে। ও কি রে? চোখ বুঁজে পড়ে রইলি কেন?"

"তা কি করবো?"

সাধন উত্তর দিল, "এক কায করা যাক্। ঘরের মধ্যে পড়ে না থেকে, চল্ ঐ বাগানটায় গিয়ে একটু বসা যাক্।"

"ওটা কাদের বাগান?"

"আমাদের।"

"তবে চল।"

"চল্।"

উভয়ে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া উদ্যান ভ্রমণ উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল।

৮

সাধন বাড়ী আসিবার পূর্ব্বে সতীন্দ্রের শ্বশুরবাড়ী একবার গিয়াছিল। বাড়ীতে প্রবেশ মুখেই সে যদুনাথবাবুর সাক্ষাৎ পায়। যদুনাথবাবু সাধনকে দেখিয়া, "আরে এস এস, সাধন এস" বলিয়া হাত ধরিয়া ডাকিতেই সাধন তাঁহার সহিত কক্ষে প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিলে যদুনাথবাবু কহিতে লাগিলেন, "ক'দিন ধরে দেখিনি কেন বাবাজি?"

প্রত্যুত্তরে সাধন কহিল, "আজ্ঞে, বাড়ীতে পূজা, দেশ থেকে মা একখানি ফর্দ্দ পাঠিয়েছিলেন, তাই সব সামগ্রী কিনতে হচ্ছিল।"

"বাবাজীকে যে বলবো পূজায় এখানে থাক, দেখে শুনে আমোদ আহ্লাদ ক'রে বেড়াও, তার যো নাই। মায়ের এক ছেলে; বাড়ী ছেড়ে কি করে থাকবে বল। হ্যাঁ বাবাজী, বাড়ীতে পূজার ধুমধাম হয় কেমন?"

"ধূমধাম আর এমন কি, কিছুই নয়। তবে কি জানেন, বাবা পূজার একটা বন্দোবস্ত করে দিয়ে গেছেন। তার আয়ে পূজা পার্ব্বণাদি সম্পন্ন হয়। আগে সব রকমই হোত, কিন্তু আমার নায়েব দাদা মাকে বলে এইটি ঠিক করেছেন যে, পূজায় গ্রামবাসীদের সঙ্গে জমীদারির সমস্ত প্রজাকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান হবে। সেই থেকে এইরূপ চলে আসছে; সমস্ত প্রজা চারদিন বাড়ীতে আহারাদি করে একাদশীর দিন চলে যায়।"

"তোমার নায়েব দাদা দেখছি খুব বুদ্ধিমান, পূজার হিড়িকে অনেকগুলি টাকার সংস্থান করে দিয়েছেন।"

"আপনার কথা বুঝতে পারলেম না।"

"এ আর বুঝতে পারলে না? প্রণামী স্বরূপ অনেকগুলি টাকা ত প্রজাদের কাছ থেকে আদায় হয়?"

"না, মা প্রণামী নিতে বারণ করে দিয়েছেন। তবে প্রজারা ছাড়ে না দেখে তিনি জনা পিছু এক আনা করে বরাদ্দ করেছেন। সেই টাকা সংগ্রহ করে তার উপর কিছু দিয়ে মা জমীদারিতে একটি সাংসরিক উৎসব সম্পাদন করে থাকেন।"

"বাঃ, খুব ভাল কাজ। পূজায় তোমাদের কত খরচ হয়?"

"তিন হাজার টাকার বরাদ্দ আছে। তার উপর মার প্রায় হাজার খানেক টাকা খরচ হয়।"

"বেশ বেশ, এই ত চাই!" জমীদার ভাল হলে প্রজার সুখ সোয়াস্তি। যাক, বাবাজি, সতীর কাণ্ড কারখানা শুনেছ ত?" 'হাঁ না' কোন উত্তর না পাইয়া যদুনাথবাবু বলিতে লাগিলেন, "তা শুনবে কোথা থেকে বল, সে পাজি কি বলবে? আর যদিই বলে, কত বাড়িয়ে কত দোষ দিয়ে বলবে। আচ্ছা, তুমি বল ত বাবা, এতে আমার কি দোষ?"

আমি তাকে বল্লেম, "মেস্ ছেড়ে বাড়ী এসে থাকো। রাজপুত্র বল্লেন কিনা, তা পারবো না। তার উপর বলে কি না, সে নিজের পরিবারকে নিয়ে যাবে! সে ত ভাল কথা। একটা হিল্লে করে নিয়ে যা না বাপু, কেউ ত তখন বারণ করবে না ; তা নয়, এখুনিই। আরে বাপু, নিজের কুকুর কোথায় পণ্ডি করে তার ঠিক নাই ; পরিবারকে খাওয়াবে কোথা থেকে। ঐ মাগী, সতীর মা, এক বেলা তার আহার জোটাতে পারে না। ঐ কে একটা ছোঁড়া—দূর সম্পর্কে কাকা না কে, তার না আছে মাগ, ছেলে, কোন একটা অফিসে মোটা মাইনে পায়, সে মাসে মাসে কিছু সাহায্য করে তাই কোন রকমে কায় ক্লেশে চলে ; তারই জোরে, আমার মেয়েকে নিয়ে গিয়ে সেই ভাঙ্গা কুঁড়েয় নিয়ে যেতে চায়। আমি পাঠাব না বলতে ব্যাটা বলে কিনা জোর ক'রে নিয়ে যাবো। বলা নাই, কওয়া নাই, বাড়ীর ভিতর ঢুকে মীরার হাত ধরে টানাটানি, আর আস্ফালনই বা কি? রাগ বরদাস্ত করতে না পেরে ব্যাটাকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছি। নচ্ছার ব্যাটা।" সাধন কোন জবাব দিল না।

যদুনাথবাবু কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "ওরে, কে আছিস্, সাধনকে একবার বাড়ীর ভিতর নিয়ে যা। যাও বাবাজী, একবার অন্দরে গিয়ে কিছু জল-টল খেয়ে এস। সেই কখন মেসের দুটো ভাত খেয়েছ।" সাধনও তাই চায় এই বিসদৃশ প্রসঙ্গ শুনিতে তার ইচ্ছা নাই। পরিচারক নফর আসিয়া সাধনকে অন্দরে লইয়া গেল, যদুনাথবাবু তামাকু সেবনে নিযুক্ত হইলেন।

সাধন অন্দরে প্রবেশ করিয়া বরাবর মীরার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, মীরার ভগ্নী জয়ন্তী শয্যায় শুইয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছে। জয়ন্তী পদশব্দে উঠিয়া সাধনকে দেখিয়া কহিল, "আসুন—বসুন—কি ভাগ্যি, বলি আছেন কেমন?"

সাধন একখানি কেদারায় উপবেশন করিয়া কহিল, "আমি ভাল আছি, বৌদিদি কোথায় ?"

"বা, বেশ মজার লোক দেখছি ত ? আমি খাতির ক'রে বসালেম কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করলেম—আমায় ধন্যবাদ দেওয়া দূরে থাকুক, বল্লেন কিনা, বৌদিদি কেমন আছেন। আমার কথাও ত একবার জিজ্ঞাসা করলেন না যে কেমন আছ ?"

"মাপ করবেন। অন্য মনস্ক হয়েছিলাম, অতটা ঠিক করতে পারিনি। আপনি কেমন ছিলেন, এখন কেমন আছেন ?"

"আপনার ঐটুকুই সুন্দর, বেশ কথা ঘোরাতে পারেন। যাক্, ঝগড়ার দরকার নাই। দেখুন, আপনাকে দেখলেই ঝগড়া করতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছেও যেমন হয়, ঠিক সেই সময়ে আপনারও একটুখানি খুঁত বেরিয়ে পড়ে, আর আমারও ঝগড়া করবার সুবিধা হয়ে যায়। আপনিও আবার ভয়ানক লোক। ঝগড়াটা পাকা পাকি ক'রে দেবার সুযোগ দেন না। হয় ঘাড় নেড়ে, নয় মুচকে হেসে হুঁ হুঁ ক'রে উড়িয়ে দেন, আবার কখনও গম্ভীর হয়ে যান। আমি তখন থেই খুঁজে না পেয়ে চুপ ক'রে যাই। মনে মনে রাগ হয়; অভিমানও হয়। দেখুন দেখি আমি কত সরল! মনের কথা টপ্ করে বলে ফেলি! আর আপনি ? বাবা, পেটে ডুবুরি নামালেও টের পাবার জো নেই। রাগ কচ্ছেন ? বাঃ, সুন্দর! আপনার এই ভাবটী বড় সুন্দর। যাক্, আমার কথায় দরকার নেই। যার ঘরে এসেছেন তিনিই এসে আপনার অভ্যর্থনা করবেন—ঐ যে তিনি আসছেন। নিন্, আপনার লোকের সঙ্গে আলাপ করুন। ও, হাসি ধরে না! আচ্ছা, চল্লেম তবে।"

জয়ন্তী উঠিয়া পড়িল; সাধন কহিল, "না না যাবেন কেন, বসুন। আপনাকে আমার বেশ লাগে।"

"আমি বড় মিষ্টি, না?"

"না—মা—তবে—"

"ভারি টক্? তা কেউ টক ভালবাসে, কেউ ঝাল ভালবাসে, কেউ মিষ্টি ভালবাসে।"

"সে কথা বলছি না, তবে আপনি বড় সুন্দর—"

"দেখবেন, যেন জড়িয়ে পড়বেন না—"

এই বলিয়া তীব্র কটাক্ষে মুচকি হাসিয়া "ও দিদি! তোমার মেঘ না চাইতেই জল। ঐ তোমার সাধের দেবরটী এসে হা পিত্তেশ ক'রে বসে আছেন। এস দিদি, অভ্যর্থনা কর।"

জয়ন্তী কক্ষ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। মীরা শুষ্কমুখে কক্ষে প্রবেশ করিল। জয়ন্তী আবার কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, "সাধন বাবু, যাবার সময় একবার আমার সঙ্গে দেখা করে যাবেন! আমি আমার ঘরে থাকবো।"

সাধন ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল, জয়ন্তী প্রস্থান করিল। সাধন মীরাকে কহিল, "বৌদিদি, আমি সব শুনেছি। আপনি দৃঢ় হোন্, সতীদার জন্য ভাববেন না।"

"না ভেবে কি করি ভাই! বাবার আচরণে যে আমি মর্মাহত। তার উপর তিনি যে বড় অভিমানী! তাঁর প্রাণে যে আঘাত লেগেছে তাতে তিনি হয় ত আত্মহত্যা করতে পারেন। সাধন, ভাইটি আমার, তার জন্য যে আমি বড় ভাবনায় পড়েছি।"

"কোন ভাবনা নেই বৌদি! আমি তাঁকে খুব বুঝিয়েছি। পাছে তিনি মর্মান্তিক কষ্টে একটা কিছু ক'রে ফেলেন, তাই সতীদাকে নিয়ে আমি কাল পরশু আমাদের বাড়ী যাব, সেখানে পূজার ক'টা দিন কাটিয়ে তাঁকে তাঁর মার কাছে রেখে আসবো। তাঁর জন্য আপনি ভাববেন না।"

"তা যেন বুঝলেম, কিন্তু আমার উপায়? আমি এখানে থাকতে

চাই না। আমায় নিয়ে যেতে বলো ভাই, আমার স্বামী যাই হোক, তবু তিনি আমার স্বামী। আমি না খেতে পাই, তবুও আমি তাঁর কাছে যাব, তাঁর গার সেবা করবো।"

"বেশ, আমি তাঁকে সব বলবো। যাতে আপনার যাওয়া হয়, তাই করবো।" তার পর অর্দ্ধঘণ্টা কাল সুখ দুঃখের কথা কহিয়া মীরাকে সান্ত্বনা দিয়া সাধন কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া জয়ন্তীর কক্ষ উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। কক্ষে প্রবেশ করিলে জয়ন্তী কহিল, "তারপর ?"

সাধন উত্তর দিল, "তারপর এই আপনার আদেশ পালন করতে এলেম, এখন হুকুম ?"

"ঐখানে বসে ঘণ্টাখানেক গল্প করতে হবে।"

"যো হুকুম।"

"বাড়ী যাচ্ছেন কবে ?"

"আজ রাত্রে, না হয় কাল বেলা দু'টার ট্রেণে।"

"ফিরছেন কবে ?"

"মাসখানেক পরে।"

"এতদিন ?"

"তা হবে বৈ কি। বাড়ীতে পূজা, তারপর—"

"কৈ ? আমাকে ত পূজার নিমন্ত্রণ করলেন না ?"

"সত্যি যাবেন ? তা হ'লে বেশ হয়।"

"তা ত' হয়। কিন্তু যাই কি ক'রে ?"

"কেন ?"

"আমি যদি যাই, তাহ'লে আপনাদের গাঁয়ের লোক কি বলবে ?"

"বলেবে আবার কি ?"

"কি পরিচয় দেবেন ?"

"বলবো আমার বৌদিদির ভগ্নী।"

"এই পরিচয়? এ পরিচয়ে একজন অবিবাহিতা যোড়শী আপনার ন্যায় তরুণ যুবকের সহিত একলা গাঁয়ে যেতে পারে কি?"

"কেন, এতে দোষের কি?"

"না সাধনবাবু, এটা বিসদৃশ ঠেকে। আচ্ছা, আপনি আমাকে আপনার স্ত্রী-বন্ধু পরিচয়ে নিয়ে যেতে পারেন না?"

"সেখানে এ রকমটা চলেনা।"

"তবে আমি যাব না। যখন পরিচয় দিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন, তখন নিয়ে যাবেন।"

"সে সৌভাগ্য কি হবে?"

"সেটা উভয়তঃ।"

"জয়ন্তী!"—সাধন জয়ন্তীর নিকটস্থ হইল।

কি সর্ব্বনাশ! একবারে "না না, রাগ করবেন না সাধন বাবু,—বলিয়া জয়ন্তি সাধনের স্কন্ধে বাম হাত এবং বক্ষে ডান হাতখানি রাখিয়া তৃষ্ণার্ত নয়নে সাধনের দিকে তাকাইয়া রহিল। সাধনের সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। আবেগ-ভরে বক্ষস্থিত হাতখানি ধরিয়া মধুর কণ্ঠে কহিল, "জয়ন্তী, আমি তোমায় ভালবাসি। বল জয়ন্তী, তুমি আমার হবে?"

জয়ন্তী মুহূর্ত্তে হাত ছাড়াইয়া লইয়া দুইপদ পিছাইয়া যাইয়া, "না না, আপনি চলে যান, আপনি চলে যান" বলিতে বলিতে ঝটিতি কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। বিস্ময়াভিভূত সাধন আপনাকে সংযত করিয়া ক্ষুণ্ণমনে কক্ষ ত্যাগ করিয়া বাসায় প্রস্থান করিল।

———

৯

মহা সপ্তমী। সাধনদের বাটীতে মহা হৈ চৈ ব্যাপার! পল্লীবাসী বালক বালিকা, কিশোর কিশোরী, যুবক যুবতী, প্রবীণ প্রবীণা সকলেই উপস্থিত। মহাসমারোহে মহা মায়ার ভোগের আরতি হইতেছে। ঢাক, ঢোল, কাঁশর, শঙ্খ, ঘড়ি পূজাবাড়ী সরগরম করিয়া রাখিয়াছে গললগ্নীকৃতবাসে পূজার দালানে সাধন-জননী ও শান্তিময়ী সমাগতা রমণীবৃন্দের সহিত জগন্মাতার ধ্যানে নিযুক্তা। সাধন ও সতীন্দ্র নায়েব দাদার সহিত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া একমনে মার উপাসনায় নিরত। আরতি সম্পন্ন হইলে—জয় মা, জয় মা শব্দে আবাল বৃদ্ধ বনিতা মা দশভূজাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। রাজলক্ষ্মীদেবী শান্তিকে লইয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণ, নবশাকাদির ভোজন ব্যাপার সমাধা হইলে সকলেই জমীদারের গুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রস্থান করিল। নিমন্ত্রিত রমণীগণ চোব্য-চোষ্য-লেহ্য পেয় ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া রাজলক্ষ্মীদেবী ও শান্তির গুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে একে একে প্রস্থান করিলেন, বাড়ীর অভুক্ত আত্মীয়াদের ভোজন কার্য্য সমাধা করাইয়া অপরাহ্নে মাতা পুত্রী আহার করিতে বসিলেন; কুটুম্বগণ উভয়ের সম্মুখে উপবেশন করত নানা কথার অবতারণা করিয়া শান্তির গৃহিণীপনার সুখ্যাতি করিতে লাগিল। শান্তি নতমুখে আহারে রত হইল। সাধনের মা খাইতে খাইতে বলিলেন, "কেমন গো, বলত তোমরা, এই ক'বছর ধরে পূজা হচ্ছে, এরকম সুশৃঙ্খলায় কখনও হ'তে দেখেছ?"

"আশ্চর্য্য সাধনের মা! এমন বন্দোবস্ত, এমন শৃঙ্খলা বাপু কখনও দেখিনি।"

"আমার এই ছোট্ট মা-টী তার মূল। এ মা না থাকলে এমনটী হতে

পারতো না। তোমরা ভাই আশীর্ব্বাদ কর, যেন মা আমার দীর্ঘজীবি হ'য়ে মনের সুখে ঘর সংসার করে।"

"হাঁ গা সাধনের মা, মেয়েটীর এইবারে বিয়ে দাও না।"

"হাঁ, তা দোব বৈ কি। তবে কি জান, বিয়ে দিলেই মা আমার পরের বাড়ী চলে যাবে। তাই যতদিন পারি ধরে রেখেছি।"

"আহা, মেয়ে ত নয়, যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা।"

"সত্যি কথা বলতে কি ভাই, দালানে লাল চেলী পরে গলায় কাপড় দিয়ে যখন ধ্যানে নিযুক্তা ছিল, আমার বোধ হোলো যেন মা দশভূজা কিশোরী মূর্ত্তিতে অবতীর্ণা হ'য়ে নিজেরই ধ্যানে নিযুক্তা।"

"আমি ভাই গোড়া থেকে ওকেই দেখছিলাম। কখন যে আরতি হোল তা টের পাইনি। যখন সকলে মা মা ক'রে চেঁচিয়ে উঠলো, তখন আমার চমক ভাঙলো। লজ্জায় মরি, তাড়াতাড়ি গলায় আঁচল দিয়ে টিপ্ টিপ্ ক'রে প্রণাম করতে লাগলেম। বলবো কি ভাই, মার মূর্ত্তির বদলে ঐ শান্তিমা'র মূর্ত্তিখানি চোখের উপর ভাসতে লাগলো।"

"সাধনের মা, যে যাই বলুক, তোমার মেয়েটী আর কেউ নয়, ঐ মা দশভূজা মানবী মূর্ত্তি ধরে তোমার কাছে এসেছেন।"

"মা আমার গণেশ-জননী!"

"হ্যাগা সাধনের মা, একটা কথা বলবো?"

"কি বলনা, ঢোক গিলছো কেন দিদি?"

"আমার একটি বোন-পো আছে। চার-চারটে পাশ ক'রে সবে উকিল হ'য়েছে, খাসা ছেলে। তার সঙ্গে মেয়েটীর যোগাযোগ করিয়ে দোব?"

"না হারাণের পিসি, পাত্র ঠিক ক'রে রেখেছি। শীগ্গির সেই পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেব।"

শান্তির খাওয়া হইয়া যাইতেই উঠিয়া গেল।

"কোথায় গো, কোথায়? কেমন পাত্র?"

"এই কলকাতায়! আমি পাকাপাকি ক'রে ফেলেছি। এখন দু'হাত এক ক'রে দেওয়ার যা দেরী।"

"ছেলেটী দেখতে শুনতে কেমন? কি করে?"

"মন্দ নয়, এখনও পড়ছে।"

"আমার বোনপো রূপে কার্ত্তিক। পড়া শেষ ক'রে উকিল হয়েছে। দেখ সাধনের মা, যদি মত কর ত আমি ভগ্নিপতির কাছে কথাটা পাড়ি।"

"না বোন, আমার সবই ঠিকঠাক হ'য়ে গেছে।"

"গরীবের ছেলে বুঝি? ঘরজামাই করবে? ও বুঝেছি, মেয়েকে চোখের আড়াল করবে না। ঘরজামাই ক'রে মেয়ে জামাইকে চোখের উপর রাখবে, তা বেশ। আমাদের দু'পাত হ'লেই হোল।" এই প্রকারের কথাবার্ত্তা হইতে হইতে রাজলক্ষ্মীদেবীর আহার সম্পন্ন হ'লে তিনি উঠিয়া পড়িলেন। কুটুম্বিনীগণও স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। এদিকে শান্তি আহারান্তে সাধনের কক্ষে প্রবেশ করিয়া সতীন্দ্রকে অন্যমনস্ক দেখিয়া কহিল, সতীদা, মার জন্য মন কেমন করছে বুঝি?" এই বলিয়া একখানি কেদারায় বসিয়া পড়িল।

এই দুই দিনের মধ্যে শান্তি সতীন্দ্রকে পরমাত্মীয় করিয়া ফেলিয়াছে। পূজাবাটীর কাযের মধ্যেও সময় করিয়া লইয়া সতীন্দ্রের কাছে উপস্থিত হইয়া তাহার নিকট হইতে তার বৌয়ের কথা, তার মা, ভগ্নীর কথা একে একে জানিয়া লইয়াছে। সতীন্দ্র এই সরলা কিশোরীর কাছে কোন কথা গোপন করে নাই।

* সতীর জ্যোতি *

অকপটে সমস্ত প্রকাশ করিয়াছে। সতীন্দ্রের প্রতি এতাদৃশ ব্যবহারে সাধন শান্তির উপর অতীব সন্তুষ্ট। সে তাহাকে তাহার সমস্ত ভ্রাতৃস্নেহ ঢালিয়া দিয়াছে। উভয়ের ব্যবহারে সতীন্দ্র বুঝিতে পারে নাই যে উহারা আপনার ভাই বোন নহে। যাই হোক, শান্তির কথার উত্তরে সতীন্দ্র কহিল, "দিদি, ঠিক ধরেছ ত? সত্যই মার জন্য মন কেমন করছে।"

"শুধু মার জন্য কেন, বৌদিদির জন্যও বটে।"

"না দিদি, তার জন্য একটুও ভাবনা নেই, সে ঠিক আছে; তবে দেখা হবে না এই যা।"

"কেন দেখা হবে না দাদা?"

"তোমায় ত বলেছি দিদি, যতদিন না উপায়ক্ষম হবো ততদিন তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবে না। আমাদের ইচ্ছা থাকলেও শ্বশুর মহাশয় সাক্ষাৎ করতে দেবেন না। আমি আমার শ্বশুরের কাছে মৃত।"

কথা কয়টি কহিয়া সতীন্দ্র একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

শান্তি বলিল, "যেতে দাও দাদা এখন ওসব কথা। তুমি তাহ'লে কালই বাড়ী যাবে?"

"হাঁ বোন্।"

"পূজার পর আমিও তোমাদের বাড়ী যাব।"

"হাঁ, মাও যেতে চেয়েছেন। সাধন তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।"

সাধন কক্ষে প্রবেশ করিল। সতীন্দ্র কহিল, "ওরে সাধন, আমার দিদিটীও যে আমাদের বাড়ী যেতে বায়না ধরেছে।"

"বেশ ত। কালই সঙ্গে করে নিয়ে যাও।"

"কি কথাই বল্লে! একটু বুদ্ধিও নেই। কাল যাব কি করে? বাড়ীতে পূজা ফেলে? বাবুর আর কি, খেয়ে-দেয়ে নেচে-কুঁদে বেড়ান হচ্ছে, কিসে যে কি হয় তার খোঁজ রাখেন কি?"

"সতীদা, ওর কথা ধরোনা! ছেলে মানুষ, অমন অনেক কথা কয়ে ফেলে।"

"ও, কি একেবারে বুড়ো এল যে।"

"বুড়োই ত। সতীদা, ছেড়ে দাও ওর কথা। আমি কালী পূজার পর ঠিক যাব। ওমা, কথায় কথায় কতখানি সময় কেটে গেল, কত কাষ রয়েছে। সতীদা, আমি এখন চল্লেম, কাষ সব মিটে-সিটে গেলে আবার দুজনে বসে কথা হবে। আমি যাই তবে।"

শান্তি উঠিয়া গেল। সতীন্দ্রের মুখ হইতে নির্গত হইল, "অদ্ভুত এই বালিকা! সাধন, তুই বড় ভাগ্যবান। এমন সর্ব্বগুণশালিনী ভগ্নীর তুই সহোদর।"

"ভারি দুষ্ট সতীদা, বাড়ীতে পা দিয়ে অবধি জ্বালাতন হচ্ছি। ফাঁক পেয়েছে কি জ্বালিয়ে খাচ্ছে। খালি তোমার কথা! তুমি কেমন, বৌদি কেমন, মা কেমন, কেবল এই সব কথা নিয়েই ব্যতিব্যস্ত করেছে।"

"তুই সব বলে দিয়েছিস্ ত?"

"আমি কি বলেছি, আমার মুখ বলে দিয়েছে। পাক প্রকারে কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একে একে সব জেনে নিলে, ভারি চালাক মেয়ে। সতীদা, বলে ফেলেছি ব'লে তুমি কিছু মনে করোনা, ও কাউকেও বলবে না। ও কি সতীদা, অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে দেখছো কি?"

"সত্যই অবাক হয়ে গেছি সাধি, উঃ, কি ভয়ানক চালাক মেয়ে! আমাকে থ বানিয়ে দিলে?"

এখানে আসতে দেয়, এর পরে তাও দেবে না ; যদি কখনও তোদের বাড়ী যাই ত খেদিয়ে দেবে। মুখে কিছু বল্‌বে না বটে, তবে এমন ব্যবহার কর্‌বে, যাতে বুঝতে হবে যে, সে বাড়ীতে আমার প্রবেশ নিষেধ। খুকি, সে বৌ—পরের মেয়ে—তার উপর বড় লোকের আদুরে মেয়ে। বাপের উপর তার কোন এক্তার নাই। আমি গরীব, সামর্থ্য নাই যে তাকে জোর করে নিয়ে আসবো। মাঝে থেকে এক রকম কাটান-ছেঁড়ান হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তুই আমার মার পেটের বোন, আমাদের উভয়ের রক্তের টান। তোর সঙ্গে যদি কথাবার্ত্তা কইতে না পেলেম, তোর বাড়ীতে যদি না যেতে পেলেম, আমার কাছে যদি তোকে না আনতে পারলেম, তা হ'লে সে দুঃখটা যে মর্ম্মান্তিক হবে দিদি! ও মতলব ছেড়ে দে ভাই, আমার বরাতে যা আছে, তা হবে। কিন্তু তোর সঙ্গে যে সম্পর্ক ঘুচে যাবে সে কাজে আমি নেই। হাঁ, ত্রয়োদশীর দিন যাবি কি বলছিলি?"

"শাশুড়ী, আসবার সময় বলে দিয়েছিলেন যে, ত্রয়োদশীর দিন 'ও' সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।"

"এই ত সেদিন এলি, এখনও পনের দিন হয়-নি।"

"শাশুড়ীর শরীর ভাল নেই, বড়-যা বাপের বাড়ী গেছে, তার আসতে অঘ্রাণ মাস। ননদ একা সংসারের কাজ করে উঠতে পারে না। এবারে আসতেই দিচ্ছিল না ; ননদ ত একেবারেই না। ভাগ্যে বড়ঠাকুর দু কথা শুনিয়ে দিলে, তাতেই ত আসা হল?"

"তোর বড়ঠাকুর লোকটী খুব ভাল।"

"তা হলে কি হবে? তিনি সাতেও নেই পাঁচেও নেই। নামে বড়, কিন্তু যা কিছু কর্ত্তে-কর্ম্মাতে হয় তা ঐ ননদের পরামর্শে। তবে বড় ভাই, নামে বড়, যদি দু একটা কথা কন্, তাই বড় একটা কেউ অমান্য করে না।"

"তবে ত্রয়োদশীর দিনই যাস্।"

"হাঁ তাই যাব তবে; এবারে যাবার সময় কার্পেট খানা নিয়ে যেতে হবে। যদি না নিয়ে যাই দাদা, সেখানে টেঁকা দায় হবে। শাশুড়ী ও ননদের চিঠি দু'খানা পড়েছ ত?"

"হুঁ, সে যা হয় তখন হবে, আমি একবার ঘুরে আসি।" সতীন্দ্র প্রস্থান করিল।

সতীন্দ্রের মাতা কহিলেন, "তা হতে পারে না খুকি, আমি কিছুতেই তা পাঠাব না। একটা অমঙ্গল টেনে আনতে পারবো না।"

"না মা, যা হবার তা হবে. তুমি জিনিষ দুটো পাঠিয়ে দিও। নইলে মা আমার শতেক খোয়ার হবে।"

"তাই ত, আবার ভাবিয়ে তুল্লে! যাই. ও-বাড়ীর গিন্নীর সঙ্গে পরামর্শ করে আসি।" সতীন্দ্র-জননী উঠিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে বলিলেন, "বৎসরের দিনে আবার সেই অলক্ষুণে কথা, হায়রে বরাত।"

আশা মর্ম্মান্তিক দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিতে লাগিল, "যার বিয়ের রাতে হাহাকার, বিধবা কর্ত্তৃক বধূবরণ, কক্ষ প্রবেশের সময় বায়সের চীৎকার, তার আবার সুলক্ষণ কোথায়। বিশ্বনাথ! তোমার চরণে আমি কি দোষ করেছি যে, নানা অমঙ্গলের মধ্য দিয়ে আমায় সংসার পথে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছ। প্রভু! তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা যে, যদি অমঙ্গল ঘটাতে চাও, আমার উপর দিয়ে ঘটিয়ে দাও। আমার শ্বশুরকুলে, আমার পিতৃকুলে কারও যেন কোন দুর্ঘটনা না ঘটে। মা দুর্গা, আমার এই নব-মুকুলিত জীবন দিয়ে যদি উভয় পক্ষের মঙ্গল সাধিত হয়, আমি অম্লান বদনে সে জীবন আহুতি দেবো। মা. আমি সব পেয়েছি, সংসার-জীবনে নারীর যা প্রাপ্য, তা পেয়েছি। অকালে জীবন অবসানে আমার কষ্ট হবে জেনেও আমি প্রার্থনা করছি

মা, আমার সে প্রার্থনা পূর্ণ কর, আমার সত্তায় যেন দু'টী সংসার সমুজ্জ্বল থাকে। দেখো মা, যেন কারও কোন অমঙ্গল না হয়। সমস্ত অমঙ্গল আমি মাথা পেতে নেবো। আমায় নিয়ে দু'টী সংসারের সমস্ত দুর্গতি দূর করে দাও দুর্গতি নাশিনী!" ঊর্দ্ধ করে ছল ছল নেত্রে রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে হৃদয়ের বেদন-প্রার্থনা জানাইয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল. প্রাঙ্গণে আসিতেই মিহিরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। অদ্য বিজয়া, মিহির শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে। আশা মিহিরকে প্রণাম করিয়া কক্ষে আনিয়া তাহাকে বসাইয়া মাকে সংবাদ দিতে গেল। জামাতার আগমন সংবাদ পাইয়া সতীন্দ্র-জননী কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলে মিহির তাহাকে প্রণাম করিলে তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া জামাতার আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে প্রস্থান করিলেন। আশা তাহার সঙ্গে কথোপকথনে নিযুক্ত হইল। উভয় পরিবারের কুশল সংবাদ আদান প্রদানের পর আশা জিজ্ঞাসা করিল, "আজই যে এলে, কোনবার ত বিজয়ার দিন এস না!"

"ত্রয়োদশীর দিন আসতে পারবো না, তাই আজ এলেম। রাত্রের ট্রেণেই যাব, আজই তোমায় যেতে হবে আমার সঙ্গে।"

"আজই যেতে হবে?"

"হাঁ।"

"মা ত ত্রয়োদশীর দিন যেতে বলে দিয়েছেন।"

"সেদিন আবার কে আসবে, আজই চল।"

"দাদা দিয়ে আসতো?"

"ও, ভারি মুরোদ, যাক্, এখন যাবার যোগাড় কর। ঐ জন্যই বেলা থাকতে এসেছি!"

"আজকে আমি যাব না।"

মিহির রাগিয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া বলিল, "তোমার বাবাকে যেতে হবে।"

"দেখ, তুমি আজকাল যখন তখন আমার বাপ তোল কেন বল ত?"

"বেশ করবো।"

"মনে থাকে যেন, ঢিল মারলেই পাটকেলটী খেতে হয়।"

"এত বড় আস্পর্দ্ধা, তুমি আমার বাপ তুলবে?"

আশা কোন উত্তর না দিয়া নতমুখে অবস্থান করিতে লাগিল।

মিহির আপন মনে বলিতে লাগিল, "খাতিরে পড়ে কি অন্যায় কায করে ফেলেছি। এমন হাঘরের বাড়ীতে এসে পড়েছিলেম, জ্বলে মলুম! গার্জ্জেন না থাকলেই এই রকম হয় দেখছি। আমরা ছেলেমানুষ, লোকের প্ররোচনায় এ কাজটা করে ফেলে এখন পস্তাচ্ছি। এ সব কাযে গার্জ্জেন দরকার হয়। মাথার উপর কেউ ছিল না; তা যদি থাকতো, তা হলে কি এই দঁকে এসে পড়তুম!"

"এখন আর ও আক্ষেপে ফল কি!"

"যত দিন বেচে থাকব, ভুগতে হবে, আর কি!"

"বেশীদিন ভুগতে হবে না।"

"আঃ, তা হ'লে ত বাঁচি!" আশা কাঁদিয়া ফেলিল।

"আর কেঁদে কি হবে, যাও, ওঠো, যাবার আয়োজন কর। হাঁ, মা ব'লে দিয়েছেন, সেই কার্পেট আর বাটী যেন নিয়ে যাওয়া হয়।"

আশা চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া গেল। মিহির হাত পা ছড়াইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। সতীন্দ্র ইতিমধ্যে আসিয়া মাতার কাছে শুনিল যে, মিহির আসিয়াছে। শ্রবণ মাত্র তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে যাইতে দালানে আশাকে দেখিয়া কহিল, "কি রে খুকি, কাঁদছিস যে?"

"কাঁদিনি দাদা ! ঝাপটা হাওয়ায় চোখে একটা কি এসে পড়লো।"

"কই দেখি ?"

"বেরিয়ে গেছে, তবে বড্ড কর্ কর্ করছে।"

"জলের ঝাপ্টা দিগে যা।" এই বলিয়া কক্ষে প্রবেশ করতঃ কহিল, "মিহির যে, কখন এলে ?"

"এই ঘণ্টাখানেক !"

"বাড়ীর সব ভাল ?"

"মন্দের ভাল !"

"আজই যাবে না কি ?"

"নিশ্চয়। আজ বিজয়া, সেখানে আবার সকলকে বিজয়ার প্রণাম করতে হবে, বিশেষতঃ মাকে—"

"তবে আজ এলে কেন ? অন্য অন্য বারে যেমন একাদশীর দিন আসতে, তাই এসে দুদিন থেকে খুকিকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারতে ?"

আমাকে ত্রয়োদশীর দিন বেরুতে হবে, তাই এলেম। আর বলছি কি আজকেই ওকে নিয়ে যাব।"

"আজই ?"

"হ্যাঁ—"

"কটার ট্রেণে যাবে ? মাকে বলেছ ?"

"এই আটটার ট্রেণে, মাকে এখনও বলা হয়নি।"

"তবে আমি মাকে বলিগে যাই, চা খেয়েছ ?"

"না।"

"আমি চা-টা করে আনছি—আর মাকে, তোমার খাবার তাড়াতাড়ি দিতে বলে আসছি।"

"তাই কর ভাই, যাতে আটটার ট্রেণটা ধরতে পারি।"

সতীন্দ্র রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া মাকে কহিল, "মা, খাবারের দেরী কত? মিহির আট্‌টার গাড়ীতে কলকাতায় যাবে। খুকিকেও নিয়ে যাবে।"

"সে কি রে।"

"হাঁ তাই বল্লে।"

"আচ্ছা আমি যাচ্ছি।" বলিয়া মাতা উঠিতেই, আশা কহিল, না মা, যেওনা, মান থাকবে না। গোঁ ধরেছে যখন, নিয়ে যাবেই। কেন দুটা কথা কয়ে অপমান হবে?"

"হাঁ, তোর ঐ কথা। আমার কাছে মিহির ও সতী একই পদার্থ, সে যদি আমায় কিছু বলে, তাতে আমার অপমান কি? ছেলে মায়ের কাছে বলবে না ত বলবে কার কাছে। যাই বল বাছা, মিহির আমার খুব ভাল।" মাতা প্রস্থান করিল। সতীন্দ্র আশাকে চা করিতে বলিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে অন্য কক্ষে প্রস্থান করিল।

সতীন্দ্র-জননী জামাতার নিকট আসিয়া যখন শুনিলেন যে, জামাতা আশাকে লইয়া যাইতেই কৃতসঙ্কল্প, তখন ক্ষুন্ন মনে কক্ষ ত্যাগ করিবার উপক্রম করাতে মিহির কহিল, "দেখুন মা, ওর পেঁটরার মধ্যে সেই গায়ে হলুদের বাটী ও কার্পেট্‌টা পুরে দেবেন।"

সতীন্দ্র-জননী কহিলেন, "বাবা, তোমার মা কি ও দু'টা না নিয়ে ছাড়বেন না? ও ত দেবোই, তবে দু'চার দিন দেরী হবে। এখন যে বাবা দিতে নেই; তোমার সন্তান হলে তার ভাত দিয়ে ঐ জিনিস দু'টা পাঠিয়ে দেব। ভগবান একটা গুঁড়ো আশার পেটে দিয়েছে—দুটা প্রাণী দু'ঠাই হলে তার পর ছটা মাস বাদে তোমাদের জিনিষ তোমাদের কাছে পাঠাব বই কি?—এই ক'টা দিন তোমার মাকে ক্ষেমাঘেন্না করে অপেক্ষা করতে বল বাবা।"

"না মা, তা হবে না, ও দু'টা আজই পাঠাতে হবে, ওজোর আপত্তি করবেন না। আমরা দু'জনে যখন একসঙ্গে যাচ্ছি তখন নিয়েই যাই। আর সামান্য কারণে একটা খেচাখেচি ভাল নয়।"

"এতে যে বাবা অমঙ্গল হবে।"

"হয় আমার হবে।"

"সে কি বাবা? তোমার অমঙ্গলে যে আমার অমঙ্গল।"

"তা কি করবো। মা যখন চাচ্ছেন তখন আপনাকে পাঠাতেই হবে।"

"এত অনাচার সইবে না যে বাবা———"

"কি অনাচার মা" বলিয়া সতীন্দ্র দু'বাটী চা লইয়া প্রবেশ করিল।

"সেই পোড়া কার্পেট ও বাটী।"

"তা নিয়ে যেতে চায় মিহির? তা মা পাঠিয়ে দাও। ওরা যখন জেদ ধরেছে তখন দিয়েই ফেল। অনাচার অমঙ্গল ওসব কথার কথা, বরাত ছাড়া পথ নাই।"

"নে, তোর আর পণ্ডিতি করতে হবে না, আমি এখন ও দু'টা দেব না।"

"তুমি দেবে না—ওরাও ছাড়বে না। তোমাদের দিতে নেই, ওদের নিয়ে যেতেই হবে—এইত প্রথা! তার যখন মীমাংসা হবে না, তখন তোমাদের প্রথা উল্টে ফেলে ওদের প্রথা মাফিক্ চলতে হবে, না হলে— না মা, দিয়ে দাও।"

কথা বলিতে বলিতে সতীন্দ্র মাকে ইঙ্গিত করিল, মাতাও বাক্যব্যয় না করিয়া ক্ষুণ্ণ মনে প্রস্থান করিল। সতীন্দ্র মিহিরকে চা খাইতে অনুরোধ করিয়া রান্নাঘরে যাইয়া মাকে কহিল, "দেখ মা, যা হবার হবে, জিনিষটা পাঠিয়ে দাও। না দিলে খুকীর বড্ড খোয়ার হবে। যখন মেয়ে পরের হাতে দিয়েছো, সে ত গিয়েছে, তার জন্য ভেবে আর কি

করবে। তোমায় এখন দেখতে হবে যে, মেয়ে যাতে শশুর বাড়ীতে কষ্ট না পায়।"

"সে যা হয় করবো। আমি খাবার দিই, তুই মিহিরকে ডেকে নিয়ে আয়।" সতীন্দ্র মিহিরকে ডাকিতে গেল।

সতীন্দ্র চলিয়া গেলে আশা কহিল, "দেখ মা, আমি আগে তোমাকে জিনিষ দুটা পাঠাতে বলেছিলেম, কিন্তু এখন বলছি, আজ কিছুতেই ও দু'টা নিয়ে যাব না। এতেই ওদের জেদ? তুমিও দিও না মা। আমি সেখানে যাই, শাশুড়ীকে ভাল করে বুঝিয়ে বলি, যদি নেহাত চায় তখন আমি চিঠি লিখবো—তুমি পাঠিয়ে দিও।"

"তাই হবে মা। আর কি করবো বল্——"

আহারাদি করিয়া মিহির আশাকে লইয়া সতীন্দ্র কর্ত্তৃক আনীত একখানি গাড়ীতে চড়িয়া বসিল। সতীন্দ্র গাড়ীর চালে উঠিয়া গাড়ী চালাইতে বলিল। গাড়ীতে উঠিবার কালে মিহির শাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, দ্রব্য দু'টা দেওয়া হ'য়েছে কি না ও শাশুড়ীর মৌনভাব দেখিয়া বুঝিয়াছিল যে, দেওয়া হয় নাই। ক্রুদ্ধ মিহির গাড়ী ছাড়িয়া দিলে স্ত্রীকে শাসাইতে লাগিল। সতীন্দ্র উপরে থাকিয়া সমস্ত শুনিল। তার পর ষ্টেশনে আসিয়া তাহারা রেল গাড়ীতে উঠিলে সতীন্দ্র মিহিরকে কহিল, "মিহির, পুরুষত্বের বড়াই স্ত্রীর উপর করোনা। বড় বাড়াবাড়ি করছো তোমরা। মানুষের ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে।" ট্রেণ ছাড়িয়া দিল, মিহির মুখ বাহির করিয়া কি বলিল, সতীন্দ্র শুনিতে পাইল না।

বিজয়া দশমীর দিন ভগ্নীকে বিদায় দিয়া ক্ষুন্ন মনে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া ব্যথিতা জননীর দুঃখের অংশভাগী হইয়া মিহির মাতাকে যথা সম্ভব সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

"কি রকম ?"

"ওরে, আমি যে সব খুঁটিয়ে বলেছি তার কাছে। ঘুণাক্ষরে জানতে পারে নি যে, সে তোর কাছে সব শুনেছে। তার সরল প্রশ্নে আমি সত্য উত্তর না দিয়ে থাকতে পারিনি সাধন! আমার কাছে যখন সে শুনলে সব, তখন বললে যে, তোর কাছ থেকে সব শুনেছে। সাধন, ভগ্নীর মত ভগ্নী পেয়েছিস্, আর আমিও তার সহোদরা হ'য়ে ধন্য হয়েছি। আশীর্ব্বাদ করি, চিরায়ুষ্মতী হয়ে নারীর মহিমা প্রচার করুক।"

"যাক, এখন কি ঠিক করলে বল দেখি ? কাল্ যাবে কি ?"

"হাঁ ভাই, কাল সকালে উঠেই যাব।"

"তা যেও, কিন্তু মনে থাকে যেন। ও বাড়ীর কথাগুলো ভেবে মনটাকে খারাপ ক'রো না।"

"না সাধন, তোদের ভাই ভগ্নীর মধুর আলাপে আমার মনের বোঝা নেমে গেছে। আমি এখন বেশ আনন্দ অনুভব করছি। আমার মনে ভাবনার লেশমাত্র নাই।"

"খুব ভাল। চল দাদা, বৈকাল উত্তীর্ণ প্রায়, আমাদের গ্রামটা একবার দেখে আসবে চল। গ্রামটাও দেখা হবে আর সান্ধ্য-বায়ু সেবন করাও হবে।"

"তাই চল, খাওয়াটাও বড় বেশী হ'য়েছে। খানিকটা বেড়িয়ে হজম করে আসি।"

"এস তবে।" উভয়ে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া গ্রাম ভ্রমণ উদ্দেশে কক্ষ ত্যাগ করিয়া বাহির হইল।

১০

সতীন্দ্র বাড়ী আসিয়াছে। মহা অষ্টমীর দিনে পুত্র-কন্যাকে নিকটে পাইয়া সতীন্দ্র-জননী অতীব আহ্লাদিত হইয়াছেন। কিন্তু তার মাঝে সতীন্দ্রের প্রতি শ্বশুরের ব্যবহার মনোমধ্যে জাগরূক হইয়া তাঁহাকে ব্যথা দিতে লাগিল। অন্তরের ব্যথা যদিও তাঁহার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তথাপি তিনি পুত্র-কন্যাদের সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত থাকিয়া অন্তরের নিগূঢ় ব্যথা দমন করিতে সচেষ্ট ছিলেন। আশা সতীন্দ্রকে গোটাকয়েক প্রশ্ন করিয়া উত্তর দিতে অক্ষম দেখিয়া কহিল, "দাদা; বৌ-দিদির কোন দোষ আছে কি ?"

সতীন্দ্র কহিল, "না, সে এখানে আসতে চায়।"

"তুমি নিয়ে এস না।"

"তার বাপ পাঠাবে না।"

"দাদা, এক কাজ কর। আমি ত্রয়োদশীর দিন শ্বশুর বাড়ী যাব, তুমি বৌদির নামে আমার হাতে একখানি পত্র দাও, আর 'ওকেও' একখানি পত্র দাও। 'ও' তোমার শ্বশুরবাড়ী যাবে। তারপর তোমার শ্বশুরকে ব'লে বৌদিদিকে-সঙ্গে করে নিয়ে এসে পৌঁছে দেবে।

"তা হ'তে পারে না খুকি! তুই জানিস্ না আমার শ্বশুরকে! আমি ত খুবই অপমান হচ্ছি, শেষে কি মিহিরকেও অপমান করাব? একেই ত মিহির বাবু আজকাল আমাদের উপর কিরূপ সদয়। রাগ করিস্ না বোন্, তুই ত সব জানিস, বাবুরা এখন পান থেকে চুণ খসলেই একেবারে চ'টে লাল হয়ে যান। তার উপর আবার যদি আমার জন্য সেখানে কোন প্রকারে অপমানিত হন, তাহলে সম্পর্কটা একেবারে তুলে দেবে। তবু যা হোক্ বৎসরে চার-পাঁচ-ক্ষেপ তোকে

১১

পূজার পর রাজলক্ষ্মীদেবী শান্তির উপর কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার ভার সমর্পণ করতঃ নায়েব মামা সহ বৈদ্যনাথ যাত্রা করিলেন। প্রতি বৎসর দ্বাদশীর দিন পুত্রের কল্যাণ কামনায় তিনি বৈদ্যনাথ ধাম যাত্রা করেন এবং পূর্ণিমার দিবস বাবার পূজা দিয়া দুই একদিন অবস্থান করিয়া স্বগ্রামে ফিরিয়া আসেন। যাইবার সময় সাধনের উপর শান্তির রক্ষণা-বেক্ষণের ভার দিয়া প্রস্থান করিলেন। সাধন মনের উল্লাসে গ্রামময় বিচরণ করিয়া বিপন্ন রোগীর সেবায়, দুঃখীর দুঃখ দূরীকরণে, আতুরের সাহায্যে আপনাকে নিয়োজিত করিল।

সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহার বাহিরের কাজ; কেবল একবার মধ্যাহ্নে বাড়ী আসিয়া চারিটী খাইয়া যায়। খাইবার পূর্ব্বে একবার শান্তির তত্ত্বাবধান করে। পরে সন্ধ্যাকালে বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া স্নান আহ্নিক সমাপনান্তে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া, পাঠাধ্যায়ণে রত থাকে। দশটার পর আহারাদি করিয়া শান্তির সঙ্গে সাংসারিক আবশ্যকীয় কথাবার্ত্তার পর আপনার কক্ষে প্রস্থান করে। এই তাহার নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য। কিন্তু যখন সে অন্য সময়ে বাড়ীতে থাকে, তখন সে এটা দাও, ওটা দাও, এটা কোথা, ওটা কোথা প্রভৃতি বিবিধ বায়না করিয়া শান্তিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। শান্তি তাহাতে বিরক্ত না হইয়া, তাহার মনোমত কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। সাধন তাহাতে বড়ই প্রীত। ত্রয়োদশীর দিন সাধন প্রত্যুষে উঠিয়া বাহির হইতেছিল, শান্তি আসিয়া তাহাকে বলিল যে, আজ যেন মধ্যাহ্নে খাইতে আসিয়া সে কোথাও না যায়, দু'জনে পরামর্শ করিয়া লক্ষ্মী পূজার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। সাধন প্রত্যুত্তরে বলে

যে, সে ওসব কাজে কোন পরামর্শ দিতে পারিবে না, যা ভাল হয় শান্তি যেন তাহাই করে। তার আদৌ সময় নাই। তাহার কথা শুনিয়া শান্তি কহিল, "তোমার এমন কি কাজ যে একদণ্ড বাড়ী থাকিতে পার না? আসুক আগে মা, আমি সব বলে দেব।"

সাধন কহিল, "বেশ, আমার কি কাজ তার যদি কৈফিয়ত দিই তাহলে ত মাকে বলে দেবে না?"

"কি বলবার আছে বল?"

"শোন! সকালে উঠে গ্রামের উপান্তে যে সকল গরীব নাওয়ান প্রজা আছে, তাদের সেখানে গিয়ে রোগী দেখি, পথ্যের বন্দোবস্ত করি, বিপন্নকে সাহায্য করি, আতুরের সেবা করি, নিরন্নের অন্নের সংস্থান করে দিই, এই সব কাজ করতে আমার সারা দিনটা কেটে যায়, বাড়ীতে থাকি কি করে বল?"

"এ খুব ভাল কাজ! আহা, তারা গরীব, আমরা যদি গরীব প্রজাদের না দেখি, তা হলে কে দেখবে বল? তুমি যাও, এ কাজে বাধা দিলে পাপ হবে। সন্ধ্যাবেলা যখন ফিরে আসবে, সেই সময় আমরা পরামর্শ করে ফেলবো, তুমি যাও।"

"আমি তাহলে চল্লুম, হাঁ, একটা কথা আছে।"

"কি, বল?"

"আমায় গোটাকতক টাকা দিতে পার? আমার যা ছিল সব খরচ হয়ে গেছে। আমি গদা থেকে চেয়ে নিতে পারবো না। কখনও কারও কাছে নিইনি, আমি চাইলে কেউ না বলতে পারবে না, তবুও আমি ওদের কাছ থেকে চাইতে পারবো না।"

"আমার কাছে তবে চাইছ কি করে?"

"তোমার কাছে চাইতে আমার লজ্জা নাই। ভাই বোনের কাছ

থেকে চাইবে না ত' কার কাছে চাইতে যাবে—যখন মা এখানে নেই ? থাকে ত দাওনা।"

"ক'টাকার দরকার ?"

"গোটা পঁচিশ হলে আপাততঃ দু'চার দিন চলবে, তার মধ্যে মা এসে পড়বে।"

"তোমার কত চাই মোটের উপর ?"

"শত খানেক হলে আর ভাবতে হবে না।"

"দাঁড়াও, দিচ্ছি।"

শান্তি দেরাজ খুলিয়া ১০০৲ টাকা সাধনের হাতে দিয়া বলিল, "যাবার সময় পীতুদাকে একবার ভিতরে পাঠিয়ে দিও, পুরুত কাকার কাছে তাকে ফর্দ্দ আনতে পাঠাব।"

"আমি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে, পুরুত কাকার বাড়ী হয়ে আমার কাজে যাব, সে একেবারে ফর্দ্দ নিয়ে আসবে।"

"সেই ভাল।"

সাধন চলিয়া গেল, শান্তি গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হইল। মধ্যাহ্নে সাধন আহার করিতে আসিয়া আর বাহির হইল না, পরিচারিকাকে ডাকিয়া বলিয়া দিল যে, সে আর বাহির হইবে না; শান্তি আহারাদি করিয়া যেন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। আহার শেষ করিয়া শান্তি সাধনের কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "আজ যে বেরুলে না ?"

"না, ও বেলার কাজ সব সেরে এসেছি। এখন কি পরামর্শ করবে বল।"

"সে তখন রাত্রে হবে—এখনও ফর্দ্দ পাইনি।"

"তবে এখন দু'জনে গল্প করা যাক, কেমন ?"

"সেই ভাল।" শান্তি একখানি আরাম কেদারায় শুইয়া পড়িল।

"বল গল্প।"

"এক ছিল কুমীর—"

"তোমার কুমীরের গল্প শুনতে হবে না কি?"

"তবে রাজপুত্রের বলবো?"

"সতীদার কথা বল। কাল রাত্রে শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেম, হাঁ, সতীদার বৌয়ের ছোট বোনের নাম কি বলেছিলে, জ্যোতি, না?"

"না, জয়ন্তী।"

"সে দেখতে কেমন?"

"বেশ।"

"বয়স কত?"

"তোমার চেয়ে বছর খানেক বড়।"

"তার বিয়ে হয়েছে?"

"না।"

"তাকে বিয়ে করে ফেল না? বেশ একটি বৌদি হবে, দুজনে খেলা করবো।"

সাধন শান্তির নিকট যদুনাথ বাবুর বাটীর সমুদায় কথাই বলিয়াছিল, কোন কথাই গোপন করে নাই, কেবল নিজের কথা,—এই জয়ন্তীকে যে সে ভালবাসে, তাহা প্রকাশ করে নাই। শান্তি সাধনের সমস্ত কথা শুনিয়া, বিশেষতঃ জয়ন্তীর সুখ্যাতি সাধন যে ভাবে করিয়াছিল, তাহা বিশেষ করিয়া বুঝিয়া স্থির করিয়াছিল যে, সে তাহাকে বড়ই ভালবাসে। নানা উপায়ে সাধনের নিকট হইতে সেই কথা বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই। তাই আজ নিজেই ঐ বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়াছিল।

সাধন শান্তির প্রশ্নের উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

শান্তি মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। তাহার হাসি দেখিয়া সাধন বলিল, "হাসছো যে?"

"ধরে ফেলেছি ত? জয়ন্তী দেবীকে মন-মন পছন্দ হয়েছে ত?"

"যাঃ?"

"আর লুকোলে চলছে না। মুখখানা রাঙা হয়ে উঠেছে, চোখ দু'টো আহ্লাদে জ্বল জ্বল করছে, ওঃ, চোখ বোজান হচ্ছে? নাও চোখ বুঁজিয়ে একবার জয়ন্তী দেবীর চেহারাখানা ভেবে নাও।"

"চাইলেও দোষ, না চাইলেও দোষ।"

"দোষ আবার কি? আইবুড়ো মেয়ে, সুন্দরী, ভাব হয়ে গেছে, স্বঘর, বিয়ে করে ফেল? মা আসুক, আমি মাকে সব বলবো।"

"কে বললে যে আমি তাকে বিয়ে করবো?"

"মশায়ের চোখ দুটী বলছে।"

"কখ্‌খন না।"

"ও কথা ত শুনবো না। নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি, বিয়ের নামে মশায়ের চোখ দু'টী ঐ যে নাচছে।"

"তুমি মাকে মিছে কথা বলবে!"

"সত্যি কথা বলবো।"

"কি বলবে?"

"বলবো যে, মা, তোমার ছেলেটীর বিয়ে দাও, মেয়ে পাওয়া গেছে, ছেলের সেটী পছন্দ হয়েছে।"

"লক্ষ্মিটি, ব'লো না, তোমার দুটী হাতে ধরছি।"

"তবে সত্য কথা বল?"

"কি বলব?"

"তাকে বিয়ে করতে তোমার ইচ্ছা আছে কি না?"

"আছে।"

"তাহ'লে বিয়েটা খুব দরকারী, মাকে বলতেই হবে।"

"তোমায় বিশ্বাস করে বল্লেম, আর তুমি মাকে বলে দেবে?"

"না বল্লে কি করে বিয়ে হবে? তবে কি মাকে না জানিয়ে বিয়ে কর্ব্বে?"

"তা কি হয়?"

"তবে ত মাকে বলতেই হবে?"

"না, তুমি বলো না, আমি তাদের দিয়ে কথা পাড়বো।"

"বেশ, তা হ'লে মাকে আমি কিছু বলবো না।"

এমন সময়ে পীতাম্বর ফর্দ্দ লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিলে, তাহাদের কথোপকথনে বাধা পড়িল। পীতাম্বর শান্তিকে ফর্দ্দ দিয়া সাধনের হাতে একখানি পত্র দিল। শান্তি ফর্দ্দ দেখিতে লাগিল, সাধন পত্র পাঠ করিতে লাগিল। পত্র পাঠ হইলে শান্তি জিজ্ঞাসা করিল, "কে চিঠি দিয়েছে?"

"পড়ে দেখ।"

শান্তি পড়িতে লাগিল, সাধন পীতাম্বরকে কহিল যে, বৈকালে একখানি পত্র ডাকঘরে ফেলে দিয়ে আসতে হবে, ঘণ্টা খানেক পরে এসে সে যেন পত্রখানি নিয়ে যায়। পীতাম্বর সম্মতি জানাইয়া প্রস্থান করিল।

শান্তি পত্র পড়িতেছে আর হাসিতেছে। সাধন লজ্জিত হইয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া নীরবে পড়িয়া রহিল। পত্র পাঠান্তে শান্তি সাধনের দিকে তাকাইয়া হাসিয়া কহিল, "ওঃ, লজ্জায় মুখ ঢাকা হচ্ছে বাবুর। যাক, এখন চিঠিখানা পড়ে আমার একটা বেশ ধারণা জন্মেছে। সেটা কি তা জিজ্ঞাসা ক'রো না; আর জিজ্ঞাসা করলেও আমি বলবো না। তবে বিয়ের আগে আমি একবার তোমার জয়ন্তী দেবীকে দেখতে চাই। আর জানতে চাই যে, তিনি আমার বৌদি' হবার উপযুক্ত কি না। তুমি তাকে ভালবাসতে পার সে তোমাকে ভালবাসতেও

পারে, শুধু এই ভালবাসাবাসিতেই বিয়ে হতে পারে না। যার সঙ্গে আজীবন সম্বন্ধ, তার সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানতে হবে। বড্ড জ্যেঠামো হচ্ছে, না? তা কি করবো বল। আমি এই ক' মাসের মধ্যেই নানা-রকম বই পড়ে আর মার কাছে এই সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনে অনেক শিখে ফেলেছি। তার প্রমাণ আমি দিতে পারি, যদি তুমি সত্যি কথা বল।"

"জিজ্ঞাসা কর?"

"চিঠিখানি পড়ে এই বুঝলেম যে, তোমাদের শেষ সাক্ষাতে অর্থাৎ কিনা, যখন তুমি বাড়ী এস, তখন তার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেই সাক্ষাতে মহাশয় উপেক্ষিত হয়ে ক্ষুণ্ণ মনে তাঁদের বাড়ী ত্যাগ করে চলে এসেছ। সত্য কি না বল?"

"হাঁ।"

"এখন বুঝলে যে, আমি কতটা বিচক্ষণ হ'য়েছি?"

"তা ঠিক!"

"বেশ, তুমি পত্রের উত্তর দাও।"

"তা দিচ্ছি, উত্তর যা লিখবো, তা তোমায় শোনাব।"

"না, তা আমি শুনতে চাই না।"

"কেন?"

"সেটা উচিত হয় না। তবে তোমাকে বলা আমার দরকার যে, যে এমন ক'রে পত্র লেখে, তার কাছে নিজের হীনতা অর্থাৎ কিনা, নিজে ছোট হ'য়ে যাওয়া স্বীকার করা উচিত নয়। তুমি নিজস্ব বজায় রেখে চল এ ছাড়া আমার বলবার কিছুই নাই। তুমি উত্তর লেখ, আমি অন্য কাষ সারিগে, রাত্রে আবার আলোচনা করা যাবে।"

শান্তি হাসিতে হাসিতে উঠিয়া গেল। সাধন শান্তির গরীয়সী গতির দিকে অপলক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মনে মনে কহিল এমন না হ'লে,

মা আমার ওকে কন্যার আসনে বসিয়ে রাখতে পারেন না, এত আদরের এত স্নেহের পাত্রী হ'য়ে এ সংসারে বিরাজ করছে? ধন্য ভগবান—ধন্য তোমার অপার করুণা! এমন মহীয়সী দেবী প্রতিমাকে আমাদের সংসারে অধিষ্ঠিত ক'রে দিয়েছ! দেব! তোমার চরণে আমার কোটী কোটী প্রণিপাত।

১২

কৃষ্ণ-চতুর্থী! রাত্রি আট ঘটিকা। হেমন্তের ক্ষয়মানা চন্দ্রমা পূর্ব্ব গগণে উদীয়মানা। শুক্লা-কৌমুদি দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া জড় প্রকৃতিকে হাস্যময়ী করিয়াছে। শান্তি উৎফুল্ল মানসে ছাদের উপর বসিয়া অনিমেষ লোচনে শশধরের দিকে চাহিয়া আছে। সাধন উপরে আসিয়া শান্তিকে তদবস্থায় দেখিয়া ধীরে ধীরে পশ্চাতে আসিয়া তাহার পার্শ্বে শয়ন করিল। শান্তি তাহার আগমন উপলব্ধি করিতে পারিল না। পাঁচ মিনিট কাল এই ভাবে অতিবাহিত হইল। সাধন আর স্থির থাকিতে পারিল না। শান্তির অাঁচল ধরিয়া একটা টান দিল। শান্তি চমকিত হইয়া পশ্চাতে চাহিলে দেখিতে পাইল যে, সাধন বিপরীত মুখে শুইয়া আছে। শান্তি ফিরিয়া বসিল, ডাকিল না—কোন কথা কহিল না। সাধন ধীরে ধীরে মুখ ফিরাইতেই, শান্তি কহিল, "আবার আজ পড়া ছেড়ে চলে এলে?"

সাধন উত্তর দিল, "যে কটা দিন এখানে থাকবো, সন্ধ্যাবেলা আর পড়বো না। তু'জনে ব'সে গল্প গুজবে কাটিয়ে দেবো।"

সাধনের কথা শুনিয়া শান্তি কহিল, "সেটা কি ভাল? পরীক্ষা নিকটে।"

"ব'য়ে গেল। কলকাতায় গিয়ে তখন ভাল ক'রে পড়া যাবে। মনে করোনা যে, এতে আমার কোন ক্ষতি হবে। বরং মনে একটা প্রফুল্লতা জাগবে। তোমার সাহচর্য্যে আমি আমার মনে একটা স্বচ্ছন্দতা অনুভব করছি। আমায় বাধা দিওনা শান্তি।"

"আমার নাম ধরলে যে?"

"আর ত তোমায় পর ভাবতে পারছি না—শান্তি।"

"ওটা মুখের কথা।"

"অন্তরের কথা। এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি শান্তি, তুমি আমার।"

"তোমার কি?"

"আমার স্নেহময়ী ভগিনী।"

"না, এখনও আমায় পর ভাবছো!"

"না বোন, তুই আমার কনিষ্ঠ সহোদরা।"

"সত্য আমি তোমার কনিষ্ঠা, আর তুমি আমার দাদা। যতক্ষণ তুমি আমাকে তুমি বলেছ, ততক্ষণ যে তোমাকে আপনার ভাবতে পারিনি দাদা। দাদা, দাদা, আমি মা হারিয়ে মা পেয়েছি, কিন্তু ভাই যে কেমন তা আমি জানতেই না। প্রাণে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা অহর্নিশি জাগতো। সেটা ভাইএর প্রতি ভগ্নীর স্নেহ। যেদিন তোমায় প্রথমে দেখি, সেইদিন হৃদয় নিংড়ে সমস্ত স্নেহটা ঢেলে দিতে ইচ্ছে হ'য়েছিল। কিন্তু বাধা পেলে তোমার এই 'তুমি' সম্বোধনে। দাদা, আজ তুমি আমার সে বাধা দূর ক'রে দিয়েছ। আমার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয়েছে। আমি ভাই পেয়েছি, আমার দাদা পেয়েছি। দাদা আমার! এই বলিয়া শান্তি শায়িত সাধনের পদতলে মস্তক নমিত করিয়া পদধুলি লইলে সাধন চকিতে উঠিয়া দুই হস্তে শান্তির

মস্তক বক্ষের উপর রাখিয়া শিরচুম্বন করিয়া আশীষ বর্ষণ করিল। অদূরে জমিদার বাটীর গৃহ-বিগ্রহ জয়কালীর মন্দিরে শীতল আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। কাহারও মুখে কথা নাই। উভয়ে বিমল আনন্দে আনন্দিত হইয়া সেই মঙ্গল আরতির মঙ্গল বাদ্য শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া রহিল। আরতি শেষ হইলে উভয়েই জয়মাল্য দেবীর উদ্দেশে প্রণাম পূর্ব্বক ভ্রাতা ভগ্নীর মধুর সম্পর্ক স্থায়ী করিয়া লইল; বিধাতা পুরুষ তাহাদের অলক্ষ্যে একটু হাসিলেন মাত্র।

সাধন কহিল, "আজ চতুর্থী হল, মা ত' এল না?"

শান্তি উত্তর করিল, "মা ত' ফিবার যায়, কতদিন থাকে?"

"প্রতিবারে প্রতিপদ নয় দ্বিতীয়াতে এসে থাকে। আচ্ছা শান্তি, মার ত অসুখ-টসুখ করেনি!"

"না তা হ'লে খবর আসতো।"

রাজলক্ষ্মী দেবী পূর্ণিমায় বৈদ্যনাথ দেবের পূজা দিয়া দ্বিতীয়ার দিবসে প্রত্যাগত হন। এবার তিনি স্বেচ্ছায় বিলম্ব করিতেছেন। তাঁর মনের বাসনা এই যে, শান্তি ও সাধনের মধ্যে এই অবসরে অবাধ মেলামেশা হইয়া যাইবে, তাহাতে কিশোর কিশোরী পরস্পরের উপর আসক্ত হইয়া পড়িবে ও এই আসক্তির ফলে তাহার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে, তাহা হইলেই অনায়াসে উভয়কে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিতে পারিবেন; ইহাই তাহার বিলম্বের হেতু। কিন্তু শান্তিও সাধন এই অবসরে আপনাদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক জাগাইয়া তুলিয়াছে। সহোদর সহোদরার বিমল স্নেহের উচ্ছ্বাসে উভয়ে ভাসিয়া চলিয়াছে। তাহারা অনাবিল সুখের প্রেরণায় ভরপূর। উভয়ের কথোপকথনে রাত্রি প্রায় ৯টা বাজিলে, পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল যে আহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছে।

উভয়ে উত্তর দিল যে, তাহারা এখন খাইবে না। তাহাদের খাবার যথাস্থানে রাখিয়া সকলে যেন আহারাদি সারিয়া লয়।

পরিচারিকা চলিয়া গেলে শান্তি ও সাধন পুনরায় কথোপকথনে নিযুক্ত হইল।

"তুমি কবে যাবে দাদা ?"

"জগদ্ধাত্রী পূজার পর।"

"আবার আসবে কবে ?"

বড়দিনের ছুটীতে।"

"বড্ড দেরী হবে যে, তোমায় ফি শনিবার আসতে হবে, আমি, মাকে বলে ঠিক করবো। তুমি না থাকলে আমার বড্ড একা একা ঠেকবে।"

"এত দিন ত ঠেকেনি ?"

"জন্মাবধি কাউকেও সঙ্গী পাইনি—মা আর মা। সে মায়ের আদরে ডুবে ছিলেম, আর এ মায়ের যত্নে আদরে নিজের স্বত্বা জানতে পারিনি। মা জয়কালীর প্রসাদে সঙ্গী পেয়েছি, ভাই পেয়েছি, দাদা পেয়েছি, এখন তোমার কাছে না থাকতে পেলে যে দাদা আমার খুব একলা বোধ হবে।"

"যাতে দোকলা হ'স, মাকে বলে তার শীগ্‌গির বন্দোবস্ত করছি।"

"তুমি করবে কি, এই ত দোকলা হ'য়েছি। তবে চলে গেলে যে আমি একলা হ'য়ে যাব।"

"না গো না, তোমায় দোকলা করে দিয়ে তবে আমার কাজ। এমন একটী ভগ্নীপতি করবো যে, সে শালাকে আর ছেড়ে যেতে হবে না। চিরকালটা দোকলা হয়ে থাকবি।"

"যাও যাও, তোমার খালি ঐ চিন্তা। নিজের জোট পাকাবার সাধ কিনা ? হাঁ, দাদা! জয়ন্তীদেবী তোমায় খুব ভালবাসে, না ?"

"তাকে ভাল বুঝতে পারছিনা।"

"তুমি খুব ভালবাস ?"

"বাসি।"

"সে কি কখনও কোন রকমে প্রকাশ করেনি যে তোমায় ভালবাসে।"

"বল্লুম ত, তাকে বুঝতে পারছি না। এই কথা হচ্ছে, অমনি মুখখানি ভার হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে অভিমান! শান্তি, তাকে আমি বোধ হয় ভুল বুঝেছি।"

"দাদা! আমার সঙ্গে একবার তার দেখা করিয়ে দিতে পার ?"

"কি করে হবে ?"

"যেমন করে হোক আমার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিও। সে আমার চেয়ে ত এক বছরের বড়। তুমি তাকে বুঝতে পারলে না! আশ্চর্য্য! বুঝতে পেরেছি আমি। তুমি নিজেকে ভুলে তাকে ভালবেসেছ। তাকে বুঝতে চেষ্টা করনি, তারই চিন্তায় আত্মহারা হ'য়ে আছ।"

"সত্যই তাই, তার দোষ গুণ আমার চোখে পড়ে না। সে ঠোক্কর না দিয়ে কথা কয় না। আমি দূরে সরে যেতে চেষ্টা করি, কিন্তু কি বলবো বোন, কি একটা মোহের আকর্ষণে আমি আবার তার কাছে দৌড়ে যাই। মনে ভাবি এক, হয়ে যায় আর।"

"এক কাজ করো দাদা! এবারে কলকাতায় গিয়ে কথার কথায় আমার কথা ব'লো। আর আমরা ভাই বোনে যে তার বিষয় আলোচনা করি, তাও জানিয়ে দিও।"

"আচ্ছা।"

"আমি তোমায় চিঠিতে জানাব যে, আমি তাকে দেখবার জন্য বড় উৎসুক। তুমি সেই চিঠিখানি তাকে দেখিও। তারপর মাকে নিয়ে আমি একদিন কালীঘাটে যাব; তুমিও ওদের নিয়ে কালীঘাট যাবার বন্দোবস্ত করবে, তাহ'লে সেখানে সকলকার সঙ্গে দেখা হবে, মার সঙ্গে ওদের বাড়ীর সকলের আলাপ হয়ে যাবে, সতীদার বৌ ও জয়ন্তীর সঙ্গে আমারও আলাপ হয়ে যাবে।"

"এ মতলব খুব ভাল, কিন্তু এখন ত হবেনা, পরীক্ষা কাছে। পরীক্ষা হয়ে গেলে বন্দোবস্ত করবো।"

"বেশ, তাই ক'রো।" এমন সময়ে পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল যে, মা এই মাত্র আসিয়া পৌছিয়াছেন। শান্তি ও সাধন মহোল্লাসে সাক্ষাৎ করিতে প্রস্থান করিল।

১৩

বাদুড় বাগানে যদুনাথবাবুর বাড়ীতে মহা আড়ম্বরে শারদীয়া মহাপূজা সম্পন্ন হইবার পর আত্মীয় স্বজন প্রস্থান করিলে একদিন আহারাদির পর যদুনাথবাবু অন্দরের প্রকোষ্ঠে বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতেছেন; এমন সময়ে তাঁহার পত্নী জগত্তারিণী দেবী পান দোক্তা খাইতে খাইতে তথায় আসিয়া, কর্ত্তাকে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তামাকু সেবনে রত দেখিয়া কহিলেন, "ঘুমালে গা?"

"না।"

"বলি কি, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা আসছে, আজ ত্রয়োদশী, সতীন্দ্র বাবাজী ত আজও এল না। ফিবারে দ্বাদশীর দিন বৈকালে আসে।

আমার বোধ হয় আর আসবে না। একখানা চিঠি লিখে দাওনা, হাজার হোক্ জামাই ত।"

"হুঁ।"

"হুঁ বলে চুপ করলে কেন? কি হবে, চিঠি লিখবে?"

"না।"

"এটা কি ভাল কাজ হচ্ছে?"

"ব্যাটার এত বড় আস্পর্দ্ধা! রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে জামাই করলেম, লেখাপড়া শেখালেম, মানুষের মত করে তুললেম, এখন ব্যাটা সাপের পাঁচ পা দেখেছে। আমায় কি না হুম্‌কি দেয়? আমার বাড়ীতে সে ব্যাটাকে ঢুকতে দেব না।"

"মেয়েটাব মুখের দিকে চেয়ে দেখেছ?"

"তার আবার কি হোল?"

"মনের কষ্ট। স্বামীর প্রতি হতাদর, তাচ্ছল্য কোন স্ত্রী দেখতে পারে? সে যতই দুঃখী হোক্, স্বামী তার দেবতা।"

"কি সব বাজে কথা কইছো গিন্নী! মেয়ে আমার সে রকম নয়, তার মর্য্যাদা জ্ঞান আছে। সে অমন স্বামীর মুখ দর্শন করতে চায় না।"

"ভুল ধারণা তোমার! মীরা দিনদিন কি হ'য়ে যাচ্ছে দেখেছ?"

এই পূজার খাটুনিতে ঐ রকম রোগা হ'য়ে গেছে। একবার চেঞ্জে গেলে সুধরে যাবে।"

"না গো না, তা নয়; মেয়ে গুমরে গুমরে শরীর পাত করছে। জামাইকে নিয়ে এস, তবে মেয়ে যদি সুধরে ওঠে!"

"কি বাজে কথা ক'য়ে বিরক্ত করতে এসেছ। অন্য কাজ না থাকে, ওখানে পড়ে একটু ঘুমাও, নয় উঠে যাও, বিরক্ত ক'রনা আমায়।"

"চিঠি লিখবে না ত'? জামাইকে আনাবে না?"

"না না না।"

"আমি তাকে আনতে লোক পাঠাব।"

"অপমান হবে গিন্নী! তোমার জামাই নেই। আমার মেয়ে বিধবা।"

"বালাই! ষাট! কি সব অলক্ষুণে কথা তোমার। না আনতে পাঠাও নাই পাঠাবে।"

"পথে এস! মেয়েটাকে বল, যে তার বাপকে অপমান করতে পারে, তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখা উচিত নয়। আমার বুদ্ধিমতী মেয়ে সেটা বুঝতে পারবে। বাপ মা, যাদের অপেক্ষা বড় কেউ নাই, তাদের যে অপমান করে, তাকে আত্মীয় ব'লে কি মেয়ে গ্রহণ করতে পারে?"

"ভুল বুঝেছ তুমি। স্বামীর কাছে মা বাপ কেউ নয়। স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র গুরু, ইহকালের আশ্রয়, পরকালের স্বর্গ। মেয়ে,—যতদিন বিয়ে হয়নি ততদিন সে তোমার আমার, বিয়ে হ'লেই সে স্বামীর। মেয়ে দিয়ে পরকে আপন ক'রে নিতে হয়। তোমায় কি বুঝাব বল, সবই ত জান, কেবল অহঙ্কারে সব ভুলে আছ!"

"গিন্নী, পর কখনও আপনার হয় না।"

"ক'রে নিতে জানলে সবই হয়। মেয়ে দিয়ে ছেলে পাওয়া। ঐ মীরার ছেলে হ'লে দৌত্তুর সন্তানই শ্রাদ্ধের অধিকারী।"

"টোলে যাও গিন্নী—টোলে যাও, বিধান-টিধান দাওগে। পর যে সে পরই থাকে, আপনার হয় না। মেয়ের সঙ্গে জামাইএর সম্পর্ক, যতদিন মেয়ে বেঁচে থাকে। যদি মেয়ের পেটের একটা আধটা থাকে, তবে সম্পর্কটা রাখে, আর যদি না থাকে, ঐ মেয়ের সঙ্গে

সঙ্গেই ঘুচিয়ে দেয়। বার চোদ্দ আনা ভাগ তাই; দু'চার আনা রাখলেও রাখতে পারে।"

"কি যে বল তার ঠিক নেই।"

"চোখের ওপোর দেখছো, আর বুঝতে পারছো না? ও বাড়ীর দিদির মেয়েটা মরে গেল, চার মাস যেতে না যেতে জামাইটা গোরার বাদ্যি বাজিয়ে ফের বিয়ে করতে গেল।"

"ছেলে মানুষ, বৌ মরে গেল, বিয়ে ক'রবে না?"

"আহা, কে বারণ করছে, কর না বাবা। বছরটা ঘুরতে দে! যাকে অগ্নি সাক্ষী ক'রে গ্রহণ কল্লি; যার সন্তান হ'লে—এই তোমার কথায় বলি—তোর পিতৃ-পুরুষ একটু জল পাবে, তোমার হিন্দু-শাস্ত্র মতে তাকে ঘরে এনে কত আদর, কত সোহাগ, কত যত্ন করা হ'ল—তাকে চোখের আড়াল করা হয় না, পলকে প্রলয় জ্ঞান হয়; সেই আদরের পিয়ারী যদি অকালে কালের গ্রাসে পড়লো ত তখন কত ব্যথা, কত বিলাপ, কত বেদনা প্রকাশ করতে লাগলেন। বিচ্ছেদে যেন আপনাকে ভুলে গেলেন, কেউ বা আত্মহত্যাই করতে চল্লেন, কেউ বা মৃতের স্মৃতি মন্দির গড়তে চল্লেন, কেউ বা শ্লোক-গাথা লিখলেন, কেউ বা হা হুতাশে দিন রাত পদ্য লিখতে লাগলেন, এই রকম কত ভাব ভঙ্গিমা। তারপর একদিন, এক হপ্তা, এক মাস, ব্যস! সব দূর হ'য়ে গেল। দু'টা মাস গেল পুনরায় বিয়ের কথা উঠলো। তখন না না, আর কি বিয়ে করে, বিয়ে একবারই হয়, দ্বিতীয়বার বিয়ে সেটা ত নিকে, ইত্যাদি কত রকম। তিনটে মাস কাটলো, চার মাসে দেখা গেল, চেলি পরে, টোপর মাথায় দিয়ে, কেউ বা রাজ বেশে, বাদ্যি করে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে জোর হাসতে হাসতে চলেছেন কি করতে? কোথায় গেল তখন

'শুষ্ক মুকুল' 'ঝরাফুল, 'প্রাণের টান', 'সে গেল সখি বিহনে' ইত্যাদি কবিতা? কি বল না? গিন্নী. ওসব কিছুই নয়, কেবল চোখের নেশা, প্রবৃত্তির তাড়না।"

"তোমার যেমন কথা! ছেলে মানুষ, বৌ মরে গেল, বিয়ে দেবে না?"

"তা কে বারণ করেছে? বছরটা ঘুরতে দাও, তারপর বিয়ে করুক না। ছেলেদের পক্ষ হ'য়ে ত খুব সাপট করলে। এই যে সব মেয়েদের অল্প বয়সে স্বামী মরে যায়, তাদের এক একটা বিয়ে দিয়ে দাও?"

"ও মা, বিধবার আবার বিয়ে কিগো? তোমার যত বয়স বাড়ছে মতিগতি সব বদলে যাচ্ছে। না বাপু, আর ওসব কথায় দরকার নেই। মেয়েটার একটা হিল্লে কর। শেষে কি সতীন ঘর করতে হবে?"

"হ্যা, ঐ হতচ্ছাড়াকে মেয়ে দেবে! সে ভয় নেই গিন্নী, সে ভয় নেই। আচ্ছা, আমি একবার মীরাকে ডেকে তার মনের ভাব বুঝি, তারপর যা কর্ত্তব্য তা করব এখন।"

"বেশ এ মন্দের ভাল। আর একটা কথা, জয়ন্তী ত পনের পার হ'য়ে ষোলয় পড়লো। ওর ব্যবস্থা কি করছো?"

"এক রকম ঠিক করেছি, এখন পাত্র পক্ষের মত হলেই হয়। এই মাঘ মাস নাগাদ যা হয় একটা করে ফেলবো।"

"পাত্রটী দেখেছ? কেমন?"

"বেশ ছেলে। জমীদারের এক ছেলে।"

"হাঁ গা! সাধনরা ত আমাদের পালটী ঘর। ওর সঙ্গে হ'তে পারে না? দুটীতে বেশ ভাব হয়েছে। ওদের বাড়ীতে কথা পেড়ে দেখলে হয় না?"

"আমিও তাই ভেবেছি। এখন জয়ন্তীর মনের ভাবটা বৌমাদের দিয়ে জান দিকিনি! মীরাকেও ব'লো, পাকে প্রকারে সাধনের ভাবটা জেনে নিতে।"

"আমি যত দূর জানি, মীরা ও বৌমারা উভয়ের সম্বন্ধে বলা বলি করছিল—তাতে বুঝেছি যে, উভয়ে উভয়কে ভালবাসে। যাই হোক আমি সন্ধান নেব।"

"যাও এখন, পথ দেখ, একটু ঘুমোই। বাজে কথায় মাথাটা ধরে গেল।"

"আমি তোমার আপদ, দূর হলেই বাঁচ।" কর্ত্তা হাসিয়া কহিলেন, "সে কথা আর বলতে, তোমার জন্যই ত এ সব ঝঞ্ঝাট।"

"তা ত বলবেই এখন। দোষ দু'জনারই।" অধর কোণে ঈষৎ হাসি ফুটাইয়া গিন্নী প্রস্থান করিল। কর্ত্তা নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

১৪

রাজলক্ষ্মীদেবী ৺ বৈদ্যনাথ ধাম হইতে ফিরিয়া আসিলে বাড়ীর প্রতিপাল্য রমণীগণ, পল্লীর বিশিষ্ট বান্ধবীগণ সমাগত হইয়া শান্তির গৃহিণীপনা, অমায়িকতা, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিনে বিধি ব্যবস্থা, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে—কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলকে আদর আপ্যায়ন ও পরিবেশনাদি কার্য্য কলাপের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। রাজলক্ষ্মীদেবীর অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। একজন বর্ষিয়সী স্ত্রীলোক কহিলেন, "সাধনের মা, মেয়েটীর বিয়ে দাও এইবার।"

রাজলক্ষ্মীদেবী কহিলেন, "এ বছর আর হ'য়ে উঠলো না ; বৈদ্যনাথ ধামের এক জ্যোতিষি গণনা করে বলেছেন যে, আর একটা বৎসর অপেক্ষা করতে।"

"কোন গোলমাল আছে কি ?"

"এমন কিছু নয়, তবে দুই একটা কুগ্রহের দৃষ্টি আছে তাইতে যদি কোন একটা বিঘ্ন হয়। আসছে বছরে আশ্বিন মাসে এ প্রকোপটা কেটে যাবে। তারপরে হয় অগ্রাণ না হয় মাঘ মাসে বিয়ে দেবো।"

"হ্যাঁ গা, একটা কথা বলবো ?"

"বল না দিদি ?"

"বলি ও ত তোমার সইয়ের মেয়ে! তোমার ছেলের সঙ্গে দাওনা কেন ? বেশ মানাবে। আর দু'টীতে ভাবও বেশ। এই তুমি ছিলেনা ভাই, দু'জনে মিলে লক্ষ্মীপূজায় কি কাজ না করলে! সাধনের মা, তাই দাও। যেমন ছেলে তেমনি মেয়ে ভাই! এ রকম বৌ কিন্তু পাবেনা।" কথা শেষ হইতেই শান্তি 'মা মা' বলিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাজলক্ষ্মীদেবী কহিলেন, "কি মা, কি দরকার বল্ না, থমকে দাঁড়ালি কেন ?"

"মা, পরশু ভাই-ফোঁটা করবো।"

"আচ্ছা, করিস!"—একটু ঢোক গিলিয়া কহিলেন।

"সতীদাকেও নিমন্ত্রণ করে পাঠাতে হবে।"

"সে তার বোনের বাড়ী যাবে না ?"

"সেখানে সকালে যাবে, এখানে রাত্রিতে।"

"তা যা হয় হবে!"

"আমি পিতুদাকে চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিই।"

"দিগে যা। সাধন কোথায়?"

"পড়বার ঘরে। সেই ত পাঁজি দেখে বললে যে, পরশু ভাই-ফোঁটা। আমি যাই মা!" শান্তি চলিয়া গেল।

বর্ষিয়সী স্ত্রীলোক, যিনি বিবাহের কথা কহিতেছিলেন, তিনি রাজলক্ষ্মীদেবীকে কহিলেন, "না দিদি, এদের বিয়ে হ'তে পারে না।"

"দেখলে ত?"

"তবে সাধনের একটা বিয়ে দাও, ঐ রকম একটী বৌ আনো। মেয়েটী বিয়ে হ'লে চলে যাবে, তখন থাকবে কি করে।"

"হাঁ, একটা বিয়ে দিতে হবে।"

"আমরা ভাই তবে আজ উঠি, তিনটে বেজে গেল।"

তাহারা সকলেই চলিয়া যাইলে, রাজলক্ষ্মীদেবী ভাবিতে লাগিলেন, "তাই ত, যে উদ্দেশ্যে কিশোর কিশোরীকে রেখে গেলেম, তা ত' সফল হ'লো না। কোথায় দু'জন দু'জনকে ভালবেসে পরস্পরের উপর আসক্ত হ'য়ে উঠবে, তা না হ'য়ে দু'জনে ভাই বোনের সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলে একটা বাঁধন দিতে চায়!"

তিনি এই প্রকার ভাবিতেছেন, এমন সময়ে শান্তি আসিয়া কহিল, "মা, আমি পীতুদাকে সতীদার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেম।"

"তা বেশ করেছিস্, এখন কাউকে দিয়ে পুরুত ঠাকুরকে ডাকতে পাঠাস্।"

"পুরুত কাকা আসবে ব'লে, আমি অনেকক্ষণ আগে লোক পাঠিয়েছি।"

কথা শেষ হইতে না হইতে পুরোহিত মহাশয় কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "মা, আমায় ডেকেছেন কেন?"

"ব'স ত ঠাকুর, পাঁজিখানা দেখ ত, ভাই-ফোঁটা কবে! শান্তি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উৎসব ক'রবে। আর তাতে যা যা দরকার একখানি ফর্দ্দ ক'রে দাও।"

"ফর্দ্দ ক'রে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, পরশু ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। তবে ফোঁটা নেই, কেবল উৎসবটাই হবে।"

শান্তি টপ্ করিয়া বলিল, "ফোঁটা নেই!"

রাজলক্ষ্মীদেবী কহিলেন, "মুসড়ে পড়লি যে, তাতে হ'য়েছে কি? ফোঁটা নাই দিলি, দাদাকে মালা-চন্দন দিয়ে, নূতন কাপড় চাদর পরিয়ে, খাইয়ে প্রণাম করবি। তাইতেই হোল, তারপর তখন আসছে বছরে ফোঁটা দিবি।"

"তবে আর কি মা, তাই হবে। মনটা বড় খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল। "পুরুত মশায়, আপনি গিয়ে ফর্দ্দটা পাঠিয়ে দিন।"

পুরুত মহাশয় চলিয়া গেলেন, শান্তি সাধনের উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

রাজলক্ষ্মীদেবী স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া শান্তি সাধনের দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিলেন।

শান্তির প্রেরিত পত্রবাহক সতীন্দ্রের বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিলে সতীন্দ্র তাহাকে আট্‌কাইয়া রাখিল, উদ্দেশ্য এক সঙ্গে যাইবে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিবস সতীন্দ্র প্রত্যুষে উঠিয়া দেখিল যে, তাহার মাতা গৃহকর্ম্ম সমাধা করিয়া স্নান করতঃ মালা জপ করিতেছেন। সতীন্দ্রকে সম্মুখে দেখিয়া তিনি কহিলেন, "কি রে সতী, সাধনদের বাড়ী যাবি কখন?"

"এই চান করেই যাব।"

"তবে দেরী করছিস্ কেন?"

"এই যে, তেল মেখে নেয়ে নিই।"

"ওই ওখানে তেলের বাটী আছে।"

সতীন্দ্র সেইখানে বসিয়া তৈল মর্দ্দনে নিযুক্ত হইল। মাতা কহিতে লাগিলেন, "কি বরাত ক'রে এসেছিনু বাবা, সুখের মুখ দেখতে পেলেম না। কার্ত্তিকের মত ছেলে, লক্ষ্মীর মত মেয়ে পেয়েছি, কত সাধ আহ্লাদ ক'রবো, তা নয়, বছরকার দিনে মন-মরা হয়ে থাকতে হয়। আজ ভাই-দ্বিতীয়ে, কোথায় বোনের বাড়ী যাবি, তা সেখান থেকে কোন তত্ত্বই নিলে না। এ কথা বললেই তারা বলবে প্রথা নাই। নিজের বোনের চাইতে পাতান বোন দেখছি ঢের ভাল।"

"খুকির দোষ দাও কেন মা? ওদের যদি প্রথা না থাকে তাহলে সে কি করবে? তার কোন দোষ নেই। এক পাতা খেতে দেওয়া আর একপ্রস্থ কাপড় দেওয়া, তাও বৎসরান্তে; তা কি লোকে আর দিতে পারে না! প্রথা নেই তাই করে না। এই যে গেল দু'বছর খুকি এখানে ছিল, ভাই ফোঁটা করে নি?"

"তুই যাই বল বাবা, আমার মনে অন্য রকম নেয়। আমরা গরীব, তাদের পয়সা আছে, তারা যা করবে সেইটাই চলবে।"

"নিক্ আর নাই নিক্ মা, ওসব ভেবোনা। কেন মনটাকে খারাপ করছো!"

"না, আর ভেবেই বা কি করবো! এখন ভালয় ভালয় যেতে পারি তবেই মঙ্গল।"

"যাই মা, চানটা সেরে নিই, তুমি তোমার মালা জপ কর। ভেবনা মা, ভেবনা।" সতীন্দ্র উঠিয়া গেল।

পরে স্নানাদি সমাপনান্তর বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া শান্তিদের বাড়ী হইতে আগত পরিচারকসহ সতীন্দ্র সাধনদের বাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করিল। বেলা এগার ঘটিকার সময় সতীন্দ্র সাধনদের আবাসে উপস্থিত হইলে পীতাম্বর সরাসরি তাহাকে সাধনের কক্ষে লইয়া গেল। সাধন মহোল্লাসে সতীন্দ্রের হাত ধরিয়া পার্শ্বে বসাইয়া কুশলাদি

আদান প্রদান করিতেছে, এমন সময়ে শান্তি কক্ষদ্বারে আসিয়া সতীন্দ্রকে দেখিতে পাইয়া কহিল, "এই যে, সতীদা এসেছে, ভালই হয়েছে। সতীদা, বাড়ীর সব খবর ভাল ত? দাদা, তুমি সতীদাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এস, আমি মাকে বলিগে যাই।" শান্তি প্রস্থান করিল।

সাধন সতীন্দ্রকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে রাজলক্ষ্মীদেবী তাহার কুশল সংবাদ গ্রহণ করিয়া আহারে বসিতে বলিলে, সতীন্দ্র তাঁহার চরণ-ধূলি গ্রহণ করিয়া আহার করিতে বসিল। আহারে বসিবার পূর্ব্বে শান্তি উভয়কেই মাল্য চন্দনে বিভূষিত করিয়া দিয়াছিল। উভয়ে আহার করিতেছে, শান্তি তাহাদের নিকটে বসিয়া খাওয়াইতেছে।

কথা প্রসঙ্গে শান্তি কহিল, "সতীদা! কখন বোনের বাড়ী যাবে?"

"এই ত আমার বোনের বাড়ী।"

'না, তা বলছি না। আশাদের বাড়ী।"

"সেখানে ত নিমন্ত্রণ হয়নি!" রুদ্ধস্বরে সাধন সব খুলিয়া বলিলে, রাজলক্ষ্মীদেবী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "মাগীর কোন দিকেই সুখ নেই দেখছি। যাক্ বাবা, ওসব ভেবে দুঃখ ক'রোনা, আর যেখানে সেখানে ওসব কথা বলে বেড়িও না। নিজের কষ্ট ত হবেই, তার উপর আত্মীয় বিচ্ছেদ হবে। পাঁচজন জানলেই তাদের মধ্যে ঐ নিয়ে একটা আলোচনা চলবে। কথা কাণে হাঁটে। আত্মীয় স্বজন যখন শুনবে তখন তারা নিজের কাজের দিকে তাকাবে না; যতই অন্যায় হোক্, পরের কথায় ঝাল খাবে আর চটে যাবে। তোমাদের যাচ্ছেতাই করবে। তোমাদের প্রাণে কষ্ট হবে, তোমরা ব্যথা পাবে। ওসব গায়ে স'য়ে নেওয়াই ভাল।"

"যা বলেছেন মা, অতি সত্য কথা। কিন্তু কি করবো বলুন ত? এ ব্যথা চাপা যায়? গৈরিক নিস্রাবের মত অন্তর ভেদ করে উঠছে। মা, আমি বড়ই দুর্ভাগা। জানি না, জীবনে কখন সুখ পাব কি না।"

"ধৈর্য্য ধ'রে সব স'য়ে যাও বাবা, নিজের কাজ করে যাও। শত লাঞ্ছনা, শত অপগ্রাহের মধ্য দিয়ে নিজের লক্ষ্যপথে চলে যাও। ভ্রুক্ষেপ করো না, দৃকপাত করো না—সোজা চলে যাবে, তাতে সুখ পাবে, ব্যথা বেদনা ধুয়ে মুছে যাবে। সংসার বড় ভয়ানক জায়গা। খুব সামলে চলতে হয়। তুমি খুব ভাল কাজ করে যাচ্ছ, ঠিক কাজ করে যাচ্ছ, অপরে সেটা ধরবে না, নেবে না; কেননা সেটা যে তাদের মনের মতন নয়। তারা উল্টে তোমার দোষ ধরবে, ভর্ৎসনা করবে, কুৎসা রটাবে, বাগে পেলে থেঁৎলাবে। এই আত্মীয়তা এই বান্ধবতা, এই সহানুভূতি, এই রকম মনুষ্যত্ব, সমাজে আত্মীয়দের মধ্যে চতুর্দ্দিকেই প্রকটিত। তুমি তোমার কোন কাজের দ্বারা তাদের মনোরঞ্জন করতে পারবে না। যে যেমন তার সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার কর দেখি? যে যা চায় তাকে তাই পেতে দাও দেখি? দেখবে সে তোমার কত বাধ্য। বাবা, এ সংসার কপটতায় পূর্ণ। সরলতার স্থান এখানে নাই, একটু ভাবলে লোকের উপর আস্থা থাকে না, তাদের প্রত্যয় করা চলে না। যে যার সে তার। নিজের নিয়েই ব্যস্ত, মনের কথা প্রকাশ করবার যো নেই। আজ যে মিত্র কাল সে শত্রু। যেই শত্রু হয়েছে, অমনি সহস্রমুখে তোমার কুৎসা রটাচ্ছে। বাবা, তাই বলছি, মনের কথা কারও কাছে প্রকাশ করবে না। যদি প্রকাশ কর ত ঠকবে। এই যে সব কথা আমাদের কাছে বললে, যদি কখনও আমরা বিগড়ে যাই, অর্থাৎ তুমি যদি কখনও আমাদের

মনোরঞ্জন করতে না পার আমরা তোমার উপর বীতস্পৃহ হব। তখন আমরাই আবার তোমার দোষ ধরে তোমার বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করতে থাকবো।"

সতীন্দ্র হাসিয়া বলিল, "তাই করবেন না, তাই করবেন!"

"হেসো না বাবা! মানুষের মন বড় ভয়ানক! এমন খোলো আর কোনও প্রাণী নেই।"

শান্তি কহিল, "মা, আমি অবাক্ হয়ে গেছি! আজ তোমার মুখে এ কি সব শুনলেম? সংসার এমন?"

"ছেলে মানুষ, জানবি কি বল্, যত বড় হবি সবই দেখতে পাবি, কতক বা শুনতে পাবি। সংসারে এই সবই প্রচলিত। তা যদি না হ'ত ত সংসার একটী স্বর্গ। যে এই সংসারে থেকে কিছুই গ্রাহ্য করে না, ভাল মন্দ ভাববার সময় করে না, আত্মনির্ভর করে কাজ করতে থাকে, তার কাছে লোক নিন্দা, তিরস্কার, লাঞ্ছনা, কিছুই কিছু নয়। এমন লোকের কাছে তার নিজের মন, নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিই তার পরম মিত্র পরমাত্মীয় প্রিয় বান্ধব; অন্য আত্মীয় বান্ধবের তার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ভগবানের এমনি খেলা যে, এতটা আত্মনির্ভর করেও সে লোকচক্ষে দুর্ভাগা বলে পরিগণিত হয় বটে, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ পরম চক্ষুষ্মাণের সে পরম প্রিয় ও অতি নিকটাত্মীয়। বাবা, কথায় কথায় বেলা হয়ে যাচ্ছে, তোমাদের খাওয়ারও ব্যাঘাত পড়ছে।"

"না মা, আমরা বেশ খাচ্ছি। এটা উপভোগ করে খাচ্ছি।"

"ও শান্তি, বসে রইলি কেন মা! ক্ষীর, সন্দেশ এনে দে। না বাবা, তোমরা খাও এখন। এর পরে ধীরে সুস্থে অনেক কথা হবে।"

এই বলিয়া রাজলক্ষ্মীদেবী শান্তিকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। সতীন্দ্র ও সাধন ভুক্তাবশিষ্ট ভোজনে নিযুক্ত হইল।

১৫

পূজার ছুটী ফুরাইয়া গেল। সাধন পীতাম্বরকে লইয়া কলিকাতার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সতীন্দ্রও মার কাছে বিদায় লইয়া আপনার মেসে আসিয়া উপনীত হইল। সতীন্দ্র ছেলে পড়াইয়া মাসে চল্লিশ টাকা উপার্জ্জন করিত, নিজের খরচ চালাইয়া মাতাকে প্রতিমাসে দশ টাকা করিয়া পাঠাইয়া দিত। সতীন্দ্র-জননী ঐ দশ টাকা আর দেবর প্রদত্ত মাসিক পঁচিশ টাকায় সংসার চালাইয়া যে কয়টী টাকা উদ্বৃত্ত থাকিত তাহা জমাইয়া রাখিতেন, তাহাতে তাঁহার হাতে অন্যূন পাঁচ শতখানি মুদ্রা ছিল। তা না রাখিলে অসময়ে কি হইবে!

সতীন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া একটি ছাত্রের বাড়ী গিয়া শুনিল যে, ছাত্রের পিতা সুদূর মফঃস্বলে বদলি হইয়া যাওয়াতে পুত্র পরিবারসহ প্রস্থান করিয়াছেন। এই ছাত্রকে পড়াইয়া মাসে পঁচিশ টাকা পাওয়া যাইত। সতীন্দ্রের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। মাত্র পনর টাকায় মেসের খরচই বা কি দিবে, আর কলেজের মাহিনাই বা কি দিবে। মনের দুঃখে মেসে আসিয়া শুইয়া পড়িয়া সতীন্দ্র ভাবিতেছিল, এমন সময়ে সাধন আসিয়া উপস্থিত হইল। সতীন্দ্রের শুষ্ক মুখ দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সতীন্দ্র তাহাকে যথাযথ বর্ণনা করিলে সাধন তাহাকে মেস ছাড়িয়া দিয়া তাহার বাসায় যাইতে কহিল, এবং আশ্বাস দিল যে, যতদিন না আয়ের উপায় হয় ততদিন একসঙ্গে থাকিবে। তারপর যখন স্বচ্ছল হইবে তখন তার অংশের দেয় অর্থ প্রদান করিয়া সাধনের সঙ্গে একত্র থাকিবে। সাধনের কথা শুনিয়া সতীন্দ্র কাঁদিয়া ফেলিল। সাধন তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল, "দাদা, তুমি আমায় পর ভাবছো? তা না হ'লে আমার কথার উত্তর না দিয়ে তুমি কাঁদতে লাগলে?"

"সাধি, তার জন্য নয়! আনন্দে আমি কেঁদে ফেলেছি। তোর মত ভাই পেয়ে আমি দিশেহারা হয়ে গেছি! সাধি, তুই দেবতা! আমি তোর কথার নড়চড় করবো না।"

"এখুনি ম্যানেজারকে তার পাওনা চুকিয়ে দিয়ে আমার সঙ্গে চল, বিলম্বের কোন দরকার নাই।" এই বলিয়া সাধন স্বয়ং ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করিয়া তার প্রাপ্য মিটাইয়া দিয়া সতীন্দ্রকে লইয়া নিজের বাসায় গেল, তারপর হইতে দুইজনে একত্রে থাকিয়া লেখাপড়া করিতে লাগিল। সতীন্দ্রের মেসের সমস্ত ভার সাধন গ্রহণ করিল, তাহাকে আর ছাত্র পড়াইতে যাইতে হইত না। এই ভাবে কয়েক মাস চলিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, সাধন মাতাকে ও শান্তিকে পত্র লিখিয়া সতীন্দ্রের এই ব্যবস্থা করিয়াছিল। সতীন্দ্র শ্বশুর বাড়ীর নামও করিত না। মধ্যে মধ্যে আশার বাড়ী গিয়া দেখিয়া আসিত। একদিন আশার বাড়ী যাইতে আশার শাশুড়ী কহিলেন যে, আশা অন্তঃস্বত্বা, তাহার সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা। এই বেলা তাকে তার মাতার নিকট লইয়া যাওয়া আবশ্যক হইয়াছে। দিন স্থির হইয়াছে, মিহির যাইয়া রাখিয়া আসিবে। সতীন্দ্রের মাতাও তাহাতে সম্মত আছেন। সতীন্দ্র অতীব প্রীত হইয়া কহিল যে, ঐ দিনে মিহিরের সঙ্গে বাড়ীতে গিয়া আশাকে রাখিয়া আসিবে। সেই কথামত কার্য্যও ঠিক হইল। সতীন্দ্র মিহিরের সঙ্গে যাইয়া আশাকে বাড়ীতে রাখিয়া কলিকাতা প্রত্যাগত হইল।

সাধন মাঝে মাঝে যদুনাথবাবুর বাড়ীতে যাতায়াত করে। তাহার এ-বাড়ীতে আগমন সকলেরই প্রীতিপদ। যখনই সাধন যাইত তখনই সে মীরার ঘরে গিয়া বসিত। তাহার সঙ্গে নানা কথাবার্ত্তায় সময় কাটাইত। জয়ন্তীও তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় যোগদান করিত। আগে জয়ন্তী সাধনকে নিরালে পাইবার জন্য বাসনা

করিত, কিন্তু এইবার বাড়ী থেকে আসিবার পর হইতে সাধন দেখিতে পাইল যে, জয়ন্তীর ভাবটা যেন আড়-আড় ছাড়-ছাড়, একটা মোহের আকর্ষণে সাধন সদাসর্ব্বদা জয়ন্তীর সংসর্গ ভালবাসে, কিন্তু জয়ন্তী তাহাকে আমোল দেয় না।

অবসর মত সাধন যখন জয়ন্তীকে নিকটে পায় মনের আবেগে কত কথা বলিতে যায়, জয়ন্তী মাত্র হাসিয়া সরিয়া পড়ে। মাঝে মাঝে এমন ভাব দেখায় যে, সে সাধনকে উপেক্ষা করে, তার সংসর্গ সে চায় না। সাধন ইহার কারণ নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া বিশেষরূপ ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়। এইপ্রকারে ক্ষুণ্ণ হইয়া, চিন্তা জর্জ্জরিত হইয়া সাধন দিন দিন শুকাইতে লাগিল। শরীর শীর্ণ হইয়া পড়িল। একদিন কথায় কথায় সতীন্দ্র সাধনের দৈহিক অবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে সাধন বলিয়াছিল যে, রাত্র জাগিয়া পাঠ করাতে তাহার এ প্রকার অবস্থা হইয়াছে। পরীক্ষা সন্নিকট, মাত্র পনের দিন অবশিষ্ট, এ সময়ে পরীক্ষার্থী ছাত্রদের শরীর, পরীক্ষার ভাবনায় খারাপ হইয়া থাকে। সতীন্দ্র সাধনের কথায় তাহা বুঝিয়াছিল। তথাপি সাধনকে শরীরের উপর একটু যত্ন করিতে বলিয়াছিল। তাহাদের কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময়ে পীতাম্বর সতীন্দ্রের নামীয় একখানি পত্র সতীন্দ্রের হাতে সমর্পণ করিল। সতীন্দ্র পাঠ করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িল। সাধন জিজ্ঞাসা করিল, কি হইয়াছে। সতীন্দ্র বলিল যে, "আমার একটী পুত্র সন্তান হইয়াছিল, ১২ ঘণ্টা জীবিত থাকিয়া মরিয়া গিয়াছে। কাঁচা পোয়াতির স্তন হইতে ক্রমাগত দুগ্ধ ক্ষরণ হইতেছে। তার উপর বিষম জ্বর। মিহির সেখানে আছে। তাহাকে কিছু টাকা নিয়ে যেতে মা বলেছেন।"

"তাহ'লে সতীদা, তুমি আজকেই যাও!"

"পীতাম্বরদা, কতগুলা টাকা আছে ?"

"গোটা আশী ।"

"নিয়ে এস। সতীদা, তুমি আপাততঃ আশী টাকা নিয়ে যাও। তারপর যা দরকার হবে, আমায় চিঠি লিখবে, আমি পাঠিয়ে দেবো।"

"সাধন, সাধন, কি পুণ্যফলে আমি তোকে পেয়েছি।"

তোমার পুণ্য নয় দাদা এ আমারই পুণ্য যে, তোমায় দাদারূপে পেয়েছি। এখন আর ওকথা নয়, তুমি কাপড় ছেড়ে ফেল। ঐ পীতুদা টাকা আনছে। নাও, ওঠো।"

সতীন্দ্র কাপড় ছাড়িল। সাধন তাহাকে সঙ্গে লইয়া ষ্টেশনে যাইয়া গাড়ীতে বসাইয়া দিলে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। সাধন বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

শিবরাত্রি উপলক্ষে শান্তিকে সঙ্গে লইয়া রাজলক্ষ্মীদেবী ৺তারকেশ্বর গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া পীড়িত হইয়া পড়েন। পীড়া দিনের দিন ভীষণ ভাব ধারণ করিলে শান্তি সাধনকে সংবাদ দিবার কথা উত্থাপন করিবামাত্র রাজলক্ষ্মীদেবী বারণ করেন যে, সাধনকে যেন সংবাদ দেওয়া না হয়, যেহেতু তাহার পরীক্ষা সন্নিকট। পরীক্ষা শেষে যখন আপনিই উপস্থিত হইবে তখন এই কয়েকটা দিনের জন্য তাকে সংবাদ দেওয়া অনুচিত। শান্তি যখন এখানে আছে, আর তার পরিচর্য্যায় যখন তিনি কোন অভাব অনুভব করিতেছেন না, তখন সাধনের উপস্থিতির কোন আবশ্যক নাই। শান্তি সাধনকে পত্র দিয়াছিল বটে, তবে মাতার পীড়ার সংবাদ দেয় নাই, বলিয়াছিল, পরীক্ষা শেষ হইলেই যেন সাধন বাড়ী আসে। রাজলক্ষ্মীদেবী একবিংশতি দিবস রোগ ভোগ করিয়া বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন।

একেবারে শয্যাশায়িনী হইয়া আছেন। নড়িবার চড়িবার যো নাই। ডাক্তারেরও বারণ আছে যে, একেবারে উঠিতে পারিবেন না। উঠিবারও সামর্থ্য নাই। ভয়ের কোন কারণ নাই, জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে, তথাপি এখনও পথ্য পান নাই। এদিকে সাধন পরীক্ষা দিয়া শেষদিনে যখন বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল, পীতাম্বর তাহাকে দেখিয়া কহিল. "দাদাবাবু, তোমার চোখ লাল, যেন করমচা। কি হ'য়েচে তোমার?"

"বড্ড অসুখ করেছে রে পীতুদা! বড্ড অসুখ করেছে। মাথা খসে যাচ্চে। গায়ের উত্তাপ বড় বেশী! আমায় বিছানাটা পেতে দে ভাই।"

পীতাম্বর বিছানা পাতিয়া দিলে সাধন শুইয়া পড়িল। পীতাম্বর তাহার বাসাবাড়ীর সম্মুখের ডাক্তারখানায় যাইয়া ডাক্তারকে সংবাদ দিয়া আসিল। ডাক্তারবাবু উপস্থিত হইয়া রোগীর অবস্থা দেখিয়া কপাল কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "এখুনি এই ঔষধটা আমার. ডাক্তারখানা থেকে আনাইয়া দাও। ডাক্তার ঔষধ লিখিয়া দিলেন। পীতাম্বর ঔষধ লইয়া আসিলে ডাক্তার খাওয়াইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "রোগীর অবস্থা ভাল নয়, জ্বরটা ভয়ানক বাঁকা। একটা ঔষধ আমি বন্দোবস্ত করে-দিচ্ছি, তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে হইবে। সমস্ত রাত আইস ব্যাগ মাথায় দিতে হইবে।"

"কি হবে ডাক্তারবাবু? এখানে যে কেউ নেই?"

"আজকের রাতের মত বন্দোবস্ত করছি। কিন্তু এ-মেসে থাকলে চলবে না; কোন আত্মীয়ের বাড়ী কিম্বা নিজের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া চাই।"

ডাক্তারবাবু সাধনের সকল সংবাদই রাখিতেন। পীতাম্বর কহিল, "বাড়ীতে মার বড্ড অসুখ। সেখানে নিয়ে যাওয়া সুবিধা নয়।

তবে দাদাবাবুর এক আত্মীয় আছেন এই বাদুড়বাগানে। মেসের লোকেরা এলে আমি একবার সেখানে গিয়ে খবরটা দেব যদি তাঁরা কোন বন্দোবস্ত করেন। আমার ত হাত পা আসছে না ডাক্তারবাবু, দাদাবাবু বাঁচবেন ত?"

"একে দুর্ব্বল শরীর, তার উপর পরীক্ষার ভাবনায় বেচারী শীর্ণ হয়ে পড়েছে, তার উপর এত জ্বর। জ্বরটা একটু বাঁকা, কাজেই ভাল রকম চিকিৎসা করা চাই। আমি এখন চল্লেম! কি রকম থাকে বা অন্য উপসর্গ যদি কিছু হয়, আমায় খবর দিও। আমি আবার রাত ন'টার সময় আসবোখ'ন।"

ডাক্তার চলিয়া গেল। সন্ধ্যা সমাগত। মেসের লোকজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেই সাধনকে ভালবাসেন। অসুখ শুনিয়া একে একে সকলেই উপস্থিত হইয়া সাধনের কাছে বসিলেন! পীতাম্বর তাহাদের উপর সাধনের ভার দিয়া যদুনাথবাবুর বাড়ীতে গিয়া সংবাদ দিতেই গাড়ী করিয়া স্বয়ং বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সাধনকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তিনি ডাক্তারবাবুকে পুনরায় ডাকাইয়া আনিয়া সমবেত ভদ্র ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিয়া অচেতন সাধনকে লইয়া সেই রাত্রেই আপনার আবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মীরা, জয়ন্তী এবং সহধর্ম্মিণীকে ডাকিয়া তাহার সেবায় নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

এদিকে পীতাম্বর বাসার কাজ সমাধা করিয়া কক্ষে চাবি দিয়া সাধনের কাছে আসিয়া উপনীত হইল। কি উদ্বেগে যে পীতাম্বরের সে রাত্রি প্রভাত হইল তা একমাত্র ভগবানই জানেন। প্রাতঃকালে যদুনাথ বাবুর আদেশে পীতাম্বর ডাক্তারবাবুকে লইয়া আসিলে যদুনাথবাবু রোগীর সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন। ডাক্তারবাবু বিচক্ষণ

এবং নামজাদা। রোগ নির্ণয়ে এবং তাহার প্রতিকারে বিশেষ খ্যাতি আছে। তথাপি তিনি কোন একজন উপরওয়ালা ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় যদুনাথবাবু তখনকার প্রসিদ্ধ ডাক্তার ফেরিস সাহেবের উল্লেখ করেন। ডাক্তার সম্মতি প্রদান করিয়া ফেরিস সাহেবের নামে একখানি পত্র দিলেন। পত্র লইয়া একজন ডাক্তার সাহেবের কাছে প্রস্থান করিল। ডাক্তার বাবুও রোগীকে দেখিয়া প্রস্থান করিলেন। বলিয়া গেলেন যে, এখন আর ঔষধ দিবেন না। পরামর্শ করিয়া ঔষধ প্রদান করিবেন। আপাততঃ কেবল আইস্-ব্যাগ মাথায় দেওয়া হউক। যদুনাথবাবু মীরার উপর সমস্ত ভার দিয়া বৈঠকখানায় যাইয়া উপবেশন করিলেন।

পরীক্ষা হইয়া যাইবার পর তিনদিন গত হইল। পুত্র বাড়ীতে প্রত্যাগত হইল না দেখিয়া পীড়িতা রাজলক্ষ্মীদেবী উৎকণ্ঠিতা হইয়া সাধনের বাসায় লোক পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রেরিত লোক কলিকাতায় আসিয়া শুনিল যে, সাধনের পীড়া হওয়াতে যদুনাথবাবু তাহাকে লইয়া গিয়াছেন। বাসার লোকেরা স্ব স্ব কার্য্যস্থানে প্রস্থান করিয়াছে। যে দুই একজন ছিল তারা যদুনাথবাবুর ঠিকানা না দিতে পারায় রাজলক্ষ্মীদেবীর লোক ফিরিয়া আসিয়া এই সংবাদ প্রদান করিলে রাজলক্ষ্মীদেবী মহাভাবনায় পতিত হন। প্রত্যাগত ব্যক্তি তাঁহাকে বলেন যে, সে পুনরায় সন্ধ্যার ট্রেণে কলিকাতায় যাইয়া বাসার লোকেদের নিকট যদুনাথবাবুর ঠিকানা লইয়া সেখানে গিয়া হয় রাত্রের শেষ ট্রেণে কিম্বা পরদিন প্রাতঃকালের ট্রেণে আসিয়া সংবাদ দিবে। কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময়ে পীতাম্বর আসিয়া কক্ষে উপস্থিত হইল। সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "ব্যাপার কি? শীঘ্র বল সাধন কেমন আছে?"

পীতাম্বর কোন কথা প্রথমে কহিতে পারিল না, রাজলক্ষ্মীদেবীর অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। পরে সকলকার আগ্রহে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া পুঙ্খানুরূপে সমুদায় প্রকাশ করিলে রাজলক্ষ্মী দেবী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। শান্তি সান্ত্বনা দিয়া কহিল, "মা, কেঁদনা, আমি নায়েব দাদাকে সঙ্গে নিয়ে আজকেই দু'টার ট্রেণে যাবো।"

"তাই যা মা, আমার ছেলেকে ফিরিয়ে এনে দে। আমার যে নড়বার শক্তি নেই মা, তোকে আর কি বলবো, আমার ছেলেকে এনে দে মা।"

"ভেবনা মা, ভেবনা। আমি দাদাকে নিশ্চয় ফিরিয়ে আনবো।"

"ওরে, সে যে পরের বাড়ীতে বেহুঁস হ'য়ে পড়ে আছে, কাউকেও যে দেখতে পাচ্ছে না। শান্তি, কি হবে মা?"

"কোন ভয় নেই মা। যদুনাথবাবু বড় বড় ডাক্তার দেখাচ্ছেন, তাঁর মেয়েরা প্রাণপণে সেবা করছে, কোন ভয় নেই। তবে মা, দাদাবাবুকে ত এখন আনা চলবে না; একটু সারলেই আনতে হবে।" কথাগুলি পীতাম্বর এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল। নায়েব দাদা পীতাম্বরের মুখে সাধনের অবস্থা শুনিয়াছিলেন, তিনি রাজলক্ষ্মীদেবীকে বলিলেন, "দেখ মা, এ অবস্থায় স্থান পরিবর্ত্তন করা অসম্ভব। শান্তিকে নিয়ে আমি সেখানে যাচ্ছি। যতদিন না সাধন আরোগ্য হয়ে ওঠে, ততদিন সেখানে থেকে সব বন্দোবস্ত করবো। প্রতিদিন পীতাম্বর সেখানকার সংবাদ নিয়ে যাতায়াত করবে, তোমার ভাববার আর কিছুই থাকবে না।"

"তাই কর, আমার ছেলেকে যেমন করে পার আমার কাছে এনে দাও। যা শান্তি, কলকাতা যাবার সব জোগাড় করে ফেল্, এই দু'টার ট্রেণেই যেতে হবে।"

নায়েব মামা বাড়ীর সুবন্দোবস্ত করিয়া শান্তি সহ একজন পরিচারিকা, দুইজন কর্ম্মচারী এবং পীতাম্বরকে লইয়া দুইটার ট্রেণে কলিকাতায় রওনা হইলেন। রাজলক্ষ্মীদেবী অশ্রুপূর্ণ লোচনে যুক্তকরে ঈশ্বরের নিকট সাধনের আরোগ্যলাভের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

পীতাম্বর বাড়ীতে আসিয়া খবর দিবার আগের রাত্রিতে সাধনের পদসেবায় নিযুক্ত ছিল, তখন সাধন অঘোর অচৈতন্য। কোন সাড়া শব্দ নাই। মাঝে মাঝে জ্বরের প্রকোপে এক একবার মা, শান্তি, ওঃ, আঃ এই রকম দুই একটা কথা উচ্চারণ করিতেছিল। মীরা তাহার মাথায় ক্রমাগত আইসব্যাগ দিতেছিল। জয়ন্তী গায়ে হাত বুলাইতেছিল। পীতাম্বরকে জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ গা, তোমার দাদাবাবু মাঝে মাঝে ঐ শান্তি শান্তি বল্‌ছে, ঐ শান্তিটী কে?"

"আমার দিদিমণি।"

"তোমার দাদাবাবুর বিয়ে হয়নি, তবে দিদিমণি কি রকম?"

"আপনি বুঝি জানেন না? তা জান্‌বেন্ কোথা থেকে! দিদিমণি যে দাদাবাবুর বোন্।"

"অসুখের কথা শুনলে তোমার দিদিমণি বোধ হয় আসবেন?"

"মার অসুখ, তাঁকে ফেলে কি আসতে পারেন? তবে মা যদি ভাল থাকেন ত দিদিমণি শুনলেই আসবে।"

জয়ন্তী প্রথমেই সাধনকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। তারপর যতই তাহাদের মেলা মেশা হইতেছিল ততই জয়ন্তীর মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। ঈর্ষাই ইহার মূল। তাহার বাসনা এই যে, সাধন মীরার সঙ্গে যে ঘনিষ্টতা করিয়া থাকে, সাধনের উচিত জয়ন্তীর সঙ্গে ততোধিক আলাপে সময় অতিবাহিত করা। সাধন কিন্তু লজ্জায় তাহা পারে না। অথচ জয়ন্তীই সাধনের উপাস্য।

১৬

পীতাম্বর ও নায়েব মামা, শান্তি ও দুইজন কর্ম্মচারীকে লইয়া সরাসরি যদুনাথবাবুর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। যদুনাথবাবু বৈঠকখানায় ছিলেন। পীতাম্বর সকলকার পরিচয় প্রদান করিলে যদুনাথবাবু উঠিয়া শান্তির হাতখানি ধরিয়া কহিলেন, "এস, মা এস।" তারপর নায়েব মামা প্রভৃতিকে বসাইয়া পীতাম্বরকে আহ্বান করতঃ শান্তিকে লইয়া পুরী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রোগীর কক্ষে লইয়া আসিলে শান্তি দ্রুতপদে সাধনের শয্যাপার্শ্বে যাইয়া অপলক দৃষ্টিতে দাদাকে দেখিতে লাগিল। তাহার রক্ত-কপোল বহিয়া অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল। সাধন নিস্পন্দভাবে শুইয়া আছে, মীরা পার্শ্বে বসিয়া ব্যজন করিতেছে। যদুনাথবাবু মীরাকে কহিলেন, "মীরা, এর নাম শান্তি, সাধনের ভগ্নী। দেখিস্ মা, যত্নের যেন ত্রুটি না হয়। পীতাম্বর, ওদের নিয়ে এস, আমি বাইরে অপেক্ষা করছি।" পীতাম্বর আদেশ পালনে চলিয়া গেল। যদুনাথবাবু বারান্দায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

শান্তি মীরার দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনি কি সতীদার বৌ?" মীরা ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল।

"দাদা কি আদৌ কথা কয় না? বেহুঁস হয়ে কদ্দিন আছে?"

"আজ চা'র দিন হোল'। কথার মধ্যে উঃ, আঃ, গেলুম, মা আর শান্তি! আপনার নাম বুঝি শান্তি?"

"হাঁ, আমায় 'আপনি' বলবেন না। আমি বয়সে ও সম্পর্কে আপনার চেয়ে অনেক ছোট্ট। আমার নাম ধরে ডাক্‌বেন।"

"বেশ, তাই হবে। কি সুন্দর তুমি! যেমন দাদা, তেমনি বোন্। শুনেছি তোমার মার বড় অসুখ করেছে, তিনি কেমন আছেন?"

"পথ্য পেয়েছেন বটে, তবে বড় দুর্ব্বল। তাঁর আসবার খুব ইচ্ছা ছিল, পারলেন না তাই আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি তোমাকে বৌদিদি বলেই ডাকবো। আশীর্ব্বাদ কর বৌদিদি, যেন দাদাকে সুস্থ শরীরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি। মায়ের ছেলেকে মায়ের কোলে তুলে দিতে পারি।"

"শান্তি, বোনটি আমার! তুমি যখন এসে পড়েছ তখন আর ভাবি না। শান্তিময়ীর আগমনে সাধনের সকল অশান্তি দূর হয়ে যাবে।" এমন সময়ে দ্বার দেশে যদুনাথবাবুকে দেখা গেল। উভয়ে কথোপকথনে বিরত হইল। যদুনাথবাবু কহিলেন, "আসুন, ভিতরে আসুন, এ আপনার বাড়ী, আপনার ঘর, ওটী আমার কন্যা মীরা, ওকে সমিহ করবার কিছুই নাই, আসুন।" নায়েব দাদা কর্ম্মচারীদ্বয় সহ কক্ষে প্রবেশ করিলে শান্তি ছুটীয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে কহিল, "দাদা, দাদা, দাদার অবস্থা দেখ! কি হবে দাদা? দাদাকে কেমন করে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাব? বড় মুখ করে মাকে যে বলে এসেছি, দাদাকে আমার সুস্থ শরীরে ফিরে নিয়ে যাবো, কি হবে দাদা?"

"কাঁদিস্‌নি দিদি, কাঁদিস্‌নি। ভয় কি? স্বয়ং জগদম্বা তোর দাদাকে রক্ষা করছেন। দেখ্ দেখি, ঐ করুণাময়ী মূর্ত্তিখানি কত আগ্রহে কত যত্নে সাধনকে ঘিরে বসে আছে। কার সাধ্য ঐ সাধ্বীর কাছ থেকে সাধনকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। কাঁদিস্‌নি ভাবিস্‌নি ঐ সতী, ঐ দেবী, ঐ দিদি আমার সাধনকে নিরাময় ক'রে তোর হাতে তুলে দেবে।"

অতঃপর যদুনাথবাবু, নায়েব দাদা ও অপরাপর ব্যক্তিগণকে সঙ্গে লইয়া আপনার বৈঠকখানায় যাইয়া কথোপকথনে নিযুক্ত হইলেন।

তাঁহারা চলিয়া যাইলে পূরাঙ্গনাগণ কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া শান্তিকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে সকলেই এক সুরে বলিয়া উঠিল, "কি চমৎকার মেয়েটি, কি সুন্দর! এমন চোখ জুড়ান শ্রী ত কখনও দেখিনি! যেমন গড়ন, তেমনি রূপ। মীরা, এই কি সাধনের ভগ্নি?"

মীরা কহিল, "হাঁ" তারপর শান্তিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "শান্তি, ইনি আমার মা, ঐ আমাদের ছোট বোন্ জয়ন্তী। আর এঁরা সব আমার আত্মীয়া।

শান্তি উঠিয়া মীরার মা এবং অন্যান্য আত্মীয়াদের প্রণাম করিয়া জয়ন্তীকে প্রণাম করিতে যাইতেই জয়ন্তী দুই পদ পিছাইয়া কহিল, "ও কি করছেন আপনি?"

"আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড়।"

বাধা দিয়া জয়ন্তী কহিল, "না না।" তারপর শান্তির হাত দু'খানি ধরিয়া ফেলিল। শান্তি মৃদু হাস্য করিয়া কহিল, "বেশ, আপনি আমার প্রণাম নিলেন না, আচ্ছা নাই নিলেন, দাদা আগে সেরে উঠুক, তারপর দেখবো আপনি আমার প্রণাম নেন্ কি না।" সকলের মুখে একটা হাসি ফুটিয়া উঠিল। জয়ন্তী একটু লজ্জিত হইল, শান্তি তখন জয়ন্তীকে ছাড়িয়া সাধনের পার্শ্বে যাইয়া বসিলে, মীরা মাকে কহিল, "মা, একে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গিয়ে কিছু জলখাবার খাইয়ে দাও। ট্রেণে আসতে নিশ্চয় ওর কষ্ট হয়েছে, আর বেলাও যায়।"

"এস মা আমার সঙ্গে এস" বলিয়া মীরার মাতা শান্তির হাত ধরিয়া কক্ষ ত্যাগ করিলেন। পুরস্ত্রীগণ তাঁহার অনুগামিনী হইল।

১৭

সতীন্দ্র বাড়ী আসিয়া আশার অবস্থা দেখিয়া বিশেষ ভাবিত হইয়াছিল, কিন্তু মিহিরের পরিশ্রমে ও যত্নে আশা তিন সপ্তাহ মধ্যে আরোগ্য লাভ করিয়া উঠিল। সতীন্দ্র উৎফুল্ল হইয়া ধন্যবাদ দিলে মিহির কহিল যে, সে তাহার কর্ত্তব্য করিয়াছে এ'তে ধন্যবাদের কিছুই নাই। এক্ষণে তাহার বক্তব্য এই যে, সে কালই কলিকাতায় চলিয়া যাইবে, কেননা তাহার ছুটিও পরশ্ব তারিখে শেষ হইবে; যাইবার সময় তাকে যেন কার্পেট ও বাটী দিয়ে দেওয়া হয়। যে অছিলায় সেই দ্রব্য দুটি তাহারা রাখিয়াছে, তা'ত আর রাখিতে পারিবে না, আর রাখাও চলিবে না। সতীন্দ্র বুঝিল যে, এতদিন ধরিয়া যে কারণে দ্রব্য দুটি আটকাইয়া রাখা হইয়াছে তাহা ত অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল, পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া অকালে কালের কবলে পতিত হইল, তখন আর কেন দ্রব্য দুটী ধরিয়া রাখা হয়। এখন প্রত্যর্পণ করাই উচিত। বিশেষতঃ মিহিরের মুখের একটী রূঢ় কথা তাহার অন্তঃকরণ বিদগ্ধ করিতেছিল। সতীন্দ্র তাহার মার কাছে সেকথা প্রকাশ করে নাই। কথায় কথায় মিহির বলিয়াছিল যে, উক্ত দ্রব্য দু'টিকে আটকাইয়া রাখিয়া এবারেও যদি প্রত্যর্পণ না করা হয়, তাহা হইলে এমন একটি অঘটন সংঘটিত হইবে, তাহাতে সতীন্দ্র ও তাহার জননী চিরদিন অনুতাপানলে জ্বলিতে থাকিবে। সতীন্দ্র মনে মনে স্থির করিয়াছিল যে, যে কোনও রকমে হউক, মাতাকে বুঝাইয়া দ্রব্যদ্বয় মিহিরকে প্রত্যর্পণ করিবে। সতীন্দ্র তাহাই করিয়াছিল; মিহিরের যাইবার দিন তাহার হাতে কার্পেট ও বাটী অর্পণ করিয়াছিল। মাতার অনুরোধ ভাসিয়া গিয়াছিল, মাতা ক্ষুব্ধ চিত্তে দ্রব্য দু'টী প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন।

মিহির চলিয়া যাইলে সতীন্দ্র-জননী বিশেষরূপে মুহ্যমান হইয়া পড়েন। প্রথমতঃ দৌহিত্রের অকাল মরণ, দ্বিতীয়তঃ গাত্রহরিদ্রার কার্পেট ও বাটী অসময়ে প্রত্যর্পণ। দ্বিতীয়টীর জন্য তিনি বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়েন।

এই বিরুদ্ধ প্রথায় যে তাঁহার কন্যার ভবিষ্যৎ অমঙ্গল সূচিত হইবে তাহা তিনি মনোমধ্যে উপলব্ধি করিয়া ভাবিতে ভাবিতে দুই এক দিনের মধ্যে পীড়িত হইয়া পড়েন। পীড়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইলে সতীন্দ্র চিন্তিত হইয়া পড়িল। এই চিন্তার কারণ অর্থাভাব। আশার পীড়ায় যদিও মিহির সাহায্য করিয়াছিল তথাপি তাহার মাতার সঞ্চিত অর্থ এবং সাধন প্রদত্ত অর্থ নিঃশেষিত হইয়াছিল। সতীন্দ্রকে ভাবিতে দেখিয়া আশা জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, কি ভাবছো?"

"তাই ত খুকি, কি করি, হাতে একটা পয়সা নেই, মাকে দেখাই কি করে! ঔষধ পথ্যেরই বা জোগাড় করি কোথা থেকে! মিহিরকে পত্র লিখেছিলেম, তার কোন জবাব নেই। সাধনকেও একখানি পত্র দিয়েছি, সে বোধ হয় পায়নি, কেন না, পরীক্ষা দিয়েই বাড়ী চলে গেছে। সে আমার পত্রে জেনেছে যে, তুই সেরে উঠেছিস, আর আমার টাকার দরকার নেই। নইলে সে নিজে আসতো টাকা নিয়ে। তাই ভাবছি, কি করে কি হবে!"

"ভেব না দাদা, আমার কাছে গোটা-পঞ্চাশ টাকা আছে, এখন ঐতে চলুক। তারপর আমার এক খানা গহনা বাঁধা রেখে খরচ ক'রো।"

"তা যেন করলেম। তারপর শ্বশুরবাড়ী গেলে যখন গহনার কথা জিজ্ঞাসা করবে?"

"আমি বলবো, বাঁধা দিয়ে মার চিকিৎসা করেছি, দিনকতক বাদে দাদা ছাড়িয়ে দেবে। তারা আর যাই করুক দাদা, এ সব বিষয়ে কোন কথা

বল্‌বে না। ও-ই বল, ননদ বল, শাশুড়ী বল, ভাসুর বল, এ সব কাজে কখনও বাধা দেয় না। দোষ তাদের কেবল 'গোঁ'।"

"তোকে বকুনি-টকুনি না খেতে হলেই হোল। যখন তোর কাছে গোটা-পঞ্চাশ টাকা আছে, তখন ওতে দিন কতক চলবে। আর সাধনের বাড়ীতে একখানা পত্র দিই, সে শতখানেক টাকা নিয়ে একবার এখানে আসুক্।"

"হাঁ, তাই দাও, আর লিখে দাও, যেন শান্তিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে।"

"ঠিক বলেছিস্, আমি এখুনি লিখে দিচ্ছি" বলিয়া সতীন্দ্র উঠিয়া গেল। আশা রুগ্না মাতার নিকট যাইয়া উপবেশন করিল।

১৮

চৌদ্দ দিবসের পর হইতে সাধনের জ্বরের প্রকোপ অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। আচ্ছন্ন ভাবটা রাত্রি হইতে কতকটা কম। মীরা ও শান্তি উভয় পার্শ্বে বসিয়া আছে। পীতাম্বর সাধনের নামে একখানি পত্র শান্তির হাতে দিলে শান্তি নাড়া চাড়া করিতে লাগিল। মীরা কহিল, "দেখ না, খুলে দেখনা দরকারি চিঠি কি না। সাধনের ত পড়বার ক্ষমতা নাই।"

শান্তি পত্রপাঠ করিয়া চমকিয়া উঠিল। লেখকের নাম গোপন করিয়া শান্তি কহিল, "বৌদি, তোমার কথামত পত্রখানি পড়ে বড় ভাল কাজ করেছি। দাদার একটি বন্ধুর মার ভয়ানক অসুখ। দাদার কাছে কিছু টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন। পীতাম্বর, তুমি নায়েব

দাদাকে বলে দু'শো টাকা এইখানে, এই পত্রের ঠিকানায় গিয়ে দিয়ে আসবে আর বলে আসবে যে, দাদার বড্ড অসুখ, দাদা আসতে পারবে না। তুমি এখুনি যাও। চিঠিখানা নিয়ে যাও। নায়েব দাদাকে দেখিয়ে সব ব'লে তাঁর কথা মত কাজ ক'রো। টাকাটা আজই পৌঁছে দেওয়া চাই।"

পীতাম্বর চলিয়া গেল। মীরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে শান্তির দিকে চাহিয়া রহিল। ইত্যবসরে জয়ন্তী কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, "দিদি, তোমার শাশুড়ীর ভারি ব্যায়রাম, বাঁচে কি না সন্দেহ।"

"কে বল্লে ?"

"সতীবাবু একখানা পত্র সাধনবাবুকে লিখেছিলেন। সাধনবাবুর বাসায় পত্রখানি আসে। সাধনবাবু সেখানে নেই, বাসার লোকেরা বাবার কাছে দিয়ে যায়। ব্যায়রামের জন্য বাবা ব্যস্ত ছিলেন, পত্রের কথা ভুলে গেছলেন। এই খানিক আগে দেখতে পান, দেখতে পেয়ে ওনাদের নায়েব দাদাকে দেন। নায়েব দাদা পড়ে বাবাকে সব বলেন। বাবা যে রকম বল্লেন, তাতে বোধ হল' তোমার শাশুড়ী আর বাঁচবে না। আর ওর বেঁচে থেকে লাভ কি ? মরাই ভাল।"

শান্তির চক্ষুদ্বয় দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, কহিল, "আহা, সতীদা তাহ'লে ত বড় মুস্কিলেই পড়েছে!"

মীরা কাঁদিতে লাগিল, জয়ন্তী শ্লেষ মিশ্রিত সহানুভূতি জানাইয়া কহিল, "আহা, শাশুড়ীর অসুখ, মরণাপন্ন ব্যায়রাম, কষ্ট হবে বৈ কি। আচ্ছা দিদি, বার-দুই ত মোটে শশুরবাড়ী গেছ, তাতেই এত মায়া বসে গেছে শাশুড়ীর ওপোর!"

শান্তি বিরক্ত হইয়া কহিল, "কি বলছেন আপনি ?"

শান্তি জয়ন্তীকে মান্য করিয়াই কথা কহিয়া থাকে। কারণ জয়ন্তীর

হাব-ভাব চাল-চলন দেখিয়া শান্তি বুঝিয়াছিল যে, তাহার হৃদয় গর্ব্বে পরিপূর্ণ। শান্তির কথার উত্তরে জয়ন্তী কহিল, "আমি ঠিক বলেছি। অমন শাশুড়ীর ঘর যেন কাকেও না করতে হয়। আমি হ'লে ও মুখো হতুম না। দিদি ত দু-দু'বার গেছলো। যেমন মা তেমনি ছেলে। আঃ, মাগীর থ্যাকার কি!"

শান্তি উঠিয়া জয়ন্তীর হাত দু'খানি ধরিয়া অনুরোধ করিল, "একটু আস্তে আস্তে কথা বলুন, দাদার কষ্ট হবে।"

"হাঁ হাঁ, ভুলে গেছলেম যে, সাধনবাবুর ব্যায়রাম। তা দিদি ভেবনা। বাবা লোক পাঠিয়ে আশ পাশ থেকে খবরটা নেবেন, খবর আর কি? একেবারে শেষ খবর। যাক্, তোমার শাশুড়ীর কল্যাণে দু'খানা লুচি খেতে পাব।" এই কথা বলিয়া শান্তির হাত ছাড়াইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল। শান্তি আপনাকে সংযত করিয়া সাধনের পার্শ্বে আসিয়া বসিলে সাধন ধীরে ধীরে বলিয়া উঠিল, "মা, মা, কই মা, মা কোথায়?"

"দাদা, দাদা?" বলিয়া শান্তি সাধনের মুখের উপর ঝুকিয়া পড়িল।

সাধন চক্ষু মেলিয়া কহিল, "শান্তি! ও কে, বৌদিদি!"

"দাদা, কেমন আছ এখন?"

"ভাল আছি দিদি। বৌদি'?"

"কেন ভাই?"

"মা কোথায়?"

"মা বাড়ীতে—"

"আমি কোথায় আছি শান্তি?"

মীরা উত্তর দিল, "কেন আমাদের বাড়ীতে?" সাধন চাহিয়া রহিল। মীরা বলিল, "কি দেখছো? বোন্‌কে কিছু বলবে?"

"না।"

ঔষধ খাবার সময় হইরাছে দেখিয়া মীরা ঔষধ খাওয়াইয়া দিলে সাধন বলিল, "আমি ঘুমোব।"

"ঘুমোও দাদা!"

সাধন চক্ষু মুদ্রিত করিল। শান্তি কহিল, "আর ভয় নেই ত বৌদি?"

"না বোন্, আর ভয় নেই। তোমার দাদা এইবার সেরে উঠবে। আর তুমি হেন শান্তি যার বোন্, তার আসাতেই যে সকল রোগের শান্তি হ'য়েছে। ভয় কিসের?"

"দিদি, সাধন ঘুমিয়েছে। রাত হয়েছে তুমি উঠে যাও, কিছু খেয়ে এস। তুমি এলে আমি খেতে যাব। সাধনের জীবনের আর কোন শঙ্কা নেই!"

"তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক বৌদি।"

শান্তি উঠিয়া আহার করিতে চলিয়া গেল। ভগ্নীর মুখে শাশুড়ীর অবস্থা শুনিয়া অবধি মীরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। কক্ষ হইতে সকলে চলিয়া গেলে রুদ্ধ আবেগ আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না। মনের ব্যথা জল হইয়া দু' চক্ষু দিয়া ঝরিতে লাগিল। বিধাতার কি মজার খেলা! সেই সময় সাধন তাহার হাতখানি উঠাইতেই মীরা সাধনের হাত দু'খানি নিজের ক্রোড়ে রাখিয়া নতমুখে তাহার দিকে চাহিতেই কপোল বহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। জয়ন্তী কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইয়া এ-দৃশ্য দেখিয়া চমকিত হইয়া স্থির দৃষ্টে দেখিতে লাগিল। তাহার ধারণা বদ্ধমূল হইল যে, উভয়ে উভয়ের প্রতি আসক্ত। জয়ন্তী আপনাকে সামলাইতে পারিল না। শ্লেষ ব্যঞ্জক স্বরে—"বেশ দিদি বেশ, তা' ভাল।" বলিয়া চঞ্চল পদ-বিক্ষেপে কক্ষ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। মীরা অবাক্ হইয়া জয়ন্তীর গতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

এমন সময়ে শান্তি কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, "বৌদি, অমন করে চেয়ে রয়েছ কেন, কি হয়েছে?"

"না ভাই, মনটা বড় খারাপ হয়ে গেছে. কি না, তাই।"

"তোমার খাওয়া হয়েছে? তবে দিদি একবার বোসো, আমি চারটী খেয়ে আসি।" এই কথা বলিয়া মীরা উঠিয়া গেল।

১৯

দিন দিন সাধনের পীড়ার উপশম হইতে লাগিল। প্রতিদিনকার খবর রাজলক্ষ্মীদেবীর নিকট পৌছিতে লাগিল। তিনি কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিলেন। ডাক্তারের চিকিৎসাগুণে মীরা ও শান্তির অক্লান্ত পরিশ্রমে সাধন পথ্য পাইল। শরীর দুর্ব্বল, মাথা ভারী, উঠিয়া বসিবার ক্ষমতা নাই, অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় হেলান দিয়া সাধন বসিয়া আছে, মস্তক পার্শ্বে মীরা ও বামদিকে কুক্ষিপার্শ্বে শান্তি। বিমলানন্দে উভয়ের মুখ উদ্ভাসিত। যদুনাথবাবু নায়েব মামা সহ কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "সাধন, কেমন আছ বাবা?"

সাধন কহিল, "ভাল আছি।"

"কি দায়িত্ব যে ঘাড়ে করেছিলেম বাবা, তা ত বলতে পারিনা। ভগবানের কৃপায় এখন সে দায় থেকে মুক্ত হয়েছি। এখন মায়ের ছেলে মায়ের কোলে তুলে দিতে পারলে হয়। মীরা, সাধনের আজ পথ্য কি?"

"পটল, ডুমুর দিয়ে মাগুর মাছের ঝোল আর পোরের ভাত।

ওবেলা পাউরুটির শাঁস আর টেংরির জুস, মাঝে খিধে পেলে গরম গরম বলকা দুধ আর মিছরি।"

"বেশ, দাঁড়িয়ে থেকে সব বন্দোবস্ত ক'র মা। নায়েব মামা, এই মা দু'টীর অক্লান্ত পরিশ্রমেই সাধন বাবাজী এ যাত্রা বেঁচে উঠলো, কেমন কি না বলুন ?"

নায়েব মামা প্রত্যুত্তরে কহিলেন, "বলবো কি মশায়, আমি ত হতবুদ্ধি হয়ে গেছি। নায়েবি করে চুল পাকিয়েছি, কিন্তু আপনার মত লোক দেখিনি। এমন কঠোরে কোমলে মিশ্রণ আমার জীবনে কখনও দেখে ওঠা ঘটেনি। সাধনের পীড়ায় আমার দেবীদর্শন হ'লো। তবে আরও একজন মানুষ দেখলেম। মাপ করবেন কর্ত্তা মশায়, আপনাকে মানুষ বলে ফেলেছি। আপনি দেবপদ বাচ্য, কিন্তু একটা জিনিষ আপনাকে এক ধাপ নামিয়ে মানুষের ভিতর ফেলেছে, নইলে আপনি ঠিক মানুষ নয়, অতি মানুষ! মনুষ্য শ্রেষ্ঠ!"

"ভাবালেন দেখছি নায়েব মামা। আমায় বলতে হবে সে জিনিষটা কি।"

"নিশ্চয় বলবো। সে জিনিষটা হচ্ছে আপনার ক্রোধ।" "আপনি ক্রোধের বশে একটা জীবন—যে সে জীবন নয়, এই দেবীর জীবন নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছেন। তাতে নিজেকেও নামিয়ে ফেলবেন, পরিণামে নিন্দা কুড়িয়ে আপ্‌শোষ করতে হবে।"

যদুনাথবাবু নির্ব্বাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। সকলেই নির্ব্বাক। সাধন ও শান্তির পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময় হইল। মীরা নতমস্তকে অবস্থান করিতে লাগিল। যদুনাথবাবু ধীর গম্ভীর ভাবে "হুঁ" বলিয়া কহিলেন, "নায়েব মামা, বড় শক্ত কথা বলে ফেললেন। আমি বেশ করে ভেবে দেখবো। এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে রাত্রিতে কথা কয়ে,

আপনার ভ্রম বুঝিয়ে দেব। এখন এ-সব কথা স্থগিত থাক্।" তারপর মীরার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "মা, দেখো, যেন যত্নের ক্রটী না হয়। আর তুমি খুব সাম্‌লে থাকবে মা! আমি একজন শক্ত লোকের পাল্লায় পড়েছি। আমার মানসিক চাঞ্চল্য উপস্থিত হ'য়েছে। আমার এখন অনেক ক্রটী হবে। তুমি মা সে সব সাম্‌লে নেবে। হাঁ, আর এক কথা, দেখো মা, যেন আমার মর্য্যাদা হানি না হয়। তোমার উপর আমার মর্য্যাদা নির্ভর করছে। চলুন নায়েব মামা।"

নায়েব মামা সাধনকে কহিলেন, "সাধি, দাদা আমার, কাল আমি বাড়ী যাব। মার সঙ্গে কথাবর্ত্তা ক'য়ে এসে তোমাকে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত ক'রবো। মা আমার বড়ই উতলা হয়েছেন। চলুন কর্ত্তা মশায়।

নায়েব মামা যতুনাথবাবুর অনুসরণ করিলেন।

মীরা এতক্ষণ আকুল উদ্বেগে নতমুখে বসিয়াছিল, তারপর জল ভরাক্রান্ত নয়নে রুদ্ধস্বরে কহিল, "শান্তি, বোন, আমি চানটা করে আসি তুমি একটু বোসো।" অশ্রু মুক্তাফলের ন্যায় ঝরিতে লাগিল, অঞ্চলে মুছিতে মুছিতে মীরা ধীর পদবিক্ষেপে চলিয়া গেল।

শান্তি ও সাধনের দৃষ্টি মীরা এড়াইতে পারিল না।

শান্তি কহিল, "দাদা, কিছু বুঝলে?"

সাধন উত্তর দিল, "নায়েব দাদার ইঙ্গিত ত? খুব বুঝেছি।"

শান্তি তারপর কহিতে লাগিল, "দাদা, তুমি জাননা, সতীদার উপর দিয়ে কি ঝড় ব'য়ে যাচ্ছে।" শান্তি সতীন্দ্রের পত্রে যাহা অবগত হইয়াছিল তাহা বলিলে সাধন বলিয়া উঠিল, "তাহ'লে ত সতীদা অর্থাভাবে বড় বিপদে পড়েছে।" শান্তি কহিল, "দাদা, আমি পীতাম্বরের মারফতে টাকা পাঠিয়ে দিইছি, আর তাকে মাঝে মাঝে সেখানে

পাঠিয়ে খবর নিচ্ছি। সতীদার বোন্ সেরে উঠলে তার মার অসুখ হয়, তিনিও সেরে উঠেছেন, কিন্তু আশা আবার পড়েছে। আমরা যেদিন এখান থেকে যাব, তুমি বরাবর নায়েব দাদার সঙ্গে বাড়ী যাবে; আমি পীতাম্বরকে নিয়ে সতীদার বাড়ী হয়ে বাড়ী ফিরবো মনে করেছি। একটা কথা বলবো দাদা, রাগ কোর না, দুঃখ ক'রো না। তোমার জয়ন্তীদেবী—তোমার উপযুক্ত নয়। সে যে ভাবে তার বড় বোনের সঙ্গে ব্যবহার করে তা যদি দেখতে, তা হ'লে তার উপর তোমার একটা ঘৃণা জন্মাত। সতীদার মাকে ঠেস্ দিয়ে যে সকল কথা সে আমার সামনে বলেছিল, আমি বলে রাগ সাম্‌লে নিলেম, অন্য কেউ হ'লে দু'কথা শুনিয়ে দিত।" এমন সময়ে জয়ন্তীর হঠাৎ আগমনে তাহাদের কথোপকথনে বাধা পড়িল। জয়ন্তী বলিয়া ফেলিল, "ও, দিদি নেই? তাই ত এমন সময় এসে অন্যায় করলেম, আপনাদের কথাবার্ত্তায় বাধা দিলেম।"

শান্তি কহিল, "আপনি এসে ভালই করেছেন, একটু বসুন।" তাহাকে আর কথা কহিতে না দিয়া শান্তি উঠিয়া গেল। জয়ন্তী একখানি কেদারা টানিয়া আনিয়া সাধনের শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করতঃ কহিল, "কেমন আছেন সাধনবাবু?"

"অনেকটা ভাল—তাও কেবল আপনাদের কৃপায়।"

"আমি তাহ'লে ঐ আপনাদের মধ্যে একজন।"

"আপনি মানে আপনার পিতামাতা, বৌদিদি—"

"বৌদিদিই আপনার আপনার—আমরা ত কেবল—"

"সে কি, আপনারা কি না করেছেন।"

"আপনার বৌদিদিই আপনাকে বাঁচিয়েছেন।"

"সে ত জানেন আপনারা, প্রাণপাত করে বৌদি আমার প্রাণ দিয়েছেন।

"প্রাণে প্রাণে সেটা বুঝেছেন ত ?"

"নিশ্চয় ! এ প্রাণ তাঁর কাছে বিক্রীত।"

"ও, এর মধ্যে কেনা বেচাও চলেছে ?"

"সে কি রকম ?"

"কচি খোকা, কিছুই জানেন না।"

"আপনি বলছেন কি ? আমি জীবনের জন্য তাঁর কাছে ঋণি।"

"সে ত হতেই হবে, না হ'লে চল্‌বে কিসে ?"

এ সব হেঁয়ালি সাধনের বোধগম্য হইল না।

জয়ন্তী কহিল, "কি সাধনবাবু, মানসী প্রতিমাকে ভাবছেন না কি ?"

সাধন ধীরে ধীরে কহিল, "আমার মানসী-প্রতিমা ত আমার সাম্‌নে,—আবার কাকে ভাবতে যাব।"

"বলেন কি ? কি ভাগ্য আমার !"

"সত্য সত্যই তুমি আমার মানসী-প্রতিমা। জয়ন্তী, জয়ন্তী, আমি যে তোমায় বড় ভালবাসী জয়ন্তী ?"

"বাজে কথা ক'য়ে মন ভোলাতে চান সাধনবাবু ? জয়ন্তী ভোলবার মেয়ে নয়। সাধনবাবু, দু'নায়ে পা দেওয়া চলে না !"

"আমি আপনার এ হেঁয়ালি বুঝতে পারছি না।"

"বুঝতে বেশ পারছেন, বল্‌তে পারছেন না। সাধন বাবু, যে ভুলেছে তাকেই ভোলানো সহজ, আমি ভুলছি না।"

"কে ভুলেছে ?"

"আপনার বৌদিদি, আপনি তাঁরই প্রেমে আবদ্ধ।"

"রাম রাম রাম, ওকথা উচ্চারণ করবেন না।"

থামুন্ সাধু পুরুষ, আর বড়াই করতে হবেনা। তোমাদের চাতুরি ধরা পড়েছে। তোমরা উভয়ে উভয়ের উপর আসক্ত।"

"সংযত হ'য়ে কথা বল্‌বেন !"

"সংযত ! আমি কি তোমাদের প্রেমলীলা স্বচক্ষে দেখিনি ?"

"ছি ছি, সতীর নামে অপবাদ দিতে আপনি সঙ্কোচ বোধ করলেন না ? আপনার দিদি যাঁর দেবী চরিত্র—"

"সেই দেবীই তোমার প্রণয়াসক্ত—"

"আপনি আমায় বাড়ীতে নিরাশ্রয় পেয়ে অপমান কর্চ্চেন।"

"সত্য কথা বলবো, অপমান কি ? ছলে একজন পরিণীতা নারীকে মজিয়ে আবার একটা কুমারীকে মজাতে চাও—শঠ !"

"কি করছেন আপনি ? কি করছেন ?" বলিতে বলিতে শান্তি ছুটিয়া আসিয়া হঠাৎ উত্তেজনায় মূর্চ্ছিত সাধনের মাথা কোলে করিয়া বসিয়া পড়িল। জয়ন্তী উচ্চকণ্ঠে—অমন শঠের মৃত্যুই মঙ্গল" বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

"দাদা ! দাদা !"—শান্তি ডাকিল, কিন্তু উত্তর নাই। ধীরে ধীরে কোল হইতে মস্তক নামাইয়া শান্তি জল লইয়া সাধনের মুখে চোখে ছিটাইতে ছিটাইতে সাধনের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সাধন কহিল, "আমায় এখান থেকে নিয়ে চল দিদি ! এ ঘরে আমার নিশ্বাস আটকে আসছে। আমি আর থাকতে চাইনা, আমায় নিয়ে চল।"

"নিশ্চয় নিয়ে যাব। কাল সকালে ঘুম ভাঙ্গলেই।"

"না, আজকে।"

"তা হ'তে পারে না দাদা, ওরা সন্দেহ করবে, একটা রাত কষ্ট কর। দাদা ! অপাত্রে আপনাকে বিলাতে চাইছিলে। যাক্, ও কথায় এখন দরকার নাই, কষ্ট হবে তোমার। মন থেকে ও ভাবনা দূর করে দাও। এ অবস্থায় ভাবলে আর তোমায় রক্ষা করতে পারবো না"

"আমার মাথাটা দপ্ দপ করছে, একটু টীপে দে না বোন্।"

"আমি মাথা টিপে দিচ্ছি।" বলিয়া শান্তি ধীরে ধীরে মাথা টিপিতে লাগিল।

পীতাম্বর আগের দিন রাজলক্ষ্মীদেবীর নিকট গিয়াছিল। সেখান হইতে আসিয়া বরাবর শান্তির সহিত সাক্ষাৎ করিল। শান্তি তাহাকে বলিল যে, সে যেন নায়েব মামার কাছে যাইয়া বলে যে, তাহাকে আর বাড়ী যাইতে হইবে না, মা বলেছেন, কাল যেমন করে হউক সাধনকে নিয়ে বাড়ী ফিরিয়া আসে, তারপরে রাজলক্ষ্মীদেবীর জবানি দিয়া যদুনাথ বাবুর নামে একখানি পত্র নিজে লিখিয়া পীতাম্বরের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিল যে, এই পত্র খানা মা দিয়াছেন। পত্রে যদুনাথ বাবুর উপকারের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া অনুরোধ করা হইতেছে যে, তিনি যেন কালই সাধনকে পাঠাইয়া দেন। পীতাম্বর পত্র ও উপদেশ লইয়া চলিয়া গেল।

মধ্যাহ্নকালে আহারাদির পর যদুনাথবাবু নায়েব মামার সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত ছিলেন। এমন সময় পীতাম্বর আসিয়া নায়েব মামাকে শান্তির উপদেশমত সব কথা বলিয়া, পত্রখানি যদুনাথবাবুর হস্তে প্রদান করে। যদুনাথবাবু পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া কহিলেন যে, সাধনের মাতা যে রকম উতলা হয়েছেন, সে ক্ষেত্রে সাধনকে আর এ বাড়ীতে রাখা যায় না। কালই পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। পীতাম্বরকে বলিলেন, এ সংবাদটা যেন বাটীর ভিতর যাইয়া সে বলিয়া আসে। পীতাম্বর অন্দরে প্রস্থান করিল। নায়েব মহাশয় যদুনাথবাবুর অমায়িকতা, সৌজন্য পরামর্শতার জন্য সুখ্যাতি করিয়া তাহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। যদুনাথবাবু সলজ্জভাবে কহিলেন, তিনি ধন্যবাদের পাত্র নহেন। যা করেছেন তা তাঁহার কর্ত্তব্য

প্রত্যেক মানুষেরই কর্ত্তব্য। এতে প্রশংসা বা ধন্যবাদের কিছুই নাই। তথাপি নায়েব মামা কহিলেন যে, তিনি মহানুভব। যদুনাথবাবু প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "নায়েব মামা! আমায় মহনুভব বলেছেন, কিন্তু আপনার নিকট এ মহানুভবতার মূল্য নাই। আপনিই আমায় বলেছেন যে, রিপু বশীভূত হয়ে আমি জামাইকে তাড়িয়ে দিয়েছি। আপনাকে আমি তার কৈফিয়ৎ দিচ্ছি এই যে, তাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করলেম, তার পর পথের ঠাকুর ঘরে এসে বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠিত হ'লো।"

"এ আপনার উদার হৃদয়ের পরিচয় কিন্তু একটা সামান্য কথার জন্য আপনি আপনার মহত্ব হারিয়ে ফেলেছেন। আপনি যদি এ ত্রুটি সংশোধন না করেন, লোক চক্ষে না হোক, আপনার জামাতা ও কন্যার কাছে আপনাকে হীন হয়ে থাকতে হবে।"

"আমি হীন হয়ে থাকবো?"

"হাঁ। আপনি মনে করছেন যে, এই রকম পরোপকারে, এই সাধনের ব্যাপারের ন্যায় কার্য্যে, আপনি আপনাকে খুব উপরে তুলে রাখবেন? লোকে অপনার বদান্যের সুখ্যাতি করবে? তা যদি বুঝে থাকেন ত সেটা আপনার মস্ত ভুল। আপনি অতি হীন, অতি হেয়। অপরের কাছে নয়, আপনার কন্যা ও জামাতার কাছে। আপনি কন্যাকে জিজ্ঞাসা করবেন, দেখবেন, কি ভয়ানক কষ্ট সে তার হৃদয় মধ্যে পোষণ করছে। পতি পরায়ণা দিদি আমার মুখ বুঝে সহ্য করে যাচ্ছে, মুখ ফুটে বলতে পারছে না, গৈরিক নিস্রাবের মত তার বুকের মাঝে যে বেদনা টগ্ বগ্ করে ফুটছে, দিদি আমার তার প্রচণ্ড উত্তাপে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে! ভগবান না করুন, যদি তিনি তাই হয়ে যান—আপনি আপনার মহত্বের উচ্চ শিখর

থেকে নেমে পড়বেন। তখন কন্যা জামাতা ত তুচ্ছ, জগতের কাছে আপনাকে হীন হয়ে থাকতে হবে। সেদিন দিদির মুখের ভাব দেখে সব বুঝেছি।” যদুনাথ বাবু নির্ব্বাক, কপাল কুঞ্চিত, বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ। যদুনাথবাবু বলিলেন, “বিষয়টা আমি আলোচনা করবো।”

“তাহলেই হোল, আপনি বিশ্রাম করুন। আমার অন্য কাজ আছে আমি চল্লেম।” নায়েব মামা প্রস্থান করিলেন, যদুনাথ বাবু ভাবিতে লাগিলেন।

মানসিক চাঞ্চল্য হেতু সাধন ভাল করিয়া আহার করিতে পারিল না। যৎসামান্য ভোজন করিয়া ক্লান্তিবশতঃ ঘুমাইয়া পড়িল। মীরা ও শান্তি কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। পীতাম্বর অন্দরে আসিয়া সমস্ত কথা শান্তিকে এবং অপরাপর সকলকে জ্ঞাপন করিয়াছিল। মীরা ছল ছল নেত্রে শান্তিকে কহিল, “শান্তি, দাদাকে নিয়ে ত কাল চলে যাচ্ছ, আমার দশা কি হবে বোন্!”

“বৌদি, তুমি আমাদের সঙ্গে চল। এ একটা ভারি সুযোগ। আমি তোমার বাবাকে মাকে ব’লে মত করাব। তুমি সেখানে গেলে সতীদাকে আনিয়ে তোমার শাশুড়ীর কাছে পাঠিয়ে দেবো। তবে ’এতে তোমার বাবা চটে যাবেন। তিনি যে রকম লোক তাতে যে তিনি তোমাদের মুখ দর্শন করবেন তা আমার বোধ হয় না, আর আমরাও তাঁর কাছে দোষের ভাগী হবো। তিনি আমাদের যে উপকার করেছেন তার প্রতিদান যে কি ভাবে দিচ্ছি তা তিনি বুঝবেন না, আমাদের উপর একটা বিজাতীয় ক্রোধ হবে। তা হোক্, আমাদের তাতে কিছু যাবে আসবেনা। তুমি যেতে পারবে?”

“পারবো। আমায় নিয়ে চল বোন্!”

“বেশ, আমার উপর নির্ভর কর।”

❊ সতীর জ্যোতি ❊

মীরার বুকের বোঝা ভবিষ্যৎ সুখের আশায় কতকটা নামিয়া গেল। অপরাহ্নে যদুনাথবাবু কক্ষে আসিয়া দেখিলেন, সাধন হেলান দিয়া বসিয়া আছে। মীরা ও শান্তি উৎফুল্ল বদনে কথাবার্ত্তা কহিতেছে। তিনি একখানি আরাম কেদারায় বসিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, "শান্তি, মা, কাল ত তোমাদের যেতে হচ্ছে।"

"আজ্ঞে হাঁ, আমি ছেলে মানুষ, আপনাকে আর কি বলবো ? আপনার দয়ায় দাদাকে ফিরিয়ে পেয়েছি। আপনি আমাদের সঙ্গে গিয়ে আমাদের বাড়ীতে পায়ের ধূলা দিয়ে আসবেন চলুন।"

"কাল হবে না মা, আর একদিন তখন যাব।"

"না, আপনাকে কাল যেতে হবে আমাদের সঙ্গে। তা না হলে মা কত দুঃখ করবেন !"

"তোমার মাকে আমায় মাপ করতে বলবে। কাল আমার যাওয়া ঘটবে না। একটা মামলা আছে তার জন্য আমায় কাল মফঃস্বলে যেতে হবে।"

"তবে বৌদিদিকে আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিন।"

"আচ্ছা, মীরা যাবে, আমি তার বন্দোবস্ত করবো।"

মীরার গর্ভধারিণী সেই সময়ে কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "না, মীরার যাওয়া হবে না।"

যদুনাথবাবু কহিলেন, "কেন ?"

গিন্নী কর্ত্তাকে বাহিরে যাইতে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, "আমি যেতে দিতে পারিনা।" এই কথা বলিয়া গিন্নী বাহিরে গেলেন। কর্ত্তা তৎপূর্ব্বেই প্রস্থান করিয়াছিলেন।

মীরা অবাক হইয়া শান্তির দিকে তাকাইতেই শান্তি কহিল, "বৌদিদি আমি বুঝেছি। তোমার ছোট বোন্ নিশ্চয় মাকে লাগিয়েছে।

কেঁদনা বৌদিদি, ঈর্ষাপরবশ হয়ে ভুল বুঝে তোমার বোন্ তোমার মাথায় কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। সেদিন ত তোমায় সব খুলে বলেছি।”

“আমার তা হলে কি হবে! আমার যে সর্ব্বনাশ হ’ল শান্তি। এ কলঙ্ক-পশরা মাথায় করে আমি কি রকম করে বেঁচে থাকবো। আর উনি শুনলে কি বলবেন; আমায় যে জন্মের মত ত্যাগ করবেন। দিদি! শান্তি-দিদি আমার! আমার যে জীবন জনম সব গেল। আমার সর্ব্বনাশ হোল। বিনা দোষে আমার কপালে কলঙ্কের ছাপ পড়লো। আর আমার জীবনের মূল্য কি? নারীর দুর্লভ রত্ন সতীত্বের উপর কটাক্ষপাত।”

“চুপ, চুপ, অমন কথা মুখে এনোনা বৌদিদি! সতী তুমি, তোমার পুণ্যের জ্যোতিতে তুমি আপনি ভেসে উঠবে। নিন্দুকের হাজার জিহ্বা হ’তে কুৎসা বর্ষণ হোলেও সে জ্যোতি নিভবে না। অমল-ধবল আলোকে সতীত্ব-মাহাত্ম্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। তুমি যে আমার সতীর জ্যোতি! ক্রোধকম্পিত কলেবরে যদুনাথ বাবু কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিলেন “মীরা, ঘর থেকে বেরিয়ে যাও—যাও বলছি! এখনও বসে?” মীরা ধীরে-ধীরে উঠিয়া যাইতেছিল। যদুনাথবাবুর মুখ হইতে বাহির হইল, “কুলটা রমণী!”

মীরা সদর্পে “বাবা” বলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। চক্ষু দিয়া অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বাহির হইল, রাগে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। শান্তি ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কক্ষের বাহিরে লইয়া গেল। সাধন হতবুদ্ধি হইয়া দেখিতে লাগিল। যদুনাথবাবু সাধনকে কহিলেন, “আমার অযাচিত উপকারের যথেষ্ট প্রতিদান দিয়েছ। তোমায় আর কিছু বলতে চাই না। এস গিন্নি! এ দুশ্চরিত্র কলুষিত স্থান অবস্থানের

অযোগ্য।” গিন্নীর হাত ধরিয়া ক্রোধভরে যদুনাথবাবু কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। শান্তি কক্ষে প্রবেশ করিয়া একজন পরিচারিকার দ্বারা নায়েব দাদাকে আহ্বান করতঃ কহিল, “নায়েব দাদা! এই মুহূর্ত্তে এ বাড়ী ত্যাগ করতে হবে। তুমি কোন কথা ক'ওনা। গাড়ী ডাকাতে পাঠাও। কারণ, গাড়ীতে যেতে যেতে বলবো।” নায়েব দাদা চলিয়া গেল। অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যে গাড়ী আসিল, হরের মা পীতাম্বর এবং নায়েব দাদার সাহায্যে শান্তি সাধনকে গাড়ীতে উঠাইয়া গাড়ী চালাইয়া দিল। যাইবার সময় যদুনাথবাবুর বাড়ীর কেহই তাহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিল না। মাত্র জয়ন্তী আসিয়া শান্তিকে টিটকারী দিয়া চলিয়া গেল। পথিমধ্যে নায়েব দাদা শান্তির মুখে সমস্ত শুনিলেন। শুনিয়া নিজের হস্ত কামড়াইতে কামড়াইতে বলিলেন, “শান্তি, কেন আমায় তখন বললে না। আমি পাপিষ্ঠকে দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে আসতেম।” শান্তি কহিল, “আমরা তার কাছে কৃতজ্ঞ।”

নায়েব দাদা কহিলেন, “কৃতজ্ঞ! কিছুতেই নয়। যে পাষণ্ড স্বার্থ সাধনের জন্য সাধনকে পীড়িতাবস্থায় এনে চিকিৎসা করেছে তার কাছে কৃতজ্ঞ হতে যাব কেন? ছেলে ধরে এনে মেয়ে গছানই দেখ্‌ছি পাপিষ্ঠের পেশা! শান্তি, বড় ভুল করেঁছিস্।”

“যেতে দাও দাদা! এ কথা ছেড়ে দাও। আমাদের মহা কর্ত্তব্য এখন পড়ে রয়েছে। দুরপণেয় কলঙ্কের বোঝা মাথায় করে বেরিয়ে এসেছি। এর প্রতিকার করা চাই।”

“কি করবি?”

তুমি দাদাকে নিয়ে বরাবর বাড়ী যাবে, আমি পীতাম্বরকে আর হরের মাকে নিয়ে সতীদার বাড়ী যাব। দুদিন থেকে, সব ব'লে ক'য়ে আমি বাড়ী যাব। তুমি মাকে সব খুলে বলবে।”

"দিদি, বুড়ো হয়েছি, কিন্তু তোর মত বুদ্ধিমতি পরিণামদর্শিনি মেয়ে দেখিনি। যা করবি, তাইতেই যে তাক্ লাগিয়ে দিচ্ছিস্ বোন।"

সাধনও সম্মতি জ্ঞাপন করিল। গাড়ী হাওড়া ষ্টেশনে আসিলে নায়েব দাদা টিকিট কাটিয়া আনিয়া ট্রেণে উঠিলেন। নিজে সাধনকে লইয়া বাড়ী পৌছিলেন। পীতাম্বর, শান্তি ও হরের মাকে লইয়া সতীন্দ্রের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সতীন্দ্র-জননী অতীব আহ্লাদ সহকারে শান্তিকে কক্ষে আনিয়া রুগ্না আশার পার্শ্বে বসাইয়া সতীন্দ্রকে পাড়ার পল্লীসঙ্ঘ হইতে ডাকিয়া আনিবার জন্য একটা প্রাতিবেশী বালককে পাঠাইয়া দিলেন। সতীন্দ্র-জননী ফিরিয়া আসিয়া শান্তির মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, "আহা, মা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। মা, তোমার কৃপায় তোমার দাদার কৃপায় আমরা মায়ে ঝিয়ে বেঁচে উঠেছি। আশীর্ব্বাদ করি, স্বামী পুত্র নিয়ে চিরকাল ঘর কন্যা কর।" শান্তি হাসিয়া উঠিল। তারপর তাহার হঠাৎ আগমনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে শান্তি কহিল, "যদিও দাদার ব্যায়রাম সেরে গেছে, তথাপি এখনও দুর্ব্বল। মা, দাদার জন্য বড়ই উতলা হয়েছিলেন তাই দাদাকে আজকে নিয়ে আসা হ'ল, আর আসবার পথে সে একবার বিশেষ দরকারে এখানে এসে উপস্থিত হল।" তারপর একে একে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলে সতীন্দ্র-জননী অবাক হইয়া কহিলেন, "ও মা, ও কি কথা গো, বাপে মেয়েতে এমন কথা বলতে পারে? মা, বৌমাকে ত আর সেখানে রাখা চলে না? বৌমা যে আমার মনোকষ্টে কাল কাটাচ্ছে। কি করে তাকে আনবো মা?"

আশা কহিল, "মা, বৌ-দিদিকে আনবার এ একটা সুযোগ, "তাই কর মা।" এমন সময় সতীন্দ্র "কি করবে রে খুকি" বলিয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া চম্‌কাইয়া গেল।

"আরে দিদি যে, কখন এলে ? সাধি কেমন আছে ?"

"এই আসছি দাদা ! দাদা ভাল আছে, তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে আমি এখানে এসেছি।"

"বেশ করেছো। তারপর, সাধি বেশ সেরে উঠেছে ত ?"

শান্তি কহিল, "হাঁ। দাদা একটু বল পেলে, আর মা সেরে উঠলে আমরা পশ্চিমে দু'মাসের জন্য হাওয়া খেতে যাব, ফিরে এসে বৌদিদিকে আনা হবে। আমি আসবার সময় বৌদিদিকে বেশ করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এসেছি, সতীদা।"

"ঐ কথাই রইলো। এখন দিদি, তুমি উঠে মুখ হাত ধুয়ে ফেল। দাদা, শান্তিকে নিয়ে যাও।" আশা উত্তর করিল। সতীন্দ্র শান্তিকে লইয়া প্রস্থান করিল।

২০

জলের একটানা স্রোতের মত দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। সাধন ও তাহার মাতা লুপ্ত স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইয়াছেন। এদিকে সাধনের ডাক্তারি পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। সম্মানের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এল, এম, এস, ডিগ্রি উপাধি অর্জ্জন করিয়াছে। পুত্রের কল্যাণে সাধন-জননী মহাসমারোহে সত্যনারায়ণ পূজা সমাহিত করিলেন। একদিন মধ্যাহ্নে আহারান্তে মাতা, পুত্র ও কন্যা কথোপ-কথনে নিযুক্তা। নায়েব মামা আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিলেন। রাজলক্ষ্মীদেবী কথায় কথায় যদুনাথবাবুর কথা উত্থাপন করিলে নায়েব

মামা কহিলেন, "দেখ মা, যদুনাথবাবুর অনেক গুণ আছে। কিন্তু থাক্‌লে কি হবে, এক দোষে তাঁকে মাটী করে দিয়েছে। তিনি বড় কান্‌ পাত্‌লা লোক, তার উপর ভয়ানক রাগী। আর একটা তার মহা দোষ যে, তিনি তার ছোট মেয়ের কথা অভ্রান্ত সত্য বলে মনে করেন। আর সেইজন্য তিনি না বুঝে আমাদের সঙ্গে শেষে এই ব্যবহারটা করলেন।"

"যাই করুন তিনি, তথাপি আমি সাধনের জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।"

"একশ' বার, কিন্তু মা, সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পথ তিনি রাখেন নি।"

তাহারা চলিয়া যাইলে নায়েব মামা যথাযথ ঘটনাটি বর্ণনা করিলে, রাজলক্ষ্মীদেবী অতীব বিস্ময়ে কহিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! ভয়ানক লোক ত তিনি! বাপ হ'য়ে মেয়েকে এই কুৎসিত ভাষায় তিরস্কার ক'রেছেন, আর যে-সে মেয়ে নয়, সতীকুল-রাণী মেয়ে! বল কি, আমায় যে অবাক করে দিলে। ভগবান! তোমার অনন্ত মহিমা বুঝতে পারি এমন সাধ্য কি আমার আছে? প্রভু, এইবারে বুঝতে পেরেছি, আমার মনের বাসনা পূর্ণ করবার জন্য আমার ঘাড়ে এই অভাবনীয় বিপদ চাপিয়ে দিয়ে নিজের মঙ্গল-কার্য্য সম্পাদন করতে উদ্যত হ'য়েছ! দয়াময়, আমায় ক্ষমা কর, তোমার চরণে আমার লক্ষ প্রণিপাত।"

"মা, তোমার এ প্রার্থনা ত বুঝতে পারলেম না। তোমার মনের বাসনা কি মা?"

"কাউকেও ব'লো না নায়েব মামা, আমি শান্তি সাধনের মিলন চাই। মাকে আমার কুললক্ষ্মীরূপে এই গৃহে প্রতিষ্ঠা করতে চাই।"

"মা মা, আহ্লাদে যে আমার প্রাণ নেচে উঠছে। কি ব'লে

এ আহ্লাদ প্রকাশ ক'রবো, আমি যে বলতে পারছি না মা। জয় ভগবান!"

"নায়েব মামা, এইবার আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।"

"নিশ্চয় হবে, সাধন মরীচিকা পানে দৌড়েছিল, বড় ভুল ক'রেছিল। স্নিগ্ধ-সরসী তার সম্মুখে, অন্ধ সে, পাতকোয় ঝাঁপ দিতে চাচ্ছিল।"

"থাম মামা, পায়ের শব্দ পাচ্ছি, ওরা আসছে। মিনতি করছি, ঘুণাক্ষরে যেন কেউ এ কথা জানতে না পারে। শান্তিও নয়—সাধনও নয়।"

"আমি এখন আসি মা, কেউ এ কথা জানবে না।" নায়েব মামা চলিয়া গেলেন।

২১

ননদের পীড়ার সংবাদ পাইয়া মাতা ও ভ্রাতার সহিত আশা শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, ননদের অবস্থা অতীব খারাপ। পীড়া হইয়া অবধি তাহাকে কেহ এক বিন্দু ঔষধ খাওয়াইতে সক্ষম হয় নাই। সে যেন এক রকম আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছে। আশার মাতা, সতীন্দ্র কত অনুরোধ উপরোধ করিল, তাহাদের অনুযোগ ভাসিয়া গেল। দিন দিন আয়ু ক্ষয় হইয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে সেই ভয়ানক মুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। আশা আসিবার অষ্টাহ পরে একদিন সন্ধ্যাকালে তাহার ননদের প্রাণবায়ু বাহির্গত হইল। তাহার মৃত্যুর দুই দিন সতীন্দ্র-জননী শোক-সন্তপ্তা শাশুড়ীকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিয়া আশাকে রাখিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

দেখিতে দেখিতে দুই মাস গত হইল। আশা অতিরিক্ত পরিশ্রমে পীড়িত হইয়া পড়িল। এ পীড়ার কথা সতীন্দ্র বা তাহার জননী শুনিতে পাইল না। দুই চারি দিন ঔষধ সেবন করিয়া আশার পীড়ার কতকটা উপশম হইলেও জ্বর একেবারে ছাড়িল না। স্নানাহার চলিতে লাগিল, জ্বরও হইতে লাগিল। যতটা সম্ভব আহারের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া আশা গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করিতে লাগিল। দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। একদিন সতীন্দ্র আসিয়া পড়াতে আশা তাহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলে সতীন্দ্র তাহার শাশুড়ী ও ভাসুরের কাছে, আশাকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করে। তাঁহারা সম্মতি প্রদান করিলে সতীন্দ্র গাড়ী আনিতে প্রস্থান করে। ইত্যবসরে মিহির আসিয়া উপস্থিত হয়। আশার মুখে সমস্ত শুনিয়া মিহির মাতা ও ভ্রাতাকে বলে যে, তাহাকে কিছুতেই পাঠাবে না। মাতাপুত্রে বাদানুবাদ চলিতেছে এমন সময় সতীন্দ্র গাড়ী লইয়া আসিল। মিহির সতীন্দ্রকে দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তাহার মুখ হইতে বাহির হইল, যে নিজে খাইতে পায় না, সে বোন্‌কে ডাক্তার দেখাবে কোন সাহসে। সতীন্দ্র মরমে মরিয়া গেল। কেবল দেঁতোর হাসি হাসিয়া কহিল, ভিক্ষা করিয়া সে তার বোন্‌কে চিকিৎসা করাইবে। মিহির আশাকে যাইতে দিবে না, সতীন্দ্রও ছাড়িবে না। শেষে জোর করিয়া তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া আসিল। মিহির চীৎকার করিয়া বলিল যে, এই শেষ যাত্রা। আশা মৃদুহাস্যে কহিল যে, 'তাহার আশীর্ব্বাদ।' পরে ভাই ভগ্নীতে মিলিয়া স্বগ্রামে চলিয়া আসিল। সতীন্দ্র গ্রামের ডাক্তারকে নিযুক্ত করিল। ডাক্তার যথাসাধ্য চিকিৎসা করিয়াও কোন ফল না পাওয়াতে সতীন্দ্রকে উপদেশ দিলেন যে, ভগ্নীকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া একজন বিজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে রাখা হউক। ব্যাধিটি সামান্য নয়, রাজযক্ষ্মা।

জীবনের হানি ইহাতে ষোল আনা। সতীন্দ্র তখন নিরুপায় হইয়া সাধনকে পত্র লিখে। পত্র পাঠ মাত্র মাতার উপদেশ লইয়া সাধন আসিয়া সতীন্দ্রকে সমস্ত কথা জানাইলে সতীন্দ্র নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। দরদর ধারে কৃতজ্ঞতার উৎস চক্ষু দিয়া ঝরিতে লাগিল। সতীন্দ্র-জননী সাধনের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করিলেন। কতক বাহির হইল কতক গদগদ স্বরে মিশাইয়া গেল। তিনিও আহ্লাদে কাঁদিয়া ফেলিলেন। আত্মসম্বরণ করিয়া সতীন্দ্র-জননী কহিলেন, "বাবা, তোমার ঋণ আমরা কখন পরিশোধ করতে পারবো না। এখন কবে যাওয়া হবে দিন ক্ষণ দেখতে বলি ওবাড়ীর ঐ জ্যোতিষ ঠাকুরকে। হাঁ, একটা, কথা, সতী যেদিন ঝগড়া ক'রে খুকিকে নিয়ে আসে দিন ক্ষণ দেখে আনে নি, সে দিনটা খারাপ ছিল, ষষ্ঠীদগ্ধা। আমি মনে করেছি যে, যখন কলকাতায় যাচ্ছি তখন ভাল দিন দেখে বেরিয়ে সরাসরি খুকির শশুরবাড়ী গিয়ে উঠবো। তারপর তেরাত্তির কাটিয়ে আমরা বাসায় ফিরে আসবো।"

রুগ্না আশা ক্ষীণ স্বরে বলিল, "না মা, আর সেখানে আমায় নিয়ে যেও না। দাদা তোমার পায়ে পড়ি, মাকে বারণ কর!"

"খুকি, জানি, সব জানি। কিন্তু কি করবো বোন্ তোর জন্যই যে মা যাত্রা বদ্‌লাতে বলছে। মনে রাখিস্ বোন্, যতক্ষণ বেঁচে থাকবো, তোর আশা অপূর্ণ রাখবো না। তুই আমার একটা কথা রাখ, এ বায়না ছেড়ে দে—তিনটে রাত্রি।"

আশা কথা কহিল না, গ্রীবা হেলাইয়া সম্মতি দিল। মাতা উঠিয়া দিন ক্ষণ জানিতে গেল, সাধন সতীন্দ্র কথোপকথন করিতে লাগিল।

পরদিন প্রাতে পীতাম্বর আসিয়া সংবাদ দিল যে, বাসার বন্দোবস্ত

হইয়াছে, বাড়ী হইতে দুই জন চাকর একজন দাসী আসিয়াছে। তাহারা গৃহ হইতে আনীত দ্রব্যাদি যথা স্থানে সংরক্ষিত করিতেছে। নায়েব দাদা বলিয়া দিয়াছেন যে, এখান থেকে কোন কিছু লইয়া যাইবার আবশ্যক নাই।”

মাতা আসিয়া সংবাদ দিলেন, আগামী কল্য অপরাহ্ন পাঁচটার সময় দিন ভাল। ঐ সময়ে যাত্রা করা স্থির করিয়া সতীন্দ্র মিহিরকে একখানি পত্র দিল, তাহারা আশাকে লইয়া তাহাদের বাড়ীতে যাত্রা পরিবর্ত্তন করিতে যাইবে। আর আর কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া লিখিয়া দিল।

মিহির পত্রপাঠ জ্বলিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি মাতার নিকট যাইয়া পত্রমর্ম্ম অবগত করাইয়া কহিল, “একটা অছিলা কেমন দেখছো মা, যাত্রা পাল্টাতে আসছে? ঐ নাম করে এখানে এসে ফেলে রেখে যাবে। মেরে ফেলে এখন আমাদের ঘাড়ে বোঝা চাপাতে চায়।

মিহিরের মাতা কহিলেন, “তুই থাম্, কিছু জানলি না, শুনলি না, ধাঁ করে একটা কথা বলে ফেললি। আরে বাপু, আগে আস্থকই। তারপর তোর যা বলবার থাকে বলিস্। কিন্তু তোর বলা বড় ভয়ানক বলা। যা তা হঠাৎ না ভেবে চিন্তে বলিস, আর কাল বাক্যের মত ফলে যায়। তুই কথা কোস্‌নি। আমার বৌ, আমার বাড়ী আসছে আমি বুঝবো। তোর কি, তুই দেখতে না পারিস; স’রে যাস্।”

মিহির গজ্ গজ্ করিতে করিতে চলিয়া গেল। তাহার জননী উপরের একটী কক্ষ পুত্রবধুর অবস্থানের জন্য ঠিক করিয়া রাখিলেন। যথাকালে সতীন্দ্র মাতাকে ও আশাকে লইয়া মিহিরের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখিল, মিহির বা তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাড়ী নাই। কনিষ্ঠ ভাই ও ভগ্নী দরজার গোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। সতীন্দ্র

অনন্যোপায় হইয়া মাতার সাহায্যে অতি কষ্টে আশাকে লইয়া তাহার শাশুড়ী নির্দ্দেশিত কক্ষে আশাকে শয়ন করাইয়া গাড়োয়ানকে বিদায় দিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। আসিবার সময় সাধন গাড়া হইতে নামিয়া বাসা দেখিতে গিয়াছিল। রেল ভ্রমণে এবং ঘোড়ার গাড়ীতে উঠা নামা করাতে রোগ-ক্লিষ্টা আশা শয্যা আশ্রয় করিতেই অচেতন হইয়া পড়ে। সতীন্দ্র ও তাহার মাতা সসব্যস্তে জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগিল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে জ্ঞানের সঞ্চার হইলে আশার শাশুড়ী খানিকটা গরম দুধ আনিয়া পুত্রবধুর পার্শ্বে বসিয়া খাওয়াইয়া দিলে আশা কতকটা ধাতস্থ হইল। ইতিমধ্যে মিহির আফিস হইতে বাড়ী আসিল। দরজার নিকট ছোট ভাইএর মুখে সমস্ত শুনিয়া আপনার কক্ষে প্রবেশ করতঃ মাতাকে ডাকাইয়া আনিয়া উগ্রভাবে গোটা কয়েক কথা বলিয়া বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। শাশুড়ী কিম্বা সম্বন্ধীর সহিত বাক্যালাপ করা দূরে থাকুক একবার দেখাও করিল না; পত্নী ত তার কাছে তুচ্ছ। মিহির চলিয়া গিয়াছে এ সংবাদ সতীন্দ্র বা তাহার মাতার কাছে গোপন রহিল না।

আশা ধীরে ধীরে তাহার দাদাকে ডাকিয়া কহিল, "কেন অপমান হ'তে এলে দাদা?"

"তোমার জন্য সব সহ্য করবো দিদি আমার। ভগবান যদি দিন দেন্, তোকে বাঁচিয়ে তুলতে পারি, তখন এর প্রতিশোধ নেবো, আর যদি তা না পারি দিদি, তা হ'লে"—ঝর ঝর করিয়া ধারা ঝরিয়া পড়িল। সতীন্দ্রের বাক্ রোধ হইল।

"আমি সেরে উঠবো দাদা, কেঁদো না।" আশা ম্লান মুখে কথা কয়টি কহিয়া ক্ষীণ হস্তে সতীন্দ্রের চক্ষুরজল মুছাইয়া দিল। কি করুণ

মর্ম্মন্তুদ ! এ দৃশ্যে অতি পাষণ্ডের চিত্তও দ্রবীভূত হয়। আশার ভাসুর সেই সময়ে কক্ষ দ্বারে উপস্থিত হইয়া সেই করুণ দৃশ্য দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে নাই। ধপ্ করিয়া চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িয়া "সতী ভাই, আমার বৌমার একি চেহারা হ'য়েছে দাদা ? সেই ননীর অঙ্গ বাখারির মত শুকনো হ'য়ে গেছে, সেই চাঁপা ফুলের মত রং সাদা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। আহা, বৌমা ! বৌমা ! আর বলিতে পারিলেন না ! মুখে কাপড় দিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সতীন্দ্র এবং তাঁহার জননী আপনাপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিল। প্রথম রাত্রি অতিবাহিত হইল, নিজেরা উপবাসে কাটাইল। গৃহ হইতে আনীত দুগ্ধ ও দু'চারিটি আঙ্গুর ও বেদানার রসের দ্বারা রোগিণীর আহার সংস্থাপন হইল। বাড়ীর কেউ আর সারা রাত তাদের খবর লয় নাই। সাধন বাসায় যাইয়া নায়েব দাদার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ভাল ভাল ডাক্তারের বন্দোবস্ত করিতে করিতে রাত্রি হইয়া যায়, সেই জন্য সে আর আসে নাই !

সাধন আসিয়া যখন সমস্ত শুনিল তখন তাহার হৃদয়ে বিজাতীয় ক্রোধের সঞ্চার হইল ! কিন্তু কি করিবে সে, ক্রোধ প্রকাশে উপায় নাই, যেহেতু মিহির আশার স্বামী।

সতীন্দ্র ও সাধন পরামর্শ করিয়া মাতার কাছে যাইয়া বলিল, "মা, এঁদের ভাব গতিক ত ভাল নয়, এখন কি ক'রবে ?"

যখন এসেছি, তখন সব অপমান, কষ্ট, ঘৃণা, তাচ্ছল্য সহ্য করে আর দু'রাত্রি কাটাব বাবা !"

"তবে আমরা এক কাজ করি, ওদের ভরসায় আর থেকে দরকার নাই। দুধ বার্লি প্রভৃতি আশার যা' যা' খাবার দরকার আমরা

কিনে আনি। দু' একটা আবশ্যকীয় পাত্র, একটা ষ্টোভ, তার জ্বালবার সরঞ্জম এনে দিচ্ছি। আশার যাতে কষ্ট না হয় তাই কর।" এই বলিয়া সাধন ও সতীন্দ্র প্রস্থান করিল।

সতীন্দ্র-জননী এতাবৎকাল কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এক্ষণে আশার ছোট ননদকে ডাকিয়া একবার উঠিয়া গেলেন। দশ মিনিটের মধ্যে স্নানাদি কার্য্য সমাধা করিয়া আর্দ্র বস্ত্রখানি শুখাইতে দিয়া কন্যার পার্শ্বে আসিয়া দেখিলেন, আশা কপালে চোখ তুলিয়া মৃতবৎ পড়িয়া আছে। কোন সাড়া নাই। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওগো বেয়ান, কি হোল গো! ওগো, একবার এস গো! আমার যে আর হাত পা আসছে না! ওগো কি হবে গো! ও খুকি, তোমার ছোটদাকে একবার ডেকে দাও, কাউকে ডেকে আনুক। আমার আশার কি হোল' গো!" কিন্তু তাহার আর্ত্তনাদ বৃথা হইল, সাহায্যার্থে কেহই আসিল না। জল লইয়া নিজেই ঝাপ্‌টা দিতে দিতে আশা চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করিল। ওষ্ঠ কম্পিত হইল। মাতা আকুল আগ্রহে মা, মা বলিয়া ডাকিলেন, সাড়া পাইলেন না। এমন সময়ে সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হইল। সতীন্দ্র-জননী চাহিয়া দেখিল, কেউ সেখানে নাই। ছোট ননদও ভয়ে উঠিয়া গিয়াছিল। তিনি ডাকিয়া কহিলেন, "ওগো, তোমরা কেউ গিয়ে দরজাটা খুলে দাওনা আমার যে ওঠবার বল নাই।" কথা বাতাসে ভাসিয়ে গেল, তিনি বাধ্য হইয়া উঠিয়া পড়িলেন। ভগবানের হাতে কন্যা সমর্পণ করিয়া নীচে যাইয়া দরজা খুলিয়া দিয়া দ্রুত চলিয়া আসিলে, কে আসিল না আসিল দেখিবার অবসর হইল না। সতীন্দ্র মাতাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া "কি হোল' মা, কি হোল'?" বলিতে বলিতে মাতার অনুসরণ করিল। সাধন দ্রব্যাদি লইয়া

পশ্চাৎ পশ্চাৎ কক্ষে প্রবেশ করিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। কাহারও মুখে কথা নাই। তারপর তিন জনে মিলিয়া আশার চৈতন্য সম্পাদনে নিযুক্ত হইল। অর্দ্ধঘণ্টা অতিক্রম হইলে আশার জ্ঞান সঞ্চার হইল। সাধন তাড়াতাড়ি দুগ্ধ গরম করিয়া ব্রাণ্ডির সঙ্গে খানিকটা খাওয়াইয়া দিল।

সাধন সকালে আশা ও সকলকে লইয়া বাসায় গিয়া উঠিল। যাইবার সময় মিহির-জননী আশার মাতার হাত দু'খানি ধরিয়া কহিয়াছিলেন, "আমার ত্রুটী নিওনা বেয়ান, সবই ভাগ্যে করে।" সতীন্দ্র জননী কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন "মেয়েটাকে যেন জেন্ত এনে তোমায় দিতে পারি দিদি, এই আশীর্ব্বাদ করুন"——

রাজলক্ষ্মী দেবী আগের দিন বাসায় আসিয়াছিলেন। আশাকে বাসায় দেখিয়া তিনি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। অতি কষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া সতীন্দ্র জননীকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। তারপর পুত্রের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সহরের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া আশার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। তিনটী মাস কাটিয়া গেল। পীড়া উত্তর উত্তর বর্দ্ধিত হইয়া জীবনীশক্তি হ্রাস করিয়া ফেলিল। ডাক্তারেরা বলিলেন যে তাঁহাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে এমন আর কোন্ ঔষধ নাই যে তাহা দ্বারা উপকার হইবে। এ ব্যাধি তাহাদের চিকিৎসার বাহিরে। একমাত্র ভগবান ছাড়া আর কিছু উপায় নাই। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ এই মহাজন বাক্যের, অনুসরণ করিয়া সাধন-জননী আশাকে কলিকাতার একজন শ্রেষ্ঠ কবিরাজের চিকিৎসাধীনে রাখিলেন।

২২

শান্তি সাধনকে লইয়া চলিয়া যাইবার পর হইতে মীরা উৎকট চিন্তায় জীর্ণ হইতে লাগিল। তদুপরি ভর্গ্নার শ্লেষবাণী, পিতামাতার তিরস্কার, লাঞ্ছনা, ভ্রাতৃবধুদের উপেক্ষা, তাহাকে বিশেষ রূপে মর্ম্ম পীড়িত করিতে লাগিল। কতবার তাহার মনে আত্মহত্যার বাসনা বলবতী হইয়াছিল, কেবল শান্তির আশ্বাসবাণী তাহাকে সে উদ্যম হইতে বিরত রাখিয়াছিল। এদিকে শান্তি মীরাকে আনিবার বহুবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতেছিল; কিন্তু সফলকাম হয় নাই। একটা না একটা আকস্মিক ঘটনা তাহার কার্য্যে বাঘাত দান করিতেছিল। শান্তি ও মীরার মধ্যে গোপনে পত্রের আদান প্রদান চলিতেছিল। পীতাম্বর চতুরতার সহিত এই কার্য্য সম্পাদন করিত।

শান্তির প্রতি পত্রে মীরা আশ্বাস পাইত। ভবিষ্যৎ সুখের একটা ক্ষীণ আশা তাহার মনের মধ্যে উঁকি মারিতেছিল! শত উপেক্ষা, তাচ্ছিল্য, ঘৃণা কুৎসার মধ্যে ঐটুকুই তার বিক্ষত মরমের শান্তি। শান্তির শেষ পত্র পাঠ করিয়া মীরা শিহরিয়া উঠিয়াছিল। সে অসম সাহসিক কাজ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। একদিকে লোকনিন্দা অপর দিকে স্বামী-সম্মিলন। স্বামী সহ মিলনের আশায় সতী নারী সে কার্য্য সম্পন্ন করিতে দ্বিধা করিল না। শান্তির নির্দ্দেশ মতে পীতাম্বর সন্ধ্যাকালেএকখানি গাড়ী লইয়া যদুনাথ বাবুর বাড়ীর পশ্চাৎ দ্বারে অবস্থান করিতেছিল। মীরা বিশুর মার মারফতে সে সংবাদ অবগত হইয়া ধীরে ধীরে আসিয়া গাড়ীতে উঠিলে পীতাম্বর তাহাকে লইয়া একেবারে শান্তির নিকট আনিয়া পৌছাইয়া দিয়া কলিকাতায় রাজলক্ষ্মী দেবীকে সে সংবাদ প্রদান করে। বলা বাহুল্য, রাজলক্ষ্মীদেবী শান্তির এই কার্য্যে সহানুভূতি জানাইয়া সতীন্দ্র-ভগিনীর পবি

চর্য্যার বন্দোবস্ত হেতু কলিকাতায় আগমন করেন। পীতাম্বর আসিয়া মীরার সংবাদ জ্ঞাপন করিলে তিনি অতীব আহ্লাদিত হন। মীরা পীতাম্বরের সহিত প্রস্থান করিবার দুই ঘণ্টা পরে বিশুর মা জয়ন্তীকে মীরার বাটী পরিত্যাগ সংবাদ জ্ঞাপন করে! পীতাম্বর পূর্ব্ব হইতে অর্থ দ্বারা বিশুর মাকে বশীভূত করিয়াছিল। তাহারই আদেশ মত বিশুর মা এই সংবাদ জানাইলে জয়ন্তী দ্রুতপদে পিতার নিকট গমন করে। যদুনাথবাবু স্ত্রীর সহিত মীরার সম্বন্ধে কথোপকথনে নিযুক্ত ছিলেন। জয়ন্তীর নিকট মীরার অতর্কিতে বাড়ী পরিত্যাগের কথা শুনিয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। পরে চমকিত হইয়া কহিলেন "সে কি!"

কন্যা উত্তর দিল, "হ্যাঁ বাবা, বিশুর মা দেখেছে। যেমন দিদি গাড়ীতে উঠলো—দৌড়ে এসে আমায় বল্লে, আমি গিয়ে দেখি গাড়ী চলে গেছে।"

কর্ত্তা কহিলেন, "গিন্নি! যেটা বাকি ছিল, সেটা হোল'। এখন সব চেপে যাও, বিশুর মাকে সাবধান করে দাও। বাড়ীর মধ্যে প্রকাশ করে দাও যে, সাধনের ব্যায়রাম বাড়াতে সতীন্দ্র এসে মীরাকে নিয়ে গেছে। তারপর সেখান থেকে নিজের শ্বশুর বাড়ী যাবে।"

গিন্নী উত্তর করিলেন, "কালামুখী করলে কি গো? মাথা কাটা গেল যে গো।"

কর্ত্তা কহিলেন, "যা করবার তা করেছে, এখন চেপে যাও। চেঁচিয়ে আর কেলেঙ্কারীটা বাড়িও না। যাও গিন্নী, আমায় একটু একলা থেকে ভাবতে দাও।" গিন্নী জয়ন্তীকে লইয়া প্রস্থান করিল। যদুনাথ বাবু একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

২৩

রাজলক্ষ্মী দেবী আশার চিকিৎসার জন্য প্রভূত অর্থব্যয় করিলেন। কিছুতেই কিছু হইল না। আশার জীবন-প্রদীপ ধীরে ধীরে স্তিমিত হইতে লাগিল।

রাজলক্ষ্মীদেবী সতীন্দ্র ও সাধনের সঙ্গে পরামর্শ করতঃ যথা সম্ভব উপদেশ দিয়া, পীতাম্বরকে সঙ্গে লইয়া স্বগ্রামে যাত্রা করিলেন। যাইবার সময়ে সাধনকে নিরালে আহ্বান করতঃ তাঁহার বাটীতে মীরার আগমন ব্যাপারটি জানাইয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি আর এখন এখানে উপস্থিত হইতে পারিবেন না। আশার শেষ মুহূর্ত্ত অতি শীঘ্র উপস্থিত। সে শোচনীয় দৃশ্য তিনি দেখিতে পারিবেন না; দেশে গমন করিয়া মীরাকে শান্তির সহিত পাঠাইয়া দিবেন। সাধন মাতার নিকট শুনিয়া যুগপৎ আনন্দিত ও বিষাদিত হইল। মাতা চলিয়া যাইলে সতীন্দ্রকে আহ্বান করতঃ বাহিরের কক্ষে যাইয়া পরামর্শ করিতে লাগিল। তাহারা কথা কহিতেছে, এমন সময়ে সতীন্দ্রের খুল্লতাত, যিনি এতাবৎকাল সতীন্দ্র-জননীকে মাসিক সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন, তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সতীন্দ্র তাহাকে আশার কক্ষে লইয়া গেলেন। আশাকে দেখিয়া তিনি "হা ভগবান" বলিয়া মাথায় হাত দিয়া আশার পার্শ্বে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

আশা মৃদুহাস্য রেখা অধরপ্রান্তে ফুটাইয়া কহিল, "কাকা, ও কি, তুমি উতলা হোচ্ছ' কেন? অসুখ কি কারো করে না? আমি যে এর চেয়ে খারাপ হ'য়ে গেছলেম, এখন ত সেরে উঠেছি!"

"সেরে উঠেছিস্, সেরে উঠেছিস্! খুকি, খুকি মা আমার!" আর কথা বাহির হইল না, অজস্র অশ্রু চক্ষু ভেদ করিয়া বাহির হইতে লাগিল।

"দাদা, দাদা, কাকাকে বাইরে নিয়ে যাও, সাম্‌লালে নিয়ে এসো। ঐ দেখ, মা আবার কাঁদছে।"

মাতা অঞ্চলে চক্ষুজল মুছিয়া আশাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। আশা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জাগ্রত বেদনা বক্ষের ভিতর গোপন করিল।

সতীন্দ্রের খুল্লতাত সতীন্দ্রের মুখে সাধনের, তাহার মাতার ও ভগ্নীর সহৃদয়তা শ্রবণ করিয়া সবিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "বাবা সাধন, তোমাদের এ পরার্থপরতা, এ স্বার্থত্যাগ ইহ জগতে দুর্ল্লভ। কিন্তু বাবা, যা দেখলেম তাতে যে সব ভেসে যায়, এ যে ভস্মে ঘী ঢালা হয় বাবা!"

সাধন কহিল, "কাকাবাবু, আমরা উপলক্ষ! সবই ভগবানের হাত, তিনি ভিন্ন মানুষের সাধ্য কি যে কোন উপায় করে।"

"তা ঠিক বাবা, আশীর্ব্বাদ করি, এই রকম প্রাণ নিয়ে ভগবৎ কৃপা অর্জ্জন কর। তারপর সতী, আশার রোগের বিষয়টা একবার গোড়া থেকে বল দেখি! হ্যাঁ, কই, মিহিরকে দেখলেম না যে?"

"মিহির আসে না।"

"আসে না?"

"না।"

"কেন?"

"তবে স্থির হ'য়ে শোনো কাকাবাবু।" এই বলিয়া সতীন্দ্র আনুপূর্ব্বিক ঘটনা তাহার কাকাবাবুর নিকট বিবৃত করিলে তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইয়া আসিল। সতীন্দ্র আবার কহিতে লাগিল, "শোনো কাকাবাবু, আর একটা মর্ম্মদাহী কথা তোমায় বলবো। তুমি বড় ভালবাস না মিহিরকে? তার দোষ তুমি কখনও দেখতে পাওনি। এখন বুঝতে পারবে, তোমার প্রিয় মিহির আমাদের প্রাণে কি ব্যথা দিয়েছে।" এই বলিয়া সতীন্দ্র আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথাই কাকাকে শুনাইল।

"থাম্ সতী, থাম্, আমার দর্প চূর্ণ হয়েছে। বড় গরব করতেম যে, আমার মত কেউ লোক চিনতে পারে না। ওঃ. মানুষ এমন! আমি যাই, আশার কাছে যাই, মার কাছে আমি ক্ষমা চাইগে। ওরে, আমি যে তার বিয়ে দিয়েছিলেম! কত আশায় আশাকে আমি যে মিহিরের হাতে তুলে দিয়েছিলেম। আমার সব আশায় ছাই পড়লো।"

আশাকে শশুরবাড়ী হইতে নূতন বাসায় লইয়া আসিবার পর হইতে আশার শশ্রূ ঠাকুরাণী পুত্রের অজ্ঞাতসারে কনিষ্ঠ পুত্র ও কনিষ্ঠ কন্যাকে প্রতি দিবস পুত্রবধূর সংবাদ আনিতে পাঠাইতেন। শেষে তাঁহাদের উপর্য্যুপরি তাড়নায় মিহির বাধ্য হইয়া একজন বিশিষ্ট বন্ধুর সহিত একদিন আশাকে দেখিতে যায়।

মিহির আসিতেছে শুনিয়া আশার খুল্লতাতের রোষ-বহ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠে! তিনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া তীব্রভাষে সম্ভাষণ করিতে আসিতেছিলেন, কিন্তু মিহিরকে দর্শন করিয়া তাহার রোষ-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। অপার্থিব স্নেহের উৎস উথলিয়া উঠিল। দুই বাহু বেষ্টন করিয়া মিহিরকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "আয় বাবা, আমার মাকে দেখবি আয়। ওরে, সে কোমল কুসুম যে ঝরে পড়েছে মিহির?"

এই স্নেহের আকর্ষণী শক্তিবলে মিহিরের নয়ন যুগল হইতে ধারা ঝরিতে লাগিল। সেই বাহু বেষ্টনে আবদ্ধ হইয়া মিহির আশার পার্শ্বে নীত হইল। আশা চকিত দৃষ্টিতে মিহিরের দিকে একবার চাহিয়াই চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করিল। মিহিরের আগমনে ক্ষণতরে আনন্দের দামিনী চমকিয়া উঠিল। তারপর সব অন্ধকার। কক্ষটি পূর্ণ বিষাদে সমাচ্ছন্ন হইল।

সেইদিন হইতে মিহির কি এক আকর্ষণী শক্তিবলে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পত্নীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল। সঙ্গে সঙ্গে মিহিরের মাতা, ভ্রাতা

ও ভগিনীগণ আসিয়া আশার চারিদিক বেষ্টন করিয়া ভগবানের কাছে তাহার রোগ মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

পুণ্যবতা সতীকুল-রাণী আশা তাহার শয্যা পার্শ্বে শ্বশুরকুল এবং পিতৃকুলের সমাবেশ দেখিয়া কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হইল। হঠাৎ তাহার মুখ হইতে বাহির হইল, "বড় অসময়।"

শশ্রূ কহিলেন, "কি বলছো বৌ মা ?"

আশা কহিল, "কিছু না।"

তারপর কক্ষদ্বারে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সাধ্যমত চীৎকারে বলিয়া উঠিল, "কে, কে ? দিদি—শান্তি দিদি, সঙ্গে কে ?" গৃহবস্থিত সকলের দৃষ্টি কক্ষদ্বারে আকৃষ্ট হইল। সকলেই চিত্রার্পিতের মত চাহিয়া রহিল।

শান্তি পার্শ্ববর্ত্তিনী রমণীর হস্ত ধারণ করিয়া সতীন্দ্র-জননীর নিকটে আসিয়া কহিল, "এই নাও মা, তোমার গৃহলক্ষ্মী। যার অবর্ত্তমানে তোমার ছেলে আজ ছন্ন-ছাড়া, সেই লক্ষ্মী ফিরে এসেছে, তাকে কোলে তুলে নাও।"

মীরা শশ্রূর চরণ দু'খানি ধরিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদগদ বচনে কহিল, "মা, তোমার দাসীকে চরণে স্থান দাও।"

"কে, কে—বৌমা! বৌমা! এতদিন কেন আসিস্‌নি মা! এদ্দিন পরে আমার আঁধার ঘরে ঘীয়ের প্রদীপ জ্বালতে এলি ? মা, ঘী যে ফুরিয়ে যায়। মা, মা, আমার যে আজ হরিষে বিষাদ হোল'।" সতীন্দ্র-জননী আর বলিতে পারিলেন না, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। কক্ষমধ্যস্থ সকলেই তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বাহিরে আনয়ন পূর্ব্বক শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। মীরা ও শান্তি উভয়ে আশার পার্শ্বে উপবেশন করিল। আশা তাহার হস্ত দুইখানি দুইজনের

ক্রোড় দেশে স্থাপন করিয়া হসিত আননে উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

রাজলক্ষ্মীদেবী বাড়ীতে যাইয়া নায়েব দাদার সঙ্গে শান্তি ও মীরাকে কলিকাতায় বাসাবাড়ীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন! সতীন্দ্র-জননী সংজ্ঞা লাভ করিলে সকলেই আবার কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সাধন আসিয়া সতীন্দ্রের মাতাকে কহিলেন যে, "তাহার মাতা সংবাদ পাঠাইয়াছেন আগামী কল্য চণ্ডীপাঠ, হোমাদি যাগ সম্পন্ন করিতে হইবে। তদনুসারে সাধন তার বন্দোবস্ত করিতে যাইতেছে। পরদিন যথাবিহিত বিধানে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক চণ্ডীপাঠ, পঞ্চাননের সহস্র নাম জপ, সূর্য্য-অর্ঘ্যাদি অর্পণ প্রভৃতি কার্য্য সমাপণ হইল। আশার অনুরোধে ব্রাহ্মণগণ তাহার সম্মুখে ভোজন করিয়া রোগ মুক্তির স্বস্তি বচন কহিয়া প্রস্থান করিল। তারপরে বাড়ীর সকলেই সেই কক্ষে আহারাদি সম্পন্ন করিতেছে, আশা মৃদু মৃদু হাসিতেছে। তাহার হাস্য বদন দেখিয়া সকলেই ফুল্লচিত্তে আহার করিতে লাগিলেন। কেবলমাত্র শান্তি আশার কাণের কাছে মুখ লইয়া কহিল, "বোন্, ও ছুষ্ট হাসির মানেটা বুঝিয়ে দেবে?"

"আমি নিজেই আমার শ্রাদ্ধ করিয়ে ব্রাহ্মণ কুটুম্ব ভোজন করাচ্ছি কি না, তাই হেসে ফেল্‌লেম।" শান্তি উত্তর দিল না।

মীরা পার্শ্বে থাকিয়া কথাগুলি শুনিয়াছিল, তাহার প্রাণটা ছ্যাঁং করিয়া উঠিল। বলিয়া ফেলিল, "পাগল কোথাকার।"

"না বৌদিদি, সত্য কথা!"

"আচ্ছা থাম্, আর গিন্নিপণা করতে হবে না।"

আশা কহিল, "শান্তি দিদি, একবার দাদাকে ও সাধন দাদাকে ডেকে আন না, কতকগুলা কথা আছে বলবো। এর পর ত আর সময় পাব না।"

"ও রকম কথা কইলে ডাকবো না।"

"পায়ে পড়ি তোমার, আচ্ছা আর বলবো না।"

শান্তি, সাধন ও সতীন্দ্রকে ডাকিয়া আনিল। উভয়ে উপবেশন করিলে বলিতে লাগিল, "দাদা, আমায় ক্ষমা করো। আমি তোমার কিছু করতে পারলেম না। বড় কষ্টে সব চেপে রেখেছি। আমার ক্ষয় হয়ে আসছে। পাছে মা টের পায় তাই উঃ আঃ পর্য্যন্ত করি না। মুখ বুঝে রোগের যাতনা সহ্য করছি! দাদা, আমার আর কিছু বলবার নেই, তুমি বৌদিদির কোন অপরাধ নিও না। বড় সাধ ছিল, তোমার একটি ছেলে দেখবো, ভগবান দেখতে দিলেন না। তাঁর কাছে আমার এই প্রার্থনা, যেন তুমি মায়ের কোল-জোড়া হ'য়ে একশো বছর বেঁচে থাক! বৌদিদি, তুমি আমার সেবা করলে, কিন্তু আমি তোমার কিছু করতে পারলেম না—একটা আপশোষ রইলো। তোমার হাতে ধরি বৌদিদি, আমার মাকে দেখো, মায়ের মেয়ে হ'য়ে মাকে যত্ন ক'রো! সাধন দাদা, সাধন দাদা, তুমি ত মানুষ নও, দেবতা! তোমায় আর কি বলবো, দাদাকে দেখো! শান্তি, আমায় বাঁচাতে পারলি না দিদি, আমার আর যে এখন মরতে ইচ্ছে নেই। আমার যে অনেক সাধ ছিল দিদি। দিদি, দিদি, দাদা গো, আর যে চেপে রাখতে পারছি না দাদা! দাদা! তোমরা আমায় বাঁচাতে পারলে না? কাকা কোথা, কাকা? ওরে বাপরে, উঃ!" শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় দর দর ধারে ধারা ঝরিতে লাগিল। সকলেই কাঁদিতে লাগিল। সতীন্দ্র-জননী কক্ষে প্রবেশ করিয়া সে দৃশ্য দেখিয়া ডাক ছাড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার চীৎকারে সকলেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, আশার চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত—চক্ষের তারা দুটি নিস্পন্দ! মিহির তাড়াতাড়ি জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগিল, নায়েব দাদা

পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। সতীন্দ্রের কাকা—"মা মা, ও মা আশা," বলিয়া মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। অতি কষ্টে দশ মিনিট কাল বিশেষ চেষ্টায় আশার লুপ্ত জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। ধীরে—অতি ধীরে জীবনী শক্তি বহিতে লাগিল। সতীন্দ্র আনন্দে বলিয়া উঠিল, "জ্ঞান হ'য়েছে, জ্ঞান হ'য়েছে।" আশা তাহার হাত দু'খানি ধীরে ধীরে তুলিয়া কাকার গলদেশে স্থাপন করিয়া কহিল, "কাকাবাবু, তোমার যে কেউ রইলো না।" কাকাবাবু উত্তর দিতে পারিল না! কপোল বহিয়া অশ্রু গড়াইয়া আশার কপোলে পতিত হইল।

আশার মা কহিলেন, "কেন মা, তুমি ত রয়েছ।"

আশা মার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। তারপর কাকার মুখ খানি তুলিতে চেষ্টা করিল, শীর্ণ হাতে জোর পাইল না। কাকা মুখ তুলিতে বরফের মত শীতল হস্তদ্বয় কাকার দুই কপোলে অতি ধীরে স্থাপন করিয়া বেদনা সূচক স্বরে কহিল, "আহা, মা হারা ছেলের আমার বড় কষ্ট।" আর বলিতে পারিল না, চক্ষু মুদ্রিত করিল, চক্ষু কোণে জল ঝরিতে লাগিল। কক্ষস্থ সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে ক্ষীণ স্বরে আশা মাকে ডাকিল।

মাতা তাহার যেন স্বর্গ হাতে পাইলেন। আকুল উদ্বেগে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মা?"

"একটু জল।" জল পান করিয়া আশা বলিল, "আমি ঘুমোব।"

"এই আমরা সব বসে আছি, তুমি ঘুমোও।"

"তোমরা ঘুমোও, আমি মরবো না এখন।"

"বালাই, ষাট্!"

আশা তন্দ্রাচ্ছন্ন হইল। উদ্বেগে উদ্বেগে রাত্রি প্রভাত হইল। এইরূপ টাল-মাটালে ক্রমে অষ্টাহ অতিবাহিত হইল।

বৎসরের পঞ্চম মাসে, নবম বাসরে, শরতের নির্মেঘ সুনীল স্বচ্ছ গগনে বালারুণ রক্তিমচ্ছটায় চারিদিক রঞ্জিত করতঃ স্বীয় নামের মাহাত্ম্য জগৎবাসীকে জ্ঞাপন করিয়া তাহাদের অবসরের দিবস বিঘোসিত করিলেন।

বিরাম দায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে সমাচ্ছন্ন প্রাণী-জগৎ সজীব হইয়া উত্থিত হইল। পল, দণ্ড, প্রহর অতিক্রান্ত। মরীচিমালী মধ্যাহ্নগগণে আসিয়া যখন আপন প্রভাব বিস্তার করিলেন, প্রাণী-জগৎ স্তম্ভিত, ক্ষুব্ধ, সন্ত্রস্ত। দয়ার অবতার দিবাকর আপনা আপনি কৃতকর্ম্মের জন্য লজ্জিত হইয়া লাজ-বিজড়িত চরণে পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িলেন। তরল স্নিগ্ধ করুণার বিকীরণে প্রাণী-জগৎকে স্নিগ্ধ করিয়া আত্মকৃত পাপ প্রক্ষালনার্থ দূরে—অতি দূরে অন্তর্হিত হইলেন। প্রতিভূ স্বরূপ যাঁহাকে রাখিয়া গেলেন, তিনি পুষ্ট কলেবরে আবির্ভূত হইয়া জীব-জগৎকে তাঁর তরল-জ্যোৎস্নায় অবগাহন করাইয়া মোহিনী মায়ায় সমাচ্ছন্ন করতঃ পূর্ব্ব স্মৃতি বিলুপ্ত করিয়া দিলেন।

এ হেন চাঁদিনী রজনী! চারিদিক উদ্ভাসিত! জীবকুল পুলকিত-প্রাণ। সকলেই আপন আপন আশ্রয়ে বিশ্রাম সুখে বিভোর। মহানগরী কলিকাতার একটী বিশিষ্ট পল্লীতে একখানি বাড়ীতে যাবতীয় নরনারী ভয়াকুলনেত্রে কোমল শুভ্র শয্যাপরি শায়িতা মুমূর্ষা যুবতীর পার্শ্বে অবস্থান করিতেছেন! যুবতী এই আখ্যায়িকার আশা। আশার জীবন-প্রদীপ স্তিমিত-প্রায়—এই যায়, এই যায়। পার্শ্ববর্ত্তিনী রোরুদ্যমানা জননীর মুখে অবিরাম ধ্বনি!—

"খুকি, খুকি, মা-খুকি, খুকি-মা—"

মুদ্রিত-নয়না—শীর্ণ—ক্ষীণা কন্যার সশ্বাস অস্পষ্ট-রব "হ্যা মা, হ্যাঁ মা" উত্তর প্রত্যুত্তর একই শব্দ।

উচ্চরোলে কক্ষমধ্যে ধ্বনিত হইল, "মায়ি, মায়ি, মায়ি!" বিস্ফারিত লোচনে—তারকা-যুগলের-করুণ ঘূর্ণনে 'মায়ি' শব্দের প্রত্যুত্তরে যেন ব্যক্ত হইতে লাগিল, "এই যে আমি।" আঁখি-পল্লব মুদ্রিত হইল। শ্বাস রুদ্ধ হইল। অঙ্গশীতল হইল। স্নিগ্ধ জ্যোতি বিকশিত হইয়া অনন্ত শূন্যে মিশাইয়া গেল।

"মাগো! কোথা গেলি গো!" বলিয়া আশার মা মৃত দেহের উপর ঢলিয়া পড়িল।

"খুকি রে, তোরে রাখতে পারলুম না রে!" বলিয়া সতীন্দ্র মূর্চ্ছিতা মাতার উপর ছিন্ন-কদলি বৃক্ষের মত নিপতিত হইল।

"মা হারিয়ে মা পেয়েছিলাম, সে মা আমার কোথায় গেল! যাও মা, মায়ের কোলে যাও! জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী তোমায় কোলে তুলে নিয়েছেন, তাঁর কোলে চির শান্তি উপভোগ কর। আর জগতে ছড়িয়ে দাও মা তোমার একটু জ্যোতি, যার শুভ্র কণায় বাঙ্গলার ঘরে ঘরে উদ্ভাসিত হউক—সতীর জ্যোতি।"

সঙ্গে সঙ্গে ভূতলে নিপতিত হইল আশার খুল্লতাত, আর্ত্তনাদে গগণ দীর্ণ হইল। উচ্চরোলে হরিবোলে মিহির বন্ধুবর্গসহ শব দেহ লইয়া যাত্রা করিল। শ্মশান-চিতায় অগ্নির জ্যোতি ম্লান করিয়া সতীর জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইল।

২৪

কলিকাতার বাসাবাটীতে মাসাবধিকাল অবস্থানের পর সতীন্দ্র-জননী পুত্র, পুত্রবধূ সহ স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দেবরও স্বীয় কলিকাতার বাটীটি ভাড়া দিয়া সতীন্দ্রের সংসারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। শান্তি, সাধন ও নায়েব দাদা এবং অন্যান্য

লোকজন সহ আপনাদের আলয়ে প্রস্থান করিল। আশার মৃত্যুর পর মিহির লোক লজ্জার খাতিরে প্রায়ই শ্বশুরবাড়ী যাইয়া শাশুড়ীকে প্রবোধ দিয়া আসিত। এ সান্ত্বনা যদিও কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা তথাপি আশার খুল্লতাত ও অপরাপর সকলে এ আত্মীয়তা সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আশার মৃত্যুর পরদিন যখন আশার শাশুড়ী বাসা পরিত্যাগ করিয়া যান, তখন তিনি সতীন্দ্র-জননীর হাত দু'খানি ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধ লোচনে গদ্‌গদ্‌ স্বরে কহিয়াছিলেন যে, "বেয়ান, যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে তাহার আর চারা নেই, এখন যাতে সম্পর্কটা উঠিয়া না যায় তাহার দিকে একটুখানি লক্ষ্য যেন থাকে।" আশার খুল্লতাতকেও তিনি বলিয়াছিলেন যে, "দেখবেন বিয়াই, মিহির যেন তাঁহার স্নেহ হইতে বঞ্চিত না হয়; আশার সঙ্গে সঙ্গে যেন কুটুম্বিতাটা উঠিয়া না যায়। তারপর মহিমাময়ী মিহির-জননী নিজ মহিমার বড়াই করিয়া বলিয়াছিলেন, "এই বিধবা তার পুত্রবধূকে বরণ করিয়া তুলিয়াছিলেন বলিয়া সতীকুল-গরবিনী কুললক্ষী বৌমা আমার সিঁথীর সিন্দুর, হাতের লোহা বজায় রাখিয়া ড্যাং ড্যাং করিয়া চলিয়া গেল। এ কি কম ভাগ্যের কথা! ভাগ্যবতী আমার জন্ম এয়োস্ত্রী—অক্ষয় স্বর্গ লাভ করলে।" সমবেত সকলেই নির্ব্বাক-বিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। কেবলমাত্র নায়েব দাদা, যিনি পূর্ব্বাপর সকল ঘটনা সতীন্দ্রের নিকট শুনিয়াছিলেন, বড় দুঃখেই উত্তর দিয়াছিলেন যে, "বিবাহ রাত্রে শোকার্ত্তের হাহাকার, বিধবা কর্ত্তৃক বধূবরণ প্রভৃতি চিরানুমোদিত প্রথা উল্লঙ্ঘনাদি অনাচার সংঘটনই আশার অকাল মৃত্যুর পূর্ব্বসূচনা। ইহা বিধাতা কর্ত্তৃক সূচিত হইয়াছিল, মানুষ উপলক্ষ্য হইয়া তাহার সাহায্য করিয়াছিল মাত্র; তাহাতে গৌরবের কিছুই নাই। যার গেল তারই গেল। অন্যের কি? মার নাড়ী-ছেঁড়া ধন

চিরকালের জন্য চলে গেছে, তার স্মৃতিটা রাবণের চিতার মত জননী হৃদয়ে জল্ জল্ করিয়া জলিতে থাকিবে। যাবৎ-জীবন তাবৎ-জ্বলন। এ দহন থেকে জননীর মুক্তি তাহার জীবনের অবসানে।" তারপর বৃদ্ধ কাতর বচনে কহিয়াছিলেন, "মা! জন্মার্জ্জিত কর্ম্মের দোষে সতীন্দ্র-জননী আজ কন্যা শোক বুকের মাঝে বহন করছে। আপনার কোন অপরাধ নাই। এইটি নিয়তির অভিশাপ।" ক্ষণকাল নির্ব্বাক অবস্থানের পর যে যার গন্তব্য স্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন। সতীন্দ্র-জননী আছড়াইয়া পড়িয়া মৃত কন্যার নাম করিয়া হাহাকারে দিঙ্মণ্ডল দীর্ণ করিতে লাগিলেন।

যদুনাথবাবু গোপনে অনুসন্ধান করিয়া সকল তথ্য অবগত হইলেন। জয়ন্তী ঈর্ষাপরবশ হইয়া ভগ্নীর নামে যে অযথা দোষারোপ করিয়াছিল তাহা সম্যক উপলব্ধি করিয়া আত্মকৃত কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইলেন। কিন্তু পশু-প্রবৃত্তি আত্মাভিমান তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক হইয়া তাঁহাকে সে অনুতাপের কার্য্য করিতে বিরত করিয়াছিল। জিদী যদুনাথ জামাতার উপর অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। ততোধিক ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, সাধনের উপর। সাধনের অযাচিত সাহায্যে তাঁহার জামাতা তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া চলিতেছে, সাধনের চতুরতায় মীরা তাঁহার মর্য্যাদা বিনষ্ট করিয়া স্বামী সহ সম্মিলিত হইয়াছে ইত্যাদি যতই এ সব কথা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইতেছিল ততই তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িতেছিলেন। এতদবস্থায় জামাতার ভগ্নীর মৃত্যু সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি মনে মনে একটা দুরভিসন্ধি পোষণ করিতে লাগিলেন।

শারদীয়া পূজা সমাগত। সাধন সতীন্দ্রের বাড়ী আসিয়া পূজার নিমন্ত্রণ করিলে সতীন্দ্র-জননী নিমন্ত্রণ রক্ষার অক্ষমতা জানাইলে সাধন তাঁহাকে বেশী অনুরোধ করিল না। কন্যা-শোক-সন্তপ্তা মাতা যে

এক্ষেত্রে কোনরূপ আনন্দে যোগদান করিতে পারেন না তাহা সাধন উপলব্ধি করিল। সতীন্দ্র-জননীর নিমন্ত্রণ বাড়ীতে না যাওয়ার দরুণ মীরাও যাইতে পারিল না। কন্যা-হারা জননীকে মীরা সদা সর্ব্বদা নানা কথায় ব্যাপৃত রাখিয়া যথা সম্ভব কন্যার স্মৃতি ভুলাইয়া দিয়া থাকে। সাধনও তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিল না। সতীন্দ্র একাকী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেল। সতীন্দ্রের খুল্লতাত তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গৃহে রহিলেন। পূজার পর দুইমাস অতিক্রান্ত। একদিন সতী ও তাহার মাতা কাকার বাড়ীর দালানে বসিয়া কথোপকথনে নিযুক্ত ছিলেন, সতীন্দ্রের খুল্লতাত কহিলেন, "বৌদি, সতীন্দ্রের আর বসে থাকা চলে না। এইবার যা হয় একটা করুক্। করবে আর কি, আদালতে বেরুক্; কি বলিস্ সতি ?"

"কাকাবাবু, এই ক'টা মাস যাক্, নূতন বছর থেকেই বেরুব।"

"কোথা বেরুবি ? শ্রীরামপুর না হাওড়া কোর্টে ?"

"না, এই হুগলি কোর্টে।"

"দেখ, বৌদি, হুগলি কোর্টে আমার একজন পরিচিত উকিল আছেন, তার খুব পসার। এখানকার আদালতেই কায সুরু করুক্।"

"যা ভাল বিবেচনা হয় তাই কর।" সতীন্দ্র-জননী উত্তর দিলেন।

"আচ্ছা, মিহির আজকাল য়াওয়া আসা বন্ধ করে দিলে কেন বল ত বৌদি ?"

"কি জানি ভাই।"

সতীন্দ্র কহিল, "এঁধারে ত বিজয়ার প্রণাম করতে এল' না।"

মাতা বলিলেন, "না।"

"আমি বিজয়ার প্রণাম করতে ওদের বাড়ীতে গেছলেম, মিহিরের মা কত দুঃখ করলেন। মিহিরের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।"

মিহির পত্নীর মৃত্যুর পর কতকটা মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল। পত্নীকে উপেক্ষা, তাহাকে অযথা তিরস্কার, বৃথা গঞ্জনা, লাঞ্ছনা তাহার হৃদয়ে জাগিয়া তাহাকে অনুতাপানলে দগ্ধ করিতেছিল। তাহার লিখিত "হৃদয় উচ্ছ্বাস' 'উপেক্ষিতা' 'অনাদৃতা' 'সে গেল' 'সাথী কোথা' প্রভৃতি কবিতা পাঠ করিয়া মিহিরের বন্ধুবর্গ স্পষ্ট বুঝিয়াছিল যে, মিহির তাহার কার্য্যের জন্য বড়ই অনুতপ্ত। দিন দিন এই ভাব প্রকটিত হইয়া মিহিরকে সর্ব্ব কার্য্যে উদাসীন ও চিন্তা ভারাক্রান্ত করিয়া ফেলিল। তাহার সে হাস্য বদন আর নাই, সদাই গম্ভীর! অবসাদে হৃদয় সমাচ্ছন্ন। আত্মীয় স্বজন তাহা দেখিয়া প্রমাদ গণিলেন। বন্ধুবর্গ তাহাকে নানাবিধ উপদেশ দিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। সময় মানবের একমাত্র বন্ধু—শোকে শান্তি, দুঃখে প্রতীকার বিচ্ছেদে, মিলন, বিরহে ত্রাণ। সুহৃদবর্গের প্ররোচনা, আত্মীয়ের অনুযোগ, মাতার উপরোধ, সহকর্ম্মীদের অনুরোধ মিহিরের মন হইতে পত্নীবিয়োগ জনিত বেদনা অল্পে অল্পে বিদূরিত করিয়া নব অনুরাগে হৃদয় বিভোর করিয়া দিল। মিহির তখন একটি অভাব অনুভব করিল; সে অভাব পূর্ণ করিয়া দিলেন যদুনাথ বাবু। আশার মৃত্যুর পাঁচ মাস পরে বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন পরিবৃত হইয়া পূর্ণ আড়ম্বরের সহিত বর বেশে মিহির যদুনাথ বাবুর আলয়ে আসিয়া তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা জয়ন্তীর পাণিগ্রহণ করিল। পূর্ব্বস্মৃতি বিসর্জ্জন দিয়া নবীন উদ্যমে সংসার-সাগরে পাড়ী জমাইল! বন্ধুবান্ধব সাময়িক আনন্দে আনন্দিত হইয়া নবদম্পতির মিলন-সঙ্গীতে দিঙমণ্ডল পরিপূরিত করিলেন। ইহাই বন্ধুবর্গের রীতি। যেহেতু 'উৎসবে ব্যসনে চৈব, দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে শ্মশানে চ য তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ!' বন্ধুবর্গ শ্মশানে গিয়াছিলেন, উৎসবেও যোগদান করিলেন। উহারা মহাজন বাক্য অবহেলা করেন নাই।

যদুনাথ বাবু, জ্যেষ্ঠ কন্যা ও জামাতাকে এ বিবাহে নিমন্ত্রণ না করিয়া প্রতিশোধ লইলেন, মীরা পিত্রালয় গমনেচ্ছা চিরকালের জন্য ত্যাগ করিয়া শশ্রূঠাকুরাণীর পরিচর্য্যায় আত্মনিয়োগ করিল। অজ্ঞাত বিধিলিপি প্রকটিত হইয়া—ভাগ্যনিয়ন্তার প্রভাব প্রকাশ করিয়া দিল।

২৫

রাজলক্ষ্মীদেবী নায়েব মামার সঙ্গে শান্তি ও সাধনের পরিণয় সংঘটনের জন্য পরামর্শ করিতেছিলেন, এমন সময়ে শান্তি আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। রাজলক্ষ্মীদেবী কোন কার্য্য ব্যপদেশে কক্ষ ত্যাগ করিলেন। নায়েব দাদা পার্শ্বরক্ষিত শয্যায় গা ঢালিয়া দিয়া কহিলেন, "এস দিদি, জুড়িটিকে রেখে এলে কোথা?"

"এই আসে বলে।"

"এক দণ্ডও কি চোখের আড়াল কর্ত্তে নেই!"

"তা পারি কৈ?"

"এর পর?"

"কার পর?"

"তোর শ্বশুর বাড়ী যাবার পর?"

"সে গুড়ে বালি। শ্বশুর বাড়ী যেতে হবে না। হয় কানা, নয় খোঁড়া, এমন একটি দেবতা আমার স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে—চোখের সামনে রেখে দেবে।"

"বেশ সুব্যবস্থা হ'ল দেখছি! তা'হলে তোনার উপায়টা?"

"একটি পরী এনে ঘাড়ে চাপিয়ে দোব।"

"এর একটি ওর একটি জুটিয়ে দিয়ে ভাগীদার করার চেয়ে দু'জনেই কেন জোট পাকাও না!"

"তাহ'লে অন্যের দশা কি হবে!"

"এর মধ্যে আবার তৃতীয়টি কে?"

"এও বলতে হবে?"

"তা না বললে বুঝবো কি করে?"

"আপনি স্বয়ং।"

তা বটে। তবে কি জান গিন্নি! এই বয়সে একটু দয়া ধর্ম্ম করার ইচ্ছে হয়েছে। নিজের স্বার্থ বলি দিয়ে এই সুযোগে পরোপকার ধর্ম্ম অর্জ্জন করা যাক্ না! মুফৎ লাভটা হ'য়ে যাক্।"

"কর্ত্তার দেখছি ধর্ম্মে মতি আসছে।"

"তা একটু একটু আসছে বৈ কি। কি বল, রাজি?"

"তা মন্দ কি! কর্ত্তার ইচ্ছেয় কর্ম্ম।"

"কর্ত্তা ত ইচ্ছে করছে। গিন্নী রাজি হয় কৈ?"

"ভূত আমার পুত, শাঁকচুন্নি আমার ঝি, বুকে আছে 'রাম লক্ষ্মণ ভয়টা আমার কি? রাম, রাম, রাম" বলিতে বলিতে সাধন কক্ষ দ্বারে আসিয়া চমকিত ভাব দেখাইয়া দণ্ডায়মান হইলে নায়েব দাদা ইষদ্ধাস্যে কহিলেন, "কি হে ভায়া, অমন বোম্বাছাক মেরে গেলে কেন?"

"রক্ষে পাই, আমি মনে করেছিলেম, ঠান্‌দিদি বুঝি সাকার মূর্ত্তি ধরে ঘরে অধিষ্ঠান হ'য়েছেন। ভয় হ'য়েছিল, পাছে দাদাটীকে আমার হারাতে হয়।"

"এখন কি দেখছো?"

"এখন দেখছি যে, তা নয়!"

"তবে!"

"বসন্ত হিল্লোলে হিল্লোলিত দেখি আজ, দাদার পরাণী।"

"চমকিত হবে ভাই শুনিলে কাহিনী।"

"সে দিন নাহিক আর গিয়াছে কাটিয়া, দৃঢ় মম মন!

"কহ দাদা করি গো মিনতি, বিস্তারিয়া কাহিনী তোমার।"

"যার অদর্শনে চক্ষে ঝরে ধারা, বিরহে যাহার হৃদিমাঝে হাহাকার, পলকে প্রলয় জ্ঞান; সেই বামা—সেই তব হৃদয়ের রাণী হের হের ভাই, হৃদয় ঈশ্বরী মোর—বিরাজিত হৃদয়ে আমার।" এই বলিয়া পার্শ্ববর্ত্তিনী শান্তির কটিদেশ ধরিতে বাম বাহু বিস্তার করিলেন।

"আরে, আরে দুর্ম্মতি পিশাচ! বামন হইয়া চাহ ধরিতে চন্দ্রমা? বাখানি সাহস তব! পতি বর্ত্তমানে সতীরে প্রয়াস?"—তাড়াতাড়ি জিভ কাটিয়া "দূর দূর" বলিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া একখানি কেদারায় সাধন বসিয়া পড়িল।

"অমন ভাবের মুখে আগুন" বলিয়া শান্তি বৃদ্ধ নায়েব দাদার হাত ছাড়াইয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

"বেশ ভাই বেশ, তবে আর বিলম্ব কেন! মাকে বলে জোট পাকিয়ে ফেল। এ রত্ন কি বিলিয়ে দেওয়া যায় ভাই, গলায় গেঁথে বুকে ঝুলিয়ে রাখ। নিজের দিলটা ঠাণ্ডা হবে, আর আমাদের চোখ জুড়োবে।"

"বুড়োর ভীমরতি হয়েছে।"—শান্তি হাসিয়া কহিল।

সাধন বলিল, "মুখে বাধলো না? ভাই বোনে বিয়ে!" সাধনের কথা কাড়িয়া লইয়া বৃদ্ধ কহিল, "ভায়া, এ রকম ভাই বোন যদি আমরা হতেম ত বর্ত্তে যেতেম। নাও, যুগল মিলনের ব্যবস্থা কর। আমি মাকে সুখবরটা দিইগে।" বৃদ্ধ ত্বরিত গতিতে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

"দাদা আমাদের ঘারী আমুদে

"সত্যি ভাই, দাদা শুনেছো—মিহির তোমার জয়ন্তীকে বিয়ে করেছে।"

"আর ও কথা তুলিস্ নি বোন্, যার যা খুসি করুক গে। তুই শুনেছিস্! সতীদার কাকা তার সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রী করে ত্রিবেণী সঙ্গমে এক খণ্ড জায়গা কিনে "আশা-স্মৃতি-মন্দির" নাম দিয়ে একটা সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছে?"

"কই, তা ত শুনিনি। সেখানে কি হবে?"

"যত গরীব গৃহস্থের পীড়িতা মেয়েদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করান হবে। শান্তি, আমার ভারি আহ্লাদ হয়েছে। আমি প্রাণপণ শক্তিতে তার উন্নতি বিধানের চেষ্টা করবো!"

"আমরা একদিন দেখতে যাব।"

"নিশ্চয়। আজকালের মধ্যেই সতীদা আসবে।"

"আমাকে চিঠি লিখেছে।"

"চিঠি কোথায়?"

"পড়বার ঘরে আছে।"

"চল দিকিন্ দেখি গে।"

এই বলিয়া তু'জনে কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন প্রাতঃকালে সতীন্দ্র আগমন করিয়া সকলকে লইয়া ত্রিবেণীতে উপস্থিত হইল। মহা সমারোহে আশা-স্মৃতি-মন্দিরের দ্বারোদঘাটন মহোৎসব সমাহিত হইলে সকলেই মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। এ আনন্দ উৎসবের মাঝখানে সতীন্দ্র-জননী শোকে মুহ্যমানা। হায়! তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যা আশা আজ কোথায়! সন্তান-বিয়োগ-বিধুরা জননীর বক্ষে শোক-বহ্নি দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। হাহাকারে মাতা গগন দীর্ণ করিতে লাগিলেন। পুত্রবধূ মীরা, শান্তিকে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। রাজলক্ষ্মীদেবী শান্তির হাতখানি ধরিয়া সতীন্দ্র-জননীর ক্রোড়ে শান্তিকে উপবেশন করাইয়া

কহিলেন, "দিদি, আমার এই সযত্ন রক্ষিত প্রস্ফুট প্রসূন শান্তিকে তোমায় সমর্পণ করলেম। একে নিয়ে তোমার প্রাণের নিধি আশার শোক বিস্মরণ হও। জানি দিদি, যে ভীষণ ক্ষত ক্রমশঃ বুকের অন্তস্থল ভেদ করছে তার সোয়াস্তি কিছুতেই হবে না। তবে প্রলেপ দিয়ে যতটা তাকে ঠাণ্ডা করতে পারা যায় তাই কর। আমার শান্তি আজ থেকে তোমার মেয়ে।"

"মা, আশা-দিদির শূন্য স্থান পূর্ণ করো, তোমার কোলে আমায় একটু স্থান দাও?"

এই বলিয়া শান্তি দুই হাতে সতীন্দ্র-জননীর গলদেশ জড়াইয়া ধরিলে সতীন্দ্র-জননী সজল নয়নে কহিলেন, "মা, মা, তুই যে আমার আশার চেয়েও অধিক। তোর জন্যে আমি সব ফিরিয়ে পেয়েছি। ছেলে পেয়েছি, ছেলের বৌ পেয়েছি, উপরন্তু এই দিদি পেয়েছি, আবার একটা ছেলে পেয়েছি, তুই ত আমার মেয়ে নস্—তুই আমার মা। মা আমার!

এই বলিয়া সতীন্দ্র-জননী আকুল আগ্রহে শান্তিকে বক্ষের মধ্যে স্থাপন করিয়া জননীর অগাধ স্নেহ ঢালিয়া দিলেন। তারপর কথঞ্চিত প্রশমিত হইয়া কহিলেন, "দিদি, আমার মাকে তুমি ত দিলে এইবার আমায় একটি বাবা এনে দাও! বাবা, মা দু'জনকে নিয়ে আমি কাটা ঘায়ে প্রলেপ দিই।"

রাজলক্ষ্মীদেবী কহিলেন, "সেই জন্যই ত তোমার কাছে এসেছি। দিদি, তুমিই নিজে তোমার বাপকে নিয়ে এস—আমার নিজের আর কোন ক্ষমতা নাই।"

"কি করলে বাবাকে আনতে পারবো, বল না দিদি!"

মীরা হাসিতে হাসিতে কহিল, 'মা, আমরা তাহলে যাই—ওদিকে কি হচ্ছে দেখতে হবে যে মা?"

শান্তি কহিল, হাঁ মা, আমরা তবে যাই।"

"এস মা" বলিয়া সতীন্দ্র-জননী শান্তির মুখ চুম্বন করিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

মীরা শান্তির হাত ধরিয়া রাজলক্ষ্মীদেবীকে কহিল, "মা, তোমরা তোমাদের বাবার যোগাড় ক'রছো দেখছি, এখন আমায় একটি বোনের যোগাড় করে দাও—সাধন ঠাকুরপোর পাশে বসিয়ে আমিও একটু আমোদ করি। তোমরা দেখছি বড় স্বার্থপর। আর শান্তি, রাগ করিস্‌নি ভাই, আমার একটি বোনের জোগাড় না হলে, তোমার মা'র বাবা আসা দুর্ঘট হবে, মনে থাকে যেন।"

রাজলক্ষ্মীদেবী কহিলেন, 'কারও মনে আপশোষ থাকবে না, সব হবে! আমাদের মা বাপ একই; তোদের মত দুই-দুই নয়।"

মীরা হাসিয়া কহিল, "তা তোমরাই জান। আয় শান্তি, বলিয়া শান্তির হাত ধরিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিল। তারপর রাজলক্ষ্মীদেবী তাঁহার মনের চির পোষিত বাসনা জ্ঞাপন করিয়া শান্তি ও সাধনের সম্পর্ক বিশদরূপে সতীন্দ্র-জননীকে বুঝাইয়া দিলে সতীন্দ্র-জননী নির্ব্বাক-বিস্ময়ে রাজলক্ষ্মীদেবীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

"মুখপানে তাকিয়ে রইলে কেন দিদি?"

"দিদি, অবাক্ করলে যে, ও তোমার পেটের সন্তান নয়?"

"না দিদি, ওটি আমার সইএর মেয়ে।"

"ও মা! এতদিন কিছুই বুঝতে পারিনি, ওরা দু'টীতে ভাই বোন নয়! হ্যাঁ দিদি, মেয়েটী ত তোমাদের ঘর।"

"হাঁ ভাই!"

"তবে ওদের বিয়ে দিয়ে দাওনা।"

"সেই জন্যই ত বলছি।"

দুই দিবস ত্রিবেণীতে অবস্থানের পর রাজলক্ষ্মীদেবী সপুত্র নিজ আলয়ে

আগমন করিলেন। ওদিকে শান্তি সতীন্দ্র-জননী সহ কিছুদিনের জন্য তাঁহাদের বাটী প্রস্থান করিল। রাজলক্ষ্মীদেবী পুত্রের বিবাহের জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। একদিন অপরাহ্ণে রাজলক্ষ্মীদেবী নায়েব মামার সঙ্গে কথোপকথনে নিযুক্ত আছেন, এমন সময়ে সাধন আসিয়া কহিল, "মা, শান্তি কবে আসবে ?"

"এখন তাকে আনতে পারবো না। তার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্চে।"

"ঘরের মেয়ে পরের বাড়ী থেকে সম্বন্ধ হচ্ছে কি রকম ?"

"সতীন্দ্র কি পর ?"

"না, তা বলছি না, তবে এখান থেকে না হ'য়ে সেখানে কেন হতে যাবে ?"

"কেন ? সতীর মা পাত্র ঠিক করছে। আর আমি ত তার কোলে শান্তিকে দিয়ে এসেছি।"

"কি জানি মা, তোমার মন যে কেমন তা আমি বুঝে উঠতে পারলেম না। এদিকে ত শান্তিকে চোখের আড়াল করতে চাও না, এই যে মাস খানেক ধরে তাকে কোথায় ফেলে রেখেছো—"

"কোথায় ফেলে রাখবো কি রে ?"

"না মা, আমি বলছি, সে মনে মনে কত কষ্ট পাচ্ছে। দেখ মা, আমার সম্পত্তির অর্দ্ধেক আমি শান্তিকে দোব, সে সুখে থাকবে। তোমার পায়ে পড়ি মা, তাকে বাড়ীতে একটু স্থান দাও। আমার সন্ধানে একটী গরীব ছেলে আছে, খুব ভাল, খুব ঠাণ্ডা, সে আমার বড় বাধ্য, তার সঙ্গে শান্তির বিয়ে দাও মা, সে চিরকাল তোমার এখানে থাকবে। মা, তোমার পায়ে পড়ি।"

"তা কি হয়, সতীর মা যে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করছে।"

"সে সম্বন্ধ ভেঙ্গে দাও।"

"কথার খেলাপ হবে যে বাবা!"

বেশ গম্ভীরভাবে কথা বলিয়া রাজলক্ষ্মীদেবী কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন।

সাধনের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

নায়েব দাদা কহিলেন, "তাই ত দাদা! দিদি যে হাতছাড়া হয়ে যায়।"

সাধনের মুখে কথা নাই।

"ও কি দাদা, কাঁদছো? এ তো সুখের কথা। দিদি সুপাত্রে পড়বে বড় লোক শ্বশুর হবে, এর চাইতে আনন্দের বিষয় আর কি আছে?"

আনন্দের কথা সত্যি, তবে—তবে তাকে দেখতে পাব না, সে এখানে থাকবে না—না দাদা, তুমি মাকে বুঝিয়ে বল—"

"মার ভাব গতিক দেখলে ত?"

"তা দেখেছি—তবুও তুমি বল—"

"আচ্ছা, চেষ্টা করবো।"

বলিয়া উভয়ে স্ব স্ব কার্য্যে প্রস্থান করিল।

রাজলক্ষ্মীদেবী সতীন্দ্রের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। মাসাধিক কাল পরে শান্তি তাহাকে দেখিয়া অতীব আনন্দিত হইয়া বাড়ীর সংবাদ গ্রহণ করিয়া দাদার কথা জিজ্ঞাসা করিলে রাজলক্ষ্মীদেবী কহিলেন, "ওরে, তোর দাদা খুব ভাল আছে। তোর কথা যখন তখন কয়। সে একটী ডাক্তারখানা খুলেছে, গাঁয়ের লোকেদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে, ওষুধ দেয়। ডাক্তারখানার নাম কি রেখেছে জানিস্?"

"কি মা?"

"রাজলক্ষ্মী-দাতব্য-ঔষধালয়।"

"খুব ভাল হয়েছে।"

"ওরে, তোর দাদার বিয়ের সম্বন্ধ করেছি শানি! ঠিক তোর কথার মত—একটী পরী!"

"কোথায় মা?"

"এই হুগলিতে।"

"বেশ হবে।"

"কিন্তু একদিনেই যে দুই বিয়ে হবে।"

"কার কার?"

"তোর আর তার।"

"সে কি ক'রে হবে?"

"তা হলোই বা! আমার বাড়ী থেকে তোর বর এখানে বিয়ে করতে আসবে আর হুগলি থেকে সাধন ক'নে নিয়ে আমার বাড়ী যাবে। বর ক'নে এক সঙ্গেই বাড়ী গিয়ে উঠবে।"

"তা মন্দ কি।"

মীরা এতক্ষণ শুনিতেছিল—তার পর কহিল, "মা, পাত্রটি কেমন?"

সতীন্দ্র-জননী হাসিয়া কহিলেন, "অনেকটা সাধনের মত।"

রাজলক্ষ্মীদেবী কহিলেন, "মীরা, মা আমার, বিয়ের আগের দিন তোমাকে আমার বাড়ী যেতে হবে। তোমার ওপর সব ভার দিয়ে আমি এখানে এসে উপস্থিত হবো। তোমার শাশুড়ী কন্যা দান করবেন আমার সাম্‌নে। আমি নিজে বর ক'নে নিয়ে গিয়ে বাড়ীতে উঠবো। তুমিই মা বরণ করবে। সাধনকেও বরণ করবে, শান্তিকেও বরণ করবে। তুমি যে মা আমার সাধনের জীবনদাত্রী!" সকলের প্রাণে একটি আনন্দের স্রোত বহিয়া গেল। রাজলক্ষ্মীদেবী বিবাহের সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়া দুই দিবস পরে নিজ বাটী চলিয়া আসিলেন। সাধন মাতার নিকট সমস্ত শ্রবণ করিয়া অতীব প্রীত হইল। নিজের বিবাহে সম্মতি

দান করিয়া শান্তির বরের বিষয় জানিতে অনুসন্ধিৎসু হইলে মাতা বুঝাইয়া দিলেন যে, শান্তিকে বিবাহ করিয়া বর এই বাটীতেই আসিবে, মীরা বরণ করিয়া তাহাদের গৃহে তুলিবে। সাধন আশ্বস্ত হইল। কিন্তু প্রাণের ভিতর একটা তীব্র আভাবের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল, অথচ সাধন তাহার হেতু বুঝিতে পারিল না। শান্তিকে যে বরাবর বাটীতে দেখিতে পাইবে সেই আশায় মনকে প্রবোধ দিতে লাগিল।

* * * * *

ফাল্গুন মাস, দোল পূর্ণিমা। প্রকৃতি-রাণী নব নব সাজে সুসজ্জিত হইয়া নয়ন-চকোর পরিতৃপ্ত করিতেছে। দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত। বাসন্তী গগনে পূর্ণ শশধর উদীয়মান। কৌমুদী-স্নাতা হাস্যময়ী ধরণী ধরাবাসীর প্রাণে এক অপূর্ব্ব পুলক সঞ্চারিত করিয়া উৎফুল্ল করিতেছে। হুগলির বিবাহ বাড়ীখানি আনন্দের কলহাস্যে মুখরিত! কন্যা পক্ষীয় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ বরের আগমন প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া অবস্থান করিতেছেন। দূর-শ্রুত ঢক্কা নিনাদ বরের আগমন বিঘোষিত করিল। মহানন্দে আবাল বৃদ্ধ বনিতা বর দেখিতে ছুটিয়া গেল। ছাদে, বারান্দায় পুর-মহিলারা সমবেত হইল। বালক বালিকাদের মুখে 'ঐ আলো, ঐ বাজনা, ঐ চতুর্দ্দোলে বর' ইত্যাদি কলরব পল্লী-গগন মুখরিত করিল। নহবৎ বাজিয়া উঠিল। শঙ্খ নিনাদে মঙ্গল ধ্বনি ধ্বনিত করিল। নায়েব দাদা মিত্রদের বাটীর প্রকাণ্ড ফটকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দোলা ভূমিতে সংস্থাপিত হইল। সতীন্দ্রের খুল্লতাত আসিয়া বরকে ক্রোড় দেশে উত্তোলন করিয়া মণ্ডপ মধ্যে বরাসনে সমাসীন করাইলে জনবৃন্দ এক বাক্যে বরের রূপের সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। বরবেশী সাধন পরিচিত স্থানে আসিয়া পরিচিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া অবাক্ হইয়া গেল। একটী [illegible]

অপূর্ব্ব ভাবাবেশে বিভোর হইয়া উঠিল। হৃদয় দুরু দুরু করিতে লাগিল। বিস্ময় ও পুলক যুগপৎ হৃদয়ে জাগিয়া তাহাকে বিমলানন্দ প্রবাহে ভাসাইতে লাগিল। লগ্ন উপস্থিত। বর অন্দরে উপস্থিত হইল। স্ত্রীআচার সমাপনান্তে বর ক'নের শুভদৃষ্টি কার্য্য সম্পন্ন হইবার সময় উভয়ের মুখে এক সময়েই উচ্চারিত হইল—"এ কি! দূর দূর!" উভয়েই হাসিয়া চক্ষু অবনত করিল। এয়োরাণীরা বিস্মিত হইয়া পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন। বর্ষিয়সী একজন মহিলা কহিয়া উঠিলেন, "ওরে, তোরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি কর্‌ছিস্ কি? বর ক'নে পরস্পরে অনেক দিনের জানা। ওরা দু'জনে যে ভাই বোন্।"

সাধন ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল; শান্তিও তথৈবচ। নায়েব দাদা ইতি মধ্যে আসিয়া সাধনের কাণ ধরিয়া কহিলেন, "দূর শালা।" সাধন হাসিয়া ফেলিল। তারপর শান্তির চিবুক ধরিয়া মুখখানি তুলিয়া বলিলেন, "তুই শালীও কম নস্।"

শান্তি আঁখিদ্বয় মুদ্রিত করিল। অধর কোণে হাসি ফুটিয়া উঠিল। রক্তাক্ত কপোলে রক্তিমচ্ছটা বিকশিত হইল। এয়োরাণীগণ ঠাট্টা বিদ্রূপের উপকরণ পাইয়া মনে প্রাণে উল্লাসিত হইয়া উঠিলেন। শুভ-লগ্নে সম্প্রদান কার্য্য সমাহিত হইলে বরবধূ বাসরে যাইয়া উপস্থিত হইল। ভূরিভোজনে নিমন্ত্রিতগণ পরিতুষ্ট হইয়া বর ক'নের শুভ সম্মিলন এবং দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিয়া স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিলেন, আনন্দ কোলাহলে শুভ রজনী প্রভাত হইল।

পরদিন প্রাতে পল্লীর দেব-মন্দিরে হর্ষোৎফুল্লা শান্তি প্রসাদী লইয়া রাজলক্ষ্মীদেবী সহ স্বীয় আলয়ে যাত্রা করিলেন। সতীন্দ্র তাহাকে বলিল যে, এদিককার সব বন্দোবস্ত করিয়া মাতাকে লইয়া বৈকালে যাত্রা করিবে। রাজলক্ষ্মীদেবী অনুমোদন করিলেন। এদিকে তাঁহার বাটীতে

পরিজন, আত্মীয় কুটুম্বগণ কর্ম্মচারীবৃন্দ বর ক'নের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। বর ক'নে আসিয়া উপস্থিত হইলে সকলেই বিস্ময়ে অভিভূত হইল। সকলেরই প্রাণে একটা আনন্দের হিল্লোল বহিয়া গেল।

মীরা ছুটিয়া আসিয়া ক'নেকে ক্রোড়ে তুলিয়া, বরণ করিবার স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে নামাইয়া দিয়া, যেমন ক'নের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিল, অমনি অবাক্ হইয়া হতভম্ব হইয়া পড়িল। নায়েব দাদা কহিলেন, "কি দেখছিস্ মা, হকচকিয়ে গেছিস্? তা ত যাবিই। আমরাই গেছি তা তুই। ভাই বোনের বিয়ে—চমৎকার কথা বটে। তবে রক্তের সম্পর্ক নেই এই যা। নে মা, বরণটা সেরে ফেল্, তার পর সব শুনতে পাবি। মুহূর্ত্তমধ্যে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া কুটিল কটাক্ষে সাধনের দিকে চাহিতেই সাধন মৃদু হাসিয়া অবনত মস্তকে অবস্থান করিতে লাগিল। মীরা শান্তির লাজ-বিজড়িত বদনখানি তুলিয়া ধরিয়া "দূর ভাই-ভাতারী" বলিয়া গোলাপ-বিনিন্দিত কপোলদ্বয়ে প্রীতির চিহ্ন মুদ্রিত করিয়া দিয়া বরণ করিতে লাগিল।

বরণ কার্য্য সুচারু রূপে সম্পাদিত হইলে নবদম্পতি রাজলক্ষ্মীদেবীর পদতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলে রাজলক্ষ্মীদেবী শান্তিকে বাহুবেষ্টনে বক্ষের মধ্যে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া কহিলেন, "মা আমার, লক্ষ্মীর ঝাঁপি মাথায় করে তুই আমার ঘরে এসেছিলি, আজ আবার মঙ্গল দেউটী জ্বালিয়ে আমার আঁধার ঘর আলো করলি। আর মীরা, সতীরাণী মা আমার, তোমার পূণ্যের জ্যোতিতে আমার সাধনের জীবন জ্যোতি ফিরিয়ে পেয়েছি, তুমি মা আমার সতীর জ্যোতি!

মধ্যাহ্ন-গগনে বাসন্তী-ভাস্কর সহস্র কিরণজাল বিকীর্ণ করিয়া সমবেত নর নারীর নয়নে বিকশিত করিয়াছিলেন—সতীর জ্যোতি। শ্বেতাম্বর-ধারিণী জননীর বক্ষপার্শ্ব-সংলগ্না এয়োরাণী মীরা ও [illegible]

সীমন্তের সিন্দুর ছটায়—জগৎ-জীবন মরীচিমালীর শুভ কিরণ ছটা বিচ্ছুরিত হইয়া উদ্ভাসিত করিল——সতীর জ্যোতি।

পরম পিতা পরমেশ্বরের অপার করুণায় শুদ্ধান্তচারিণী সতীকুলরাণী বঙ্গললনাবৃন্দের পবিত্র হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিল—

—সতীর জ্যোতি—

মধু

পর পৃষ্ঠায় ইহার পরের উপন্যাস 'স্বামী-তীর্থের' নমুনা-পরিচ্ছেদ পাঠ করুন।

স্বামী-তীর্থ

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

—হিমাদ্রিবক্ষে—

সমগ্র হিমারণ্য তখন মহাযোগীর ন্যায়ই ধ্যানস্থ—সেই ধ্যান ভঙ্গ করিতেছিল কেবল জমাট ঝিল্লীরব ও অলকানন্দার নিম্নবাহিনী কলধ্বনি আর মাঝে মাঝে কোন অচেনা পাখীর আর্ত্ত কাকলি! সেই গিরি-নদীর শান্ত করুণ বক্ষের তিনটি উন্নত পাষাণ-শিলায় তিনটি অমিতাভ মানব মূর্ত্তি নিশ্চল স্থাণুর ন্যায়ই সমাহিত ছিলেন। তিন জনেই গৌর-তনু। তাহা হইতে জ্যোতিঃ যেন ফাটিয়া পড়িতেছিল, গৈরিক বসন সে বিভূতি যেন আরও ফুটাইয়া তুলিতেছিল। প্রকৃতির এই অজ্ঞাত-বাসে লোক নয়নের দৃষ্টি হইতে তাঁহারা এতদিন অতি নিভৃত জীবন যাপন করিতেছিলেন। সেই ত্রিমূর্ত্তির মধ্যভাগ অধিকার করিয়াছিলেন এক উন্নত ললাট তেজপুঞ্জ কলেবর বিশাল-বক্ষ জটাজুটধারী প্রাচীন মহাপুরুষ, আর তাঁহারই দক্ষিণ ভাগে বিরাজ করিতেছিলেন এক মুণ্ডিত-শীর্ষ বৌদ্ধ ভিক্ষু জনোচিত নবীন তপস্বী ও বাম ভাগ উজ্জ্বল করিতেছিলেন এক সতীত্ব-দীপ শিখাময়ী আলুলায়িত কুন্তলা নবীনা তপস্বিনী! কি অতুলনীয়, অভাবনীয় গৈরিকোজ্জ্বল পবিত্র চিত্রত্রয়!

প্রাচীন মহাপুরুষটি কোন্ অনাদি কাল হইতে যে অলকানন্দার

সেই শিলাখণ্ডকে আশ্রয় করিয়া আছেন, তাহা কেহই বলিতে পারে না, অনন্ত কালই তাহার একমাত্র সাক্ষ্য দিতে পারে কিন্তু তাঁহার পার্শ্বস্থিত শিষ্য ও শিষ্যাদ্বয় উভয়েই আধুনিক স্রোতের ফুল, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। দশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার হৃদয়ে সংসার যন্ত্রণার গভীর আঘাত পাইয়া এই গুরু পাদপদ্মে শরণাগত হইয়াছিলেন। শিষ্য স্ত্রী কর্ত্তৃক পদে পদে লাঞ্ছিত হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করেন এবং শিষ্যাও সপত্নীর প্ররোচনায় স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হঁন, অবশেষে উভয়েই ভাসিতে ভাসিতে শ্রীগুরুর কৃপালাভ করিয়া সাধনার জগতে অসীম উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রাত্রি তখন প্রভাত হইয়া আসিতেছিল—অলকানন্দার বক্ষে শেষ কনক-জ্যোৎস্না তখনও বিদায় লইতে ইতস্ততঃ করিতেছিল, পূর্ব্বদিকের উষালক্ষ্মী সবেমাত্র তাঁহার বালার্ক আলিপনার উপচার সংগ্রহ করিতেছিলেন, একটি দুইটি পক্ষীর বনগীতি উদীচির অস্পষ্ট আলোর দিকে নীড়ের নিবীড়তা হইতে ছিটকাইয়া পড়িতেছিল। তরুণী শিষ্যা সমগ্র ভারতাকাশের ঘুম ভাঙ্গাইতে গান ধরিলেন :—

বধির তিমির ভেদি ; তোল'গো যবনিকা !—
উরগো জননি মম অরুণ ললাটিকা !
বিষাদ-রজনী নাশি' দেখাও প্রসাদ-হাসি ;—
সজল নয়ন কোণে উজল নীহারিকা !
খোল মা আশার দ্বার, উষার কনক হার ;—
হওগো প্রসুতি পুনঃ—দশদিক-প্রভাবিকা ! ! !

অদ্ভুত মহিমাময়ী সেই দেবী-প্রতিমা, গানটির অপূর্ব্ব আলাপে একটা নূতন জগৎ যেন খুলিয়া দিলেন। মহাপুরুষের অনাহত ত্রিনয়ন যেন এক নূতন আশাবরীতে ফুটিয়া উঠিল। শিষ্য বাগেশ্বর যেন এক ললিত

ভৈরবীর ধ্যানালোকে নিমগ্ন হইয়া রহিলেন, শিষ্যা বিরজাও চিত্র পুত্তলিকাবৎ এক নিশ্চল ধ্রুব-তারার প্রতি এক লক্ষ্যে চাহিয়া রহিলেন! কি এক নিগূঢ় সত্যের সন্ধানে আজ তিন জনেই অদূর ভবিষ্যতের গর্ভে যেন দিব্য চক্ষুষ্মান্ হইয়া রহিলেন।

মহাপুরুষ অসীম স্নেহভরে জিজ্ঞাসু হইলেন—কি গান গাইলি, মা ঈশানী? এমন গান কোথাও ত আর শুনি নি! ভারতের একটা মূর্ত্তিময় সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে যেন খুঁজে পেলুম! এ যবনিকার কি তবে শেষ হ'ল মা, কি অরুণালোক আজ সম্মুখে এনে ধর্‌লি, কি উদয়-তোরণ আজ খুলে দিলি। তোদের নিয়ে আমার দশ বৎসরের এই সুকঠোর আয়াস আজ কি সত্য সত্যই সফল হ'তে চল্‌ল মা?

বিরজা করোজোড়ে কাতরা হইয়া বলিলেন—ঠাকুর, আমরা আর কতটুকু, সবই যে আপনারই অপার করুণা! আপনার চরণে ভাগ্যক্রমে স্থান না পেলে এতদিন আমরা কোথায় ভে'সে যেতুম!

গুরুদেব বলিলেন—জীবনের সার্থকতা আজ যোগ্যতমের জয়ে নয়, অত্যুত্তমের বলিতে! আর এই আত্ম-সংগ্রাম বৈরাগ্যে নয়, আজ তা'র চেয়ে আমি মহত্তর বাণী শুনতে পেয়েছি! আমি সত্য সত্যই তোদের আর একবারটি ভাসিয়ে দিয়ে দেখ্‌ব। দশ বৎসরের এই কঠোর সন্ন্যাসের পর আবার তোরা সংসারে ফিরে যা! এখানে যা শিক্ষা হ'ল, সেখানে তা'র পরীক্ষা হোক্—

বিরজা গুরুদেবের কথার শেষ না হইতেই অনিনতি সহকারে জানাইলেন—আর কেন শাস্তি দেবার মৎলব কর্‌চেন প্রভো! সংসার ত' আমাদের চক্ষে নতুন নয়—সে সংগ্রামে যে আমরা পরাস্ত হয়েই এসেচি। শোকে দুঃখে জ্বালায় যে আমরা এক রকম ছাই হয়ে পড়েচি! আবার সেই ক্ষেত্রে! কি আদেশ দিচ্চেন, ঠাকুর?

আবার তোমরা সেই সংগ্রামে জয়ী হও—আমি এই আশীর্ব্বাদ কর্‌চি! তোমাদের দু'টি ভাই বোনের মিলিত-শক্তিকে আমি জগতের হিতে আজ নিযুক্ত কর্‌তে চাই। বিরজা, তুমি স্ত্রীজনের উন্নতি সাধন কর—বাণেশ্বর, তুমি পুরুষকে ফিরাও!

বিরজা ভীত সন্দিগ্ধ চিত্তে প্রশ্ন করিলেন—ঠাকুর, অপরকে ফিরাতে গিয়ে, রক্ষা কর্‌তে গিয়ে আমরাই যদি ভেসে যাই, তলিয়ে যাই!

গুরুদেব সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—না মা, আমি তোমাদের রক্ষা কবচ পরিয়ে দিয়েচি—সংসারের কোন প্রলোভন বস্তুই আর তোমাদের মোহিত কর্‌তে পার্‌বে না। বাণেশ্বর বলিলেন—প্রভো! আপনার বিচ্ছেদ যে আমাদের অসহনীয়—আমরা আপনার হাতে যে পুনর্জন্ম লাভ করেচি, নব স্বর্গের সন্ধান পেয়েছি! সংসার যে এখন আমাদের মৃত্যুস্থল—তার যন্ত্রণা যে নরকের চেয়েও ভীষণ। প্রভো, আমাদের রক্ষা করুন!

ভুল বাণেশ্বর, ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছ! নব স্বর্গের সন্ধান যদি কোথাও পেয়ে থাক, তবে মানুষের জন্য মানুষের ত্যাগে—মানুষের জন্য মানুষের দায়ীত্বে!—সেই দায়ীত্ব ধর্ম্মে আজ তোমরা উভয়ে দীক্ষিত হও!—বিশাল মানবতা তোমাদের বাণীর অপেক্ষা কর্‌চে। তুমি প্রত্যেক মানব-কুটিরের দ্বারের ভার গ্রহণ কর, বিরজা, প্রত্যেক অন্তঃপুরের ভার গ্রহণ করুক। জগতের ছেলে, মেয়ে, ভাই, বোন আজ তোমাদের সেবার হাত পা'ক্‌। বৎস, বহুজনের মধ্যে তোমরা এইবার বাঁচ্‌তে চেষ্টা কর!—মহাপুরুষ আজ তাঁহার শিষ্য শিষ্যার কর্ণে কর্ম্মের এক নুতন বাণী শুনাইলেন।

বিরজা অধীর হইয়া প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ঠাকুর, আপনার চরণতল হ'তে, আমরা এখন হ'তে কত দূরে গিয়ে পড়্‌ব?

কত দূরে কি মা!—আমি তোমাদের নিকটে নিকটেই থাকব—ধ্যানে এতদিন আমাকে ভিতরে দেখে এসেচ—কর্ম্মে আজ আমাকে চাক্ষুষ দেখ—দেখ আমি কত রূপে আমার বিকাশ সাধন করি।

বাণেশ্বর মনে মনে তাঁহার রণ-চণ্ডিকা স্ত্রীর কথাই ভাবিতেছিলেন। সেই স্ত্রীর সান্নিধ্য যে তাঁহার এ জীবনে অসম্ভব এই চিন্তাই যে তাহাকে তোলপাড় করিয়া তুলিতেছিল—অন্তর্য্যামী গুরুদেব বাণেশ্বরের এই চিত্ত-চাঞ্চল্যের প্রতি ত্রিনয়নপাত করিয়া সুধাইলেন,—

কি ভাব্‌চ বাণেশ্বর? যা সন্দেহ কর্‌চ, তা ভুল। তোমার চণ্ডিকা আজ ভুবনেশ্বরী-বিদ্যা ধারণ করেচেন। আজ তিনি অন্নপূর্ণা, তোমার আর ভয় নাই ভিখারী,—তুমি আবার তাঁর দ্বারী হও! হায় বাণেশ্বর, তোমার ছেলের খোঁজ রাখ কি! যাকে একটি বছরের শিশুপুত্র দেখে সেই কবে ফেলে এসেছিলে, আজ সে দশ বছরের কিশোর! তার দায়ীত্ব বোধ তোমার কোথায়? পিতার কর্ত্তব্য তুমি কি ভাবে পালন কর্‌চ, একবার ভাব। তা'কে ফেলে মোক্ষলাভ তোমার সুদূর পরাহত।

বাণেশ্বর চমকিয়া উঠিলেন। দশ বৎসরের কৃচ্ছ্রসাধন, কুম্ভক রেচক, পুরক, গীতা, উপনিষদ, বেদান্ত, ষড়দর্শন যোগশাস্ত্র সব কি ফক্কীকারি! বাণেশ্বরের প্রাণে আজ বহুবৎসর পরে অমল পুত্র-বাৎসল্যের উদয় হইল। বিরজারও চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল—কারণ তিনিও যে পুত্রের জননী! বিধাতার ক্রুর পরীক্ষার নির্য্যাতনে আজ তিনি কোথায়, আর তাহার শোণিত সম্বন্ধ নয়নের মণি সে পুত্রই বা কোথায়! বিরজার ছেলে-খোঁজা-কোল আবার যেন স্নেহে ভরিয়া উঠিল—তাঁহার হারাধনকে ফিরিয়া পাইবার জন্য কোন্ সন্ধান-পুরে বিরজা যেন ভাবিতে ভাবিতে তলাইয়া গেলেন—তাহা তাহাদের অন্তর্য্যামী গুরুদেবের আর বুঝিতে বাকী রহিল না।

উভয়েই শিলাসন হইতে অবতরণ করিয়া গুরুর পাদপদ্মে নতজানু এবং প্রণত হইয়া রহিলেন।

উভয়ের মস্তকে স্নেহের হাতখানি বুলাইতে বুলাইতে সেই করুণাময় মহাপুরুষ উভয়কে বুঝাইয়া বলিলেন—

আশীর্ব্বাদ করি তোমরা কৃতকার্য্য হও!—আমার কাছে আজ হ'তে তোমাদের প্রাথমিক শিক্ষার অবসান ও সংসারক্ষেত্রে শেষ পরীক্ষার আরম্ভ! আমার এই আশ্রয়-তীর ছেড়ে আজ তোমরা ভেসে যেতে চাও অকুল সমুদ্রে!—জানি অনেক ঝড়, অনেক তরঙ্গ তোমাদের উদ্বিগ্ন কর্‌বে বটে—কিন্তু বিশ্বাসের পাথর হইতে যেন তোমরা চ্যুত হ'য়ো না—আমি যে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছি, এ অচলা ভক্তি যেন তোমরা না হারাও!

সেই নবীন এবং নবীনা আর বিলম্ব না করিয়া তাঁহাদের গুরুদেবকে ধ্যান করিতে করিতে যে যাহার পথে দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া বহুদূরে গিয়া পড়িলেন।

প্রবল শীতের আগমনে অলকানন্দার তরল বক্ষ আবার তুষারে পরিণত হইল—বদরিকাশ্রমে তুষারের কপাট পড়িল—প্রকৃতির শ্যামায়তন তুষার-মরুর শ্বেতরূপ ধারণ করিল। সেই প্রাচীন মহাপুরুষ কিন্তু তার শ্মশানভস্ম যেন গায়ে মাখিলেন!—দিনের পর দিন, রাত্রিদিন তুষারই কেবল জমাট বাঁধিতে লাগিল—কঠিন হইতে কঠিন—নির্ম্মম হইতে নির্ম্মম! সূর্য্যের তাপও সেই কঠিন প্রকৃতিতে আর রেখাপাত করিতে পারিল না।